মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০১৬

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ	১২তম সংখ্যা
যিলক্বদ-যিলহজ্জ	১৪৩৭ হিঃ
ভাদ্র-আশ্বিন	১৪২৩ বাং
সেপ্টেম্বর	২০১৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ হজ্জের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ০৩
- অনুবাদ : ড মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি *(শেষ কিস্তি)* ০৯
-অনুবাদ : আব্দুল মালেক

♦ কুরবানীর মাসায়েল ১৯
-আত-তাহরীক ডেস্ক

♦ হজ্জ : গুরুত্ব ও ফযীলত ২১
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

♦ ইসলাম ও জঙ্গীবাদ ২৮
-মুজাহিদুল ইসলাম স্বাধীন

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ৩০

♦ আত্মপীড়িত তারুণ্য ও জঙ্গীবাদ
-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

◈ **মনীষী চরিত :** ৩২

♦ মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাঞ্জানগরী *-নূরুল ইসলাম*

◈ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৭

(ক) গোলমরিচের ৬টি ব্যবহার
(খ) অ্যালার্জি হ'লে করণীয়

◈ **কবিতা :** ৩৮

♦ কুরবানী ♦ আল-হেরা
♦ আত-তাহরীক ♦ আলো

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৯

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০

◈ **মুসলিম জাহান** ৪১

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৩

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

◈ **বর্ষসূচী** ৫৫

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

চেতনার সংকট

জ্ঞান ও শুদ্ধ চেতনার কারণে মানুষ হ'ল সৃষ্টির সেরা। এই চেতনা বিনষ্ট হ'লে মানুষ হয় নিকৃষ্টতম জীব। কিন্তু এই চেতনা একসাথে এক দিনে বিকশিত হয় না। এজন্য প্রয়োজন হয় জ্ঞান বিকাশের সুষ্ঠু পরিবেশ, সুষ্ঠু শিক্ষা এবং সুষ্ঠু কর্মসংস্থান ও কর্মস্থলের। প্রথমটির জন্য প্রয়োজন যোগ্য পিতা-মাতা, স্নেহশীল পরিবার ও সৎ সংসর্গ। দ্বিতীয়টির জন্য সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা, তৃতীয়টির জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। আর পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য চাই সুস্থ চেতনার অধিকারী একদল যোগ্য মানুষ। কিন্তু একটা সদ্য চোখ ফোটা শিশু যখন তার সামনে উদ্ভট সব ছবি দেখে, লারে লাপ্পার গান শোনে ও নাচ-গানের আসর দেখে, তখন তার মানসিকতায় কিসের দাগ কাটে? একটা তরুণ যখন স্কুলে গিয়ে সরকারী ও বিরোধী দলীয় হিংসা-প্রতিহিংসা, মিছিল-মিটিং ও গালিগালাজের সবক নেয়, তখন সে কি শিখে? যখন সে পরীক্ষার খাতায় হিজি-বিজি লিখেও শিক্ষকের কাছে আশানুরূপ নম্বর পায়, তখন সে কি বার্তা পায়? এবার কর্মসংস্থানের ও কর্মস্থলের পালা। সেখানে শিক্ষার সনদটা সাইনবোর্ড মাত্র। আসল যোগ্যতা হ'ল টাকা ও দলীয় লোক হওয়া। সেই সাথে লাগবে নেতা-নেত্রীর ফোন ও তদবীর। এর দ্বারা সে কি ইঙ্গিত পেল? এরপর কর্মস্থল? সেটা তো পরিচয়ের একটা ক্ষেত্র মাত্র। যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি সেখানে অপাংক্তেয়। কারণ সে তো দলের লোক। ভোটের রাজনীতিতে একটা বড় ফ্যাক্টর। অতএব তার সাত খুন মাফ। অন্যেরা যখন খুশী চলে যান। এমনকি মাসে একদিন এলেও বেতন পান। এছাড়াও মূল বেতনের তিনগুণ ওভারটাইম। ফলে দেখা যায় সরকারী যেকোন সেক্টরে দুর্নীতি ও স্থবিরতা। কিছু ধার্মিক ও আল্লাহভীরু কর্মকর্তা-কর্মচারীর কারণেই এখনও প্রতিষ্ঠানগুলি দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকগুলি খুঁড়িয়ে চলছে বা বন্ধ হওয়ার পথে। অথচ বর্তমান পরিবেশে এই সৎ মানুষগুলিই প্রশাসনের সন্দেহ ও ঘৃণার তালিকায়। কারণ ওদের দাড়ি-টুপী আছে বা ওরা বোরকা পরে। যদিও দেশের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের স্ব স্ব ধর্ম পালন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। তবুও ওদের উপরেই যত আইনের খড়্গ। এমতাবস্থায় সদ্য চাকুরী পাওয়া ঐ যুবকটির চেতনা কোন দিকে যাবে? সে তো দেশ ও সমাজের প্রতি বিরূপ হবেই। এভাবে সুষ্ঠু চেতনার বিকাশ ও তার স্থিতি ব্যাহত হচ্ছে দেশের নষ্ট রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রশাসনের কারণে। অথচ তারাই হরহামেশা অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেরা আত্মপ্রসাদ লাভের ঢেকুর তুলছেন। অন্যদিকে বিরোধী দল সর্বদা সরকারের তিক্ত সমালোচনায় লিপ্ত ও তাদের পতনের স্বপ্নে বিভোর। এভাবে সরকারী ও বিরোধী দলীয় হিংসান্ধ সমাজ ব্যবস্থায় কারুরই চেতনা যখন সুস্থ নয়, তখন তরুণ বংশধররা কোন পথে যাবে? চেতনার সুষ্ঠু বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে বা বেকারত্বের অভিশাপে কিংবা অনৈতিক প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে জীবনযুদ্ধে যখন সে হতাশ হয়ে পড়ে, তখনই সে দেশী-বিদেশী মতলববাজদের খপ্পরে পড়ে যায়। ফলে সে এক সময় অন্ধকার জগতে পা বাড়ায়। যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে পারে না। প্রশাসন ও মিডিয়া এদেরকে নানা বাজে নামে আখ্যায়িত করে। ফলে এরা বন্দুকযুদ্ধের নামে পুলিশের হাতে বেঘোরে প্রাণ দেয়। অথবা ফাঁসিতে ঝুলে মরে কিংবা সারা জীবন কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে বাস করে। ওরা তওবা করে ফিরে আসতে চাইলেও সরকার ও সমাজ তাদের গ্রহণ করে না। এমনকি পরিবার তার লাশ পর্যন্ত নেয় না। এটা বুঝেই তারা হিংস্র ও বিধ্বংসী হয় এবং যা খুশী তাই করে, এমনকি আত্মঘাতী হয়।

চেতনার সংকট দেখি ঐসব ব্যক্তির মধ্যে যারা 'ধর্মনেতা' বলে খ্যাত। পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে যাদের অনেকের চোখ অনেকটাই বন্ধ। তাদের সন্তানেরা ঐভাবেই গড়ে ওঠে তাদের পরিবারে। ফলে যখনই সে বাইরে যায়, তখনই তার মধ্যে চেতনার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সুষ্ঠু জবাব না পেলে সে হয়তবা এক সময় ধর্মান্ধ হয় অথবা ধর্মচ্যুত হয়। একইভাবে সংকটে ভুগছেন কথিত 'মুক্তমনা'রা। তাদের চেতনার খোলা জানালা দিয়ে দুষিত হাওয়া এত বেশী প্রবেশ করে যে, ঐ কুঠরীতে নির্মল বায়ু প্রবেশ করতে পারে না। জীবনের ধাক্কায় কখনো প্রবেশ করলেও তা পরক্ষণে বেরিয়ে যায় নৈরাশ্যের দমকা হাওয়ায়। হৃদয়ের স্বাভাবিক আকুতি ডানা মেলতে চাইলেও তা ব্যাহত হয় তার উপরে পড়া অন্ধ আবরণের কারণে। ফলে এরা দিশাহারা পথিকের মত জীবনভর কেবল গবেষণার ঘুর্ণিপাকে পথ হাতড়ে ফেরে। সরল পথের দিশা পায় না।

উপরে বর্ণিত দ্বিবিধ চেতনার বদ্ধ দুয়ারে যখন এলাহী প্রত্যাদেশের আলোক সম্পাত হয়, তখন তারা চমকে ওঠে। কেউ তাকে সাহসের সাথে গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ তা থেকে পালায় ও দিনের আলোয় চামচিকার মত নিজেদের লালিত রীতির আড়ালে মুখ লুকায়। এরা সকল প্রকার সংস্কার ও শুদ্ধতার বিরোধী হয় এবং নিজেদের অশুদ্ধতাকেই শুদ্ধ বলে সাফাই গায়। বিগত যুগের ন্যায় এযুগেও সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চলছে। পথভ্রষ্ট সমাজনেতারা যা খুশী তাই করছেন। অন্যদিকে নীতিভ্রষ্ট আলেমরা দুনিয়াবী স্বার্থে কুরআন ও সুন্নাহ্র অপব্যাখ্যা করছেন। উদ্ভট সব যুক্তি দিয়ে মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখছেন। হাদীছ সবই রাসূলের। এতে কোন ছহীহ-যঈফ নেই ইত্যাদি বলে মানুষকে হক কবুল করা থেকে পিছিয়ে রাখছেন। ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সংস্কার আন্দোলনকে তারা ফিৎনা বলেন এবং সামাজিকভাবে বাধা সৃষ্টি করেন। সাথে সাথে প্রশাসনকে মিসগাইড করে এই মহান আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন চালানোর পাঁয়তারা করে থাকেন। মূলতঃ এসবই চেতনার সংকট। কে না জানে যে, শয়তান প্রতি মুহূর্তে তার চাকচিক্যপূর্ণ যুক্তি দিয়ে মানুষকে প্রতারিত করছে। অতএব যতদিন শয়তান থাকবে, ততদিন তার বিপরীতে শুদ্ধতাবাদী আন্দোলন থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাদের চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে বা বৈকল্যতাড়িত হয়ে গেছে, তারা জোর করে এই আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু তা কি সম্ভব? ক্বিয়ামতের প্রাক্কাল অবধি এ আন্দোলন চলবে, এটাই শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। যারা সত্যের অনুসারী হবে এবং এ আন্দোলনের সাথী হবে, তারাই মাত্র সফলকাম। এটাই হ'ল চূড়ান্ত কথা। বস্তুতঃ আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে চেতনার বাঁশি বাজিয়ে মৃত সমাজকে জাগৃতির সরল পথে জমায়েত করার মধ্যেই রয়েছে মানবতার প্রকৃত কল্যাণ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

বর্ষশেষের নিবেদন : ১৯তম বর্ষ শেষে ২০তম বর্ষের প্রাক্কালে এবং আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, এজেন্ট ও গ্রাহক এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ শুদ্ধ চেতনার অধিকারী দ্বীনদার ভাই-বোনদের হৃদয় সমূহকে এ মহান আন্দোলন-এর প্রতি রুজূ করে দিন- আমীন! *[সম্পাদক]*

হজ্জের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মূল : আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

অনুবাদ : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এবং আখেরাতের শুভ পরিণতি মুত্তাক্বীদের জন্য। আর দরূদ ও সালাম (রহমত ও শান্তি) বর্ষিত হউক আল্লাহ্র বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর বন্ধু, তাঁর অহি-র হেফাযতকারী, তাঁর সৃষ্টি সংক্রান্ত গুণাবলীর গুণকীর্তনকারী, আমাদের নবী, আমাদের ইমাম ও সরদার মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্র উপর; যিনি আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীদের ইমাম (নেতা)। আর রাসূলের পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথী এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা যথাযথভাবে তাঁর অনুসারী হবে তাদের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় নে'মতের জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে ও বায়তুল হারামে হজ্জব্রত পালনকারী সবাইকে এবং সমস্ত মুসলমানকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের এবং তাদের অবস্থা পরিশুদ্ধ করার তাওফীক দেন। তিনি যেন তাদেরকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন এবং তাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিরা যেন তাদের অভিভাবক বা বন্ধু হয়। যাতে সে আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্য করতে পারে এবং তাঁর কালিমাকে বুলন্দ (সুউচ্চ) করতে পারে। আর আল্লাহই এ ব্যাপারে অলী-অভিভাবক এবং ক্ষমতাবান।

হে বায়তুল হারামে হজ্জব্রত পালনকারী দ্বীনী ভ্রাতৃমণ্ডলী! ইসলামের অনেক বড় লক্ষ্য এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য রয়েছে। তাতে তাৎক্ষণিক ও বিলম্বিত উপকারিতা রয়েছে, রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন ফায়েদা। যেমন ছালাত, ছাওম, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতি। আল্লাহ্র প্রতিটি বিধানে বান্দার জন্য বড় কল্যাণ ও বহু উপকারিতা রয়েছে দুনিয়ার তাৎক্ষণিক কর্মে। তন্মধ্যে আন্তরিক পরিশুদ্ধি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি সুদৃঢ় হওয়া, পবিত্র জীবিকা ও আন্তরিক প্রশান্তি ইত্যাদি। এছাড়া এতে রয়েছে প্রশংসিত পরিণতি, জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার (দর্শন) লাভের মাধ্যমে বিরাট সফলতা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে কৃতকার্য হওয়া। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ، لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ فِيْ أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ– 'আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ'তে। যাতে তারা তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণের জন্য সেখানে উপস্থিত হ'তে পারে এবং রিযিক হিসাবে তাদের দেওয়া গবাদিপশুসমূহ যবেহ করার সময় নির্দিষ্ট দিনগুলিতে তাদের উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পারে' *(হজ্জ ২২/২৭-২৮)*।

হজ্জের বৈধতা বা শারঈ ভিত্তি : হজ্জ একটি বিরাট বার্ষিক ইবাদত, যা আল্লাহ বান্দার জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন। কেননা তাতে রয়েছে অনেক বড় উপকারিতা, বড় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ। এটা পৃথিবীর সকল এলাকার প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীর উপর ফরয, যদি তারা এটা পালনে (আর্থিক ও শারীরিক দিক দিয়ে) সামর্থ্য রাখে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً– 'আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা ঐ ব্যক্তির উপর ফরয করা হ'ল, যার এখানে আসার সামর্থ্য রয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*।

বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ– 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া এ মর্মে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল, ছালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা এবং রামাযানের ছাওম পালন করা'।[১] এই পাঁচটি স্তম্ভ হচ্ছে ইসলামের রুকন। এগুলো তাঁর খুঁটি, যার উপরে ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

এটা হিজরী নবম বা দশম সনে ফরয হয়েছে। ছহীহ মুসলিমে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জিব্রীল (আঃ)-এর ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন সম্বলিত হাদীছে আছে, রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বলেন, الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 'ইসলাম হ'ল আপনার একথার সাক্ষ্য দান যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর রাসূল। আর ছালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযানের ছাওম পালন করা এবং বায়তুল্লাহ (আল্লাহ্র ঘর) পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ্জব্রত পালন করা'।[২]

ছহীহায়ন (বুখারী ও মুসলিম)-এ এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ– 'যে ব্যক্তি এই ঘরের নিকটে আসল, অতঃপর কোন অনর্থক ও অশ্লীল কাজ করল না, সে ঐদিনের মত নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে যেদিন তার মা তাকে নিষ্কলুষভাবে প্রসব করেছিল'।[৩] এটা হজ্জ ও ওমরা উভয়কেই শামিল করে। ছাহীহায়নে আরো

১. *বুখারী হা/৪৫১৪; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪।*
২. *বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৫; মিশকাত হা/২।*
৩. *মুসলিম হা/১৩৫০।*

আছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ 'ওমরাহ হ'ল এক ওমরা হ'তে অন্য ওমরা পর্যন্ত সংঘটিত সকল পাপের কাফফারা। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু নয়'।[৪] এটাই হজ্জ ও ওমরার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি শরী'আত সম্মত উপায়ে তা আদায় করবে তার প্রতিদান হ'ল জান্নাত, সম্মান, গোনাহ থেকে মুক্তি এবং পাপসমূহ মোচন। এ উদ্দেশ্য ছাড়াও তার রয়েছে বিরাট কল্যাণ এবং অতি বড় মর্যাদা।

যে ব্যক্তি দূর বা কাছ থেকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ ঘরের কাছে আসবে এবং কোন অনর্থক ও অশ্লীল কাজ না করে উত্তম উপায়ে হজ্জ সমাপন করবে, আল্লাহ তার বিনিময় তার জন্য জান্নাত ও গোনাহ থেকে মুক্তিকে অবধারিত করে দিবেন। ওমরাও ঠিক অনুরূপ। যেহেতু মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এ ঘরের নিকটে আসবে' এবং যেহেতু তিনি বলেছেন, 'ওমরা হ'ল দুই ওমরার মধ্যবর্তী সমস্ত গোনাহের কাফফারা স্বরূপ'।

এই মহান উদ্দেশ্য প্রত্যেকের, যারা এই বরকতময় শহরে পৌঁছার ইচ্ছা করে। আর প্রত্যেক মুমিন নারী-পুরুষের পার্থিত বিষয় হচ্ছে জান্নাত লাভ, জাহান্নাম হ'তে পরিত্রাণ, গোনাহ থেকে মুক্তি এবং সমস্ত পাপ মোচন হওয়ার মাধ্যমে কৃতকার্য হওয়া। আল্লাহ তাঁর প্রিয় দোস্ত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, তিনি এই শহরবাসীর জন্য দো'আ করেছেন। আল্লাহ তাঁর বন্ধু ইবরাহীমের ভাষায় এভাবে উল্লেখ করেছেন,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকটে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াত সমূহ পাঠ করবেন, তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দিবেন এবং তাদের (অন্তরসমূহকে) পরিচ্ছন্ন করবেন। নিশ্চয়ই আপনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/১২৯)*।

আল্লাহ এই দো'আ কবুল করলেন। অতঃপর তাঁর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ইবরাহীম (আঃ) বর্ণিত বিষয় সমূহ সহকারে প্রেরণ করলেন। আর তিনি আল্লাহ কর্তৃক অবতারিত কিতাব তাদেরকে (মানুষকে) পাঠ করে শোনান এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব। অর্থাৎ কুরআন এবং হেকমাত অর্থাৎ সুন্নাহ। আর তাদেরকে আল্লাহ প্রেরিত মহান চরিত্র ও বিভিন্ন প্রকার সুউচ্চ ইবাদত সমূহ দ্বারা পরিশুদ্ধ করেন এবং দুশ্চরিত্র ও গর্হিত গুণাবলী হ'তে তাদেরকে পবিত্র করেন। সুতরাং ইসলাম হ'ল তাদের জন্য পবিত্রকারী এবং সকল মন্দ কাজ, খারাপ ও বিকৃত, ভ্রান্ত চরিত্রের পরিশুদ্ধকারী এবং তাদেরকে উত্তম কাজ ও পবিত্র চরিত্রের দিকে নির্দেশনা দানকারী। তার মধ্যে হজ্জও একটি।

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে এমন জিনিস সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে রয়েছে আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা ও উহার পরিশুদ্ধি। তন্মধ্যে যাকাত, পবিত্রতা ও ছালাত প্রতিষ্ঠা আল্লাহ যেমন বিধিবদ্ধ করেছেন, তেমনি রামাযানের ছাওম পালন করা ও বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করাও আল্লাহ ফরয করেছেন। অনুরূপভাবে অবশিষ্ট আদেশ সমূহ পালন করা এবং নিষেধ সমূহ পরিহার করাও আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতের অন্তর্গত। সুতরাং সমস্ত রাসূল (আঃ), তাঁদের মাথার মুকুট এবং তাঁদের মধ্যে শেষ ও তাঁদের নেতা আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এজন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, যাতে তারা মানুষকে দুষ্ট চরিত্র, বদ অভ্যাস ও খারাপ প্রকৃতি এবং মন্দ কার্যাবলী থেকে পবিত্র করতে পারেন। আর যাতে তাঁরা উত্তম আমল ও সম্মানিত চরিত্র বা নৈতিকতা দ্বারা মানুষকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন। যেগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ হ'ল আল্লাহ্র একত্ব, সর্বাবস্থায় ইবাদতকে শুধু তাঁর জন্যই খাছ করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা পরিহার করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ঐসকল জিনিসের প্রতি ঈমান আনয়ন করা যা সংঘটিত হয়েছে বা হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল খবর দিয়েছেন। তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনা এবং তার ধর্মের উপরে অটল-অবিচল থাকা। এটাই এ ধর্মের মূল এবং তার ভিত্তি।

আল্লাহ্র একত্ব এবং তাঁর জন্য একনিষ্ঠ হওয়া হজ্জের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এতে বান্দা আল্লাহ্র জন্যই একনিষ্ঠ হয়ে আসে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে। সাথে সাথে এই বলে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করে لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ 'আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হয়েছি, তোমার কোন অংশীদার নেই'।[৫] সে (হজ্জকারী) একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ইবাদতকে নির্দিষ্ট করতে চায় এবং তার অন্তর ও আমলকে আল্লাহ্র সমীপে পেশ করার ইচ্ছা পোষণ করে। আর বার বার এই বাক্য উচ্চারণ করে لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، 'হে আল্লাহ! আমি তোমার খেদমতে হাযির হয়েছি'। অর্থাৎ আমি তোমার বান্দা, তোমার উপাসনার উপরেই যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত।

আমি তোমার রাসূল (দূত) ও বন্ধু ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের উপরে এবং তাঁর দৌহিত্র মুহাম্মাদ-এর দ্বীনের উপরে তোমার আহ্বানে যথার্থ সাড়া দানকারী। আমি তোমার সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করি, আমার সমস্ত আমল তোমার জন্যই নির্দিষ্ট করি এবং সমস্ত কাজে তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হই। যেমন ছালাত ও হজ্জ ইত্যাদি। আর বায়তুল্লাহ্র হজ্জব্রত পালনে আগ্রহী ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই দো'আ পাঠের মাধ্যমে হজ্জ শুরু

৪. *বুখারী হা/১৭৭৩; মুসলিম হা/১৩৭৯; মিশকাত হা/২৫০৮।*

৫. *বুখারী হা/১৫৪৯-৫০; মুসলিম হা/১১৮৪; মিশকাত হা/২৫৪১, ২৫৫৫।*

করে : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ– ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে উপস্থিত, তোমার কোন শরীক (অংশীদার) নেই, সকল প্রশংসা ও নে‘মত তোমারই, সমস্ত রাজত্ব তোমারই জন্য, যাতে অন্য কেউ তোমার শরীক নয়’।[৬]

ইবাদত কেবল এক আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করা, তাঁর দিকে মুখ ফিরানো এবং এ স্বীকৃতি প্রদান করা যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই সৃষ্টিতে, সমগ্র বিশ্ব পরিচালনায় এবং রাজত্বে। ঐ ব্যাপারে তাঁর তুল্যও কেউ নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত ইবাদত, উপাসনা-আরাধনা; অন্যের জন্য নয়।

হজ্জের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্র জন্য ইবাদত নির্দিষ্ট করা এবং তাঁর দিকে অন্তরকে ফিরানো এই কথার উপর ঈমান আনয়ন করে যে, তিনিই ইবাদতের হকদার, তিনিই প্রকৃত উপাস্য, তিনি সমস্ত বিশ্বের একচ্ছত্র মালিক বা প্রতিপালক, তিনি সম্মানিত নাম সমূহ ও গুণাবলীর অধিকারী, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর সমতুল্য, সমকক্ষ ও সাদৃশ্য কেউ নেই। এই কথার দিকেই তিনি ইঙ্গিত করে বলেন, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ‘(আর স্মরণ কর) যখন আমরা ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ্র স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার এ গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাত কায়েমকারীদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ’ *(হজ্জ ২২/২৬)*।

তিনি সূরা বাক্বারায় আরো বলেন, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ‘আর যখন আমরা বায়তুল্লাহ (কা‘বা গৃহ)-কে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান হিসাবে নির্ধারণ করলাম (এবং বললাম), তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে ছালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর। আর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, এখানে অবস্থানকারীদের জন্য এবং রুকূকারী ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ’ *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*।

যাতে তারা তাঁর (আল্লাহ্র) সম্মানিত ঘরের নিকটে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে এবং বায়তুল্লাহ্র আশ-পাশ থেকে সকল মূর্তি, দেব-দেবী, আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত সমস্ত অপবিত্রতা হ’তে এবং হজ্জ ও ওমরাকারীদেরকে কষ্ট দেয় সে সমস্ত জিনিস হ’তে এবং যা তাদের উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে রাখে সেসব বস্তু হ’তে যেন বায়তুল্লাহকে পবিত্র করে।

অতএব এ ঘর ছালাত আদায়কারী, তাওয়াফকারী এবং ই’তেকাফকারীদের জন্য। তারা আল্লাহ্র ইবাদত করে এ ঘরের নিকটে, তার মধ্যে এবং তার হারাম (নির্ধারিত সীমা)-এর মধ্যে। সুতরাং তাদের জন্য আল্লাহ্র পথে বাঁধাদানকারী সমস্ত জিনিস থেকে এ ঘরকে পবিত্র করা আবশ্যক। অথবা এ ঘরকে পবিত্র রাখবে ঐসব কথা-কর্ম থেকে যা আগন্তুকদেরকে (ভিন্ন কাজে) ব্যতিব্যস্ত রাখে।

ইবরাহীম (আঃ)-এর আহ্বান : অতঃপর আল্লাহ বলেন, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ– ‘আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ’তে’ *(হজ্জ ২২/২৭-২৮)*।

ইবরাহীম (আঃ) মানুষকে আহ্বান জানান, আর আল্লাহ তাঁর (ইবরাহীমের) আওয়াযকে স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে শুনিয়ে দিয়েছেন। মানুষও ইবরাহীম (আঃ)-এর যুগ হ’তে অদ্যাবধি সেই পবিত্র ডাকে সাড়া দিচ্ছে। এটা শারঈ দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, ইবরাহীম (আঃ)ই প্রথম এ মসজিদকে আবাদ করেছেন এবং তিনিই প্রথম এ ঘরের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। আর তাঁর সম্মান-মর্যাদা মানব মাঝে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ যাকে (বায়তুল্লাহকে) আসমান ও যমীন সমূহ সৃষ্টির দিন থেকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে হারাম (সম্মানিত) করার কারণে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেটা হারাম (সম্মানিত)ই থাকবে। আল্লাহ বলেন, لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ ‘যাতে তারা তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণের জন্য সেখানে উপস্থিত হ’তে পারে’ *(হজ্জ ২২/২৮)*।

উপকারিতার মহত্ত্ব ও আধিক্যের কারণে আল্লাহ তার কিছু গোপন রেখেছেন এবং কিছু প্রকাশ করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে তাৎক্ষণিক ও বিলম্বিত উপকারিতা এবং পার্থিব ও পরকালীন উপকারিতা। এর মধ্যে সর্ববৃহৎ হ’ল আল্লাহ্র একত্বের স্বীকৃতি এবং বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ, তার প্রাঙ্গণে বা সীমানায় ছালাত, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দাওয়াত দান প্রভৃতি আল্লাহ্র জন্যই খাছ করা। আর আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তন করা এবং তাঁর প্রতি বিনয়াবনত হওয়া যাতে তিনি তাদের হজ্জ কবুল করেন, তাদের গোনাহ সমূহ ক্ষমা করেন এবং নিরাপদে সুস্থাবস্থায় দেশে ফিরে যাওয়ার তাওফীক দেন। তারা আল্লাহ্র কাছে মিনতিসহ দো‘আ করবে যেহেতু এই বায়তুল্লাহ্র কাছে বার বার ফিরে আসতে তাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেছেন।

এটা একটা বড় ফায়েদা যে, তারা একমাত্র তাঁরই (আল্লাহ্র) ইবাদত করবে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মানসেই এখানে আসবে। লোক দেখানো ও জনশ্রুতির জন্য নয় বরং তারা এখানে আসবে শুধু বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ, তাঁর বড়ত্ব বর্ণনা, তাঁর গৃহের প্রাঙ্গণে ছালাত আদায় করা এবং তাঁর অনুগ্রহ

৬. *বুখারী হা/১৫৪৯-৫০; মুসলিম হা/১১৮৪; মিশকাত হা/২৫৪১, ২৫৫৫।*

চাওয়ার জন্য। এটাই সবচেয়ে বড় উপকারিতা। এর মধ্যে আরো বড় ফায়েদা হ'ল আল্লাহ্র তাওহীদ, তাঁর জন্য একনিষ্ঠ হওয়া, তাঁর বান্দাদের মাঝে এর স্বীকৃতি এবং তাঁর আগত বান্দাদের উপদেশ দেওয়া যাতে এই বড় বিষয়টা তারা জানতে ও বুঝতে পারে। আর তারা উঁচ্চ আওয়াযে তালবিয়া পাঠ করবে, যাতে প্রত্যেক লোকে তা শুনতে পায়। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ উঁচ্চ আওয়াযে তালবিয়া পাঠ ফরয করেছেন, যাতে তারা এর অর্থ জানতে পারে, একে বাস্ত বায়িত করে এবং তাদের অন্তর ও যবান দ্বারা একে প্রতিষ্ঠিত করে। রাসূল বলেন, أَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَأَمَرَنِىْ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِى أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ 'আমার নিকট জিব্রীল এসে এই আদেশ করলেন যে, আমি যেন আমার ছাহাবীদের উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠের নির্দেশ দেই'।[৭]

সুতরাং তালবিয়ার সাথে আওয়ায উচ্চ করাটা সুন্নাত। যাতে কাছের ও দূরের লোকেরা তা জানতে পারে এবং ছোট-বড়, পুরুষ-নারী সবাই তা শিখতে পারে। আর তার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারে এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। আর এর মূল অর্থ হ'ল ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করা এবং এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাদের প্রকৃত উপাস্য, স্রষ্টা, রিযিক দাতা ও মা'বূদ। এ ইখলাছ হজ্জ ও অন্যান্য ইবাদতেও থাকবে।

পারস্পরিক পরিচিতি ও উপদেশ বিনিময় : হজ্জের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত মুসলমানরা পরস্পর পরিচিত হবে, একে অপরকে হক্বের দাওয়াত দিবে ও পরস্পরকে উপদেশ দিবে। চাই তারা পৃথিবীর পশ্চিম দিক থেকে আসুক বা পূর্ব দিক থেকে, দক্ষিণ প্রান্ত থেকে আসুক বা উত্তর দিক থেকে। তারা পবিত্র বায়তুল্লাহ্র সীমানায়, আরাফায়, মুযদালিফায়, মিনায় এবং মক্কা মু'আযযমায় একত্রিত হয়। তারা পরস্পরে পরিচিত হয়, একে অন্যকে উপদেশ দেয়, একে অপরকে শিক্ষা দেয়, পরস্পরকে সত্যের পথ প্রদর্শন করে, একে অন্যকে সহযোগিতা করে এবং একে অপরকে আশার বাণী শোনায় ইহকাল ও পরকালীন কল্যাণে, শিক্ষা-সংস্কৃতির কল্যাণে, হেদায়াত ও আল্লাহ্র পথে আহ্বানের ক্ষেত্রে, হজ্জের নিয়মাবলী এবং ছালাত ও যাকাত দানের পদ্ধতি শিক্ষার ব্যাপারে।

তারা বিজ্ঞজনের নিকট থেকে উপকারী বক্তব্য শ্রবণ করে। কেননা আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি মানুষকে পবিত্র করেছিলেন, তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন (আল্লাহ্র) কিতাব ও হিকমাত (হাদীছ)। সুতরাং তারা পুণ্যময় ঘরের সীমানায় ও রাসূলের মসজিদের প্রাঙ্গণে আলেমদের এমন বক্তব্য শুনতে পাবে, যাতে রয়েছে হেদায়াত, প্রচার কৌশল এবং রয়েছে সঠিক পথের দিকে নির্দেশনা ও সৌভাগ্যপূর্ণ পথ তথা তাওহীদ ও ইখলাছ-এর পথ নির্দেশ। যে বিষয়ে আনুগত্য করা আল্লাহ ফরয করেছেন, যে বিষয়ে নাফরমানি করা আল্লাহ হারাম করেছেন। যাতে তারা তা পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ্র হদ্দ (সীমা) অবগত হয়। আর তারা পরস্পরকে নেকী ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে সহযোগিতা করে।

সুতরাং হজ্জের সর্ববৃহৎ উপকারিতা হ'ল তারা (হজ্জে গমনকারীরা) আল্লাহ্র দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষার্জন করে। আর বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববীর সুপরিসর অঙ্গনে বিদ্বান, দিশারী ও উপদেশ দানকারীদের নিকটে দ্বীনের অনেক অজানা বিধিবিধান এবং হজ্জ ও ওমরার অজ্ঞাত বিধান সরাসরি শিখে নিতে পারে। যাতে তারা তা জ্ঞানত ও সচেতনভাবে আদায় করতে পারে। আর নিজ দেশে ও যেখানেই থাকুক সচেতনভাবে জ্ঞাতসারে আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারে।

এখান থেকেই এই ইলমের তথা ইলমে তাওহীদের উৎপত্তি এবং এখান থেকেই তা প্রচারিত হয়। অতঃপর মদীনা থেকে, তারপর সমস্ত আরব উপদ্বীপ থেকে এবং আল্লাহ্র সমগ্র দেশ থেকে, যেখানে ইলম ও আলেমগণ পৌঁছেছেন। কিন্তু তার উৎসস্থল হচ্ছে এই স্থান; বায়তুল্লাহ্র প্রাঙ্গন।

হজ্জে ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব : আলেম ও দাঈগণ যেখানেই থাকুন, বিশেষত যারা বায়তুল্লাহ্র সীমানায় অবস্থান করেন, তাদের জন্য আবশ্যক হ'ল তারা মানুষকে শিক্ষা দিবেন, হজ্জকারী, ওমরাকারী, অধিবাসী, আগমনকারী ও দর্শনার্থী সকলকে হজ্জের বিধান শিক্ষা দিবেন।

অতএব মুসলমানরা যেখানেই থাকুক জ্ঞানার্জন ও অনুধাবনে তারা আদিষ্ট। যে কোন স্থান ও সময়েই হোক না কেন, বিশেষত বায়তুল্লাহ্র প্রাঙ্গনে এ বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্ববহ। দ্বীনের বিষয়ে অনুধাবন করা অতি প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে হজ্জ ও ওমরার বিধানাবলী। এ বিষয়টি শিক্ষা করা তোমার জন্য অতি যরূরী ও অত্যাবশ্যক। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন'।[৮] সুতরাং তোমার জন্য কল্যাণের ও সৌভাগ্যের নিদর্শন হ'ল তোমার মধ্যে আল্লাহ্র দ্বীনের বুঝ থাকা। এক্ষেত্রে আল্লাহ্র শহর (মক্কা), তোমার দেশ এবং আল্লাহ্র যমীনের যেখানেই তুমি থাক না কেন, যখন তুমি আল্লাহ্র শরী'আত বিশারদ আলেম পাবে, তুমি সুযোগ গ্রহণ করবে। অহংকার ও অলসতা করবে না। কেননা অহংকারী ইলম লাভ করতে পারে না। আর অলস, অক্ষম ও দুর্বল ব্যক্তিরাও তা লাভ করতে পারে না। কেননা ইলম অর্জন করার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উচ্চাকাংক্ষা প্রয়োজন। আর লজ্জাশীল ব্যক্তিও ইলম লাভ করতে পারে না। লজ্জায় ইলম অর্জন থেকে দূরে থাকা সমীচীন নয়। কেননা এটা হচ্ছে দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অপারগতা। আল্লাহ বলেন, وَاللهُ لاَ يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ 'আর আল্লাহ হক থেকে লজ্জা করেন না' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*।

৭. *ইবনু মাজাহ হা/২৯২২; তিরমিযী হা/৮২৯; মিশকাত হা/২৫৪৯।*

৮. *বুখারী হা/৭১, ৩১১৬; মুসলিম হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২০০।*

প্রখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, لاَ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحٍ وَلاَمُسْتَكْبِرٌ، 'লাজুক ও অহংকারী ব্যক্তি ইলম অর্জন করতে পারে না'। অতএব দূরদর্শী ও সচেতন মুমিন এক্ষেত্রে লজ্জা করে না। বরং সে অগ্রগামী হয় এবং জিজ্ঞেস করে (জেনে নেয় অজ্ঞাত বিষয়)। মুমিনা নারীও অনুরূপ। উভয়ই অগ্রগামী হয় (ইলম অর্জনে), জিজ্ঞেস করে (জেনে নেয় অজানা বিষয়), অনুসন্ধান করে (নতুন বিষয়) এবং তার নিকটে যে প্রশ্ন আছে তা প্রকাশ করে, যাতে তার প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা দূর হয়ে যায়।

হজ্জের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল আগন্তুক হাজীদের মাঝে ইলমের প্রচার-প্রসার এবং হাজীদের মাঝে থাকা ইলম মক্কার ভাইদের মাঝে প্রচারের সুযোগ। সে ইলম প্রচার করতে পারে হাজীদের মাঝে, বন্ধুদের মাঝে রাস্তায়, গাড়ীতে, বিমানে ও তাঁবুতে। সর্বত্র সে শারঈ ইলম প্রচার করতে পারে। এ সুযোগ আল্লাহ তাকে দান করেছেন। তাই একে গণীমত হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

হজ্জের আরেকটি উদ্দেশ্য হ'ল তোমার ইলমকে প্রসার ঘটানো বা ছড়িয়ে দেওয়া এবং তোমার কাছে বিদ্যমান ইলম মানুষের নিকটে প্রকাশ ঘটানো। কেননা এর ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী; কিতাব ও সুন্নাহ্র বাইরে অন্যের রায় বা অভিমত নয়। মানুষকে তোমার জানা কিতাব ও সুন্নাতের ইলম শিক্ষা দাও এবং বিদ্বানগণ আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত থেকে যা উদঘাটন করেছেন। অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতায় নয়, বরং জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতার মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ 'বল, এটাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

আনুগত্যপূর্ণ কাজ বা ইবাদত অধিক করা : হজ্জের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপকারিতার অন্যতম হ'ল ছালাত ও তাওয়াফ অধিক করা। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ 'অতঃপর তারা যেন তাদের ময়লা দূর করে এবং তাদের (বৈধ) মানতসমূহ পূর্ণ করে ও প্রাচীনতম গৃহের তাওয়াফ করে' *(হজ্জ ২২/২৯)*।

সুতরাং হজ্জ ও ওমরাকারীর জন্য সাধ্যমত অধিক তাওয়াফ করা শরী'আত সম্মত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কষ্ট-ক্লেশ ব্যতীত। আর হারামে ও মক্কার মসজিদে অধিক ছালাত আদায় করা। সঠিক বিষয় হ'ল হারামে ও মক্কার সকল মসজিদে ছাওয়াবে আধিক্য রয়েছে। বিশেষত মক্কার হারামের সর্বত্র। সুতরাং মক্কার মসজিদে, মসজিদে হারামে ও তোমার গৃহে (ছালাত আদায়ের) সুযোগকে গনীমত হিসাবে গ্রহণ কর। আর ছালাত আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ, তাহলীল, যিকর-আযকার, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এবং আল্লাহ্র দিকে দাওয়াতের কাজ বেশী বেশী কর।

হে হজ্জ পালনকারী! তোমার উপরে আবশ্যক হ'ল এই বিশাল জনসমাবেশকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে তার সদ্ব্যবহার করা। আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়া প্রভৃতি মহাদেশ থেকে আগত লোককে তুমি আল্লাহ সম্পর্কে তাবলীগ বা প্রচার করতে এবং আল্লাহ তোমাকে যে ইলম দিয়েছেন, তা তাদেরকে শিক্ষা দিতে উৎসাহী হবে। অতঃপর উৎসাহী হবে ছালাত, তাওয়াফ, আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত, তাসবীহ, তাহলীল, যিকর, তেলাওয়াত, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, রোগীকে দেখতে যাওয়া ও দিশাহারাকে পথ দেখানো প্রভৃতি সৎ কাজ করার প্রতি।

মানত পূর্ণ করা : হজ্জের অন্যতম বড় উপকারিতা হ'ল তোমার উপরে যে মানত রয়েছে। তা পূর্ণ করা। যেমন ইবাদত যা, তুমি মসজিদুল হারামে করার জন্য মানত করেছ! কুরবানীর পশুর মধ্যে যা মিনা ও মক্কায় যবেহ করার এবং যে ছাদাক্বা করার মানত করেছ। যদিও মানত করা উচিত নয়। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّهُ لاَ يَأْتِى بِخَيْرٍ 'মানত কোন কল্যাণ আনয়ন করে না'।[৯] কিন্তু যখন তুমি মানত করবে, তখন তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে।

নবী করীম (ছাঃ)-এর বাণীর কারণে, مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যের মানত করে, সে যেন তা পূর্ণ করে'।[১০] অতএব যখন তুমি এ হারামে ছালাত আদায় বা তাওয়াফ করা কিংবা অন্য কোন ইবাদত করার মানত করবে, তখন এ সম্মানিত শহরে তা আদায় করা তোমার জন্য ওয়াজিব হবে। আল্লাহ্র বাণীর কারণে, وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ 'আর তারা যেন তাদের মানত পূর্ণ করে' *(হজ্জ ২২/২৯)*।

হজ্জের মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্যতম হ'ল দরিদ্রদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা এবং তুমি হাজী ও যারা হাজী নয় সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এ নিরাপদ শহরে, রাস্তায় ও মদীনা মুনাওয়ারায়। আর এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আল্লাহ তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেছেন, لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ 'যাতে তারা তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণের জন্য সেখানে উপস্থিত হ'তে পারে' *(হজ্জ ২২/২৮)*। একাজে পর্যাপ্ত উপকারিতা রয়েছে, তন্মধ্যে দরিদ্র হাজীদের প্রতি সহমর্মিতা, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার এবং তোমাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা দ্বারা তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা, রোগীর চিকিৎসা করানো, একাজে নিয়োজিতদের কাছে রোগীর ব্যাপারে সুফারিশ করা, তাঁকে হাসপাতাল-ক্লিনিক ও ফার্মেসীর পথ দেখিয়ে দেওয়া, যাতে সে চিকিৎসা নিতে পারে। এক্ষেত্রে তাকে অর্থ ও ঔষধ দিয়ে সাহায্য করা। এসবই উপকারের অন্তর্ভুক্ত।

---

৯. *মুসলিম হা/১৬৩৯; নাসাঈ হা/৩৮০১; ইবনু মাজাহ হা/২১২২।*
১০. *বুখারী হা/৬৬৯৬, ৬৭০০; মিশকাত হা/৩৪২৭।*

হজ্জের সময় আল্লাহ্র যিকর : আরেকটি বড় উপকারিতা, যা অব্যাহত রাখা তোমার জন্য আবশ্যিক, তা হচ্ছে এ নিরাপদ শহরে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকর অধিক করা; দাঁড়ানো, বসা ও তোমার শয্যায়। যিকরের অন্যতম হচ্ছে, سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ– 'মহাপবিত্র তুমি হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আর নেই কোন ক্ষমতা ও নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত'।[১১] মক্কায় দো'আ করা এবং কাকুতি-মিনতি করা।

উপকারিতার আরেকটি বড় দিক হ'ল তোমার রবের নিকটে প্রার্থনা ও অনুনয়-বিনয়ে অত্যধিক চেষ্টা করা, যাতে তোমার নিকট থেকে কবুল হয়, তোমার অন্তর পরিশুদ্ধ হয় ও আমল সংশোধিত হয়। আর আল্লাহ্র যিকর, শুকর ও তাঁর ইবাদত সুন্দর করতে তোমাকে তিনি সাহায্য করেন এবং তোমাকে ঐ সকল হক আদায়ে সাহায্য করেন, যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি ইহসান বা দয়া ও তাদের উপকারে এবং তারা যাতে তোমার নিকট থেকে কোন কষ্ট না পান এ ব্যাপারে তিনি তোমাকে সাহায্য করেন।

হজ্জের করণীয় সমূহ যথাযথভাবে আদায় করা : হজ্জের অন্যতম বড় উপকারিতা হ'ল হজ্জের আহকাম বা বিধান সমূহ পূর্ণাঙ্গরূপে ও যথার্থভাবে আদায় করা, তাওয়াফ, সাঈ, জামরায় পাথর নিক্ষেপ, আরাফাহ ও মুযদালিফায় অবস্থান প্রভৃতি চূড়ান্ত ইখলাছ ও চূড়ান্ত মনোযোগের সাথে সম্পন্ন করা। আর তোমার দো'আ, যিকর, ক্বিরাআত, ছালাত প্রভৃতি ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র প্রতি তোমার অন্তরকে নিবিষ্ট করবে। যেখানেই থাক আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হওয়ার প্রতি আগ্রহী হবে।

আরেকটি উপকারিতা হ'ল কুরবানী; সেটা হজ্জে তামাত্তু' ও ক্বিরানের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হোক বা সাধারণ হোক, তুমি আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের জন্য কুরবানী করবে। নবী করীম (ছাঃ) বিদায় হজ্জে ১০০ উট কুরবানী করেছেন। ছাহাবায়ে কেরামও কুরবানী করেছেন। সুতরাং কুরবানী আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং এগুলি দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত মানুষের মধ্যে বিতরণ করা যায় মিনার দিনে এবং অন্য সময়ে। নফল কুরবানীর দ্বারা মিনায় এবং অন্যত্র হজ্জের পূর্বে বা পরে মানুষ প্রভূত উপকৃত হয়।

১১. *ছহীহুল জামে' হা/৩৪৬০।*

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

শারঈ ইমারত
অনুবাদ
নূরুল ইসলাম
মূল্য : ২০/-

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

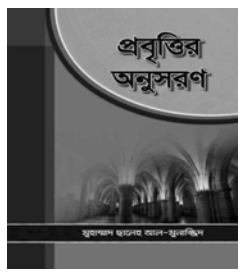

প্রবৃত্তির অনুসরণ
মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
মূল্য : ২০/-

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯

MEATLOAF

Fast Food, Kabab & Ice-Cream Parler

এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কেক, বিরিয়ানী, কাচ্চি বিরিয়ানী, তেহারী, হালিম ইত্যাদি অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।

প্রধান শাখা : সাহেববাজার (জিরো পয়েন্ট), রাজশাহী-৬১০০। ফোন: ৭৭৩২৮৭।

ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি

*মূল : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**

*অনুবাদ : আব্দুল মালেক***

(শেষ কিস্তি)

(২৬) ভুলকারী থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং এই আশায় বিতর্ক পরিহার করা যে, সে সঠিক পথে ফিরে আসবে :

ইমাম বুখারী আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمْ أَلاَ تُصَلُّونَ. فَقَالَ عَلِىٌّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعَهُ وَهْوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهْوَ يَقُولُ : (وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً)-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে তাঁর ও রাসূল তনয়া ফাতিমা (রাঃ)-এর দরজায় করাঘাত করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা কি ছালাত আদায় করবে না? আলী (রাঃ) বলেন, আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের প্রাণ তো আল্লাহ্র হাতে। সুতরাং তিনি যখন আমাদের ঘুম থেকে জাগাতে চাইবেন তখন আমরা জাগব। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ভালমন্দ কোন কিছু না বলে পিছন ফিরলেন। তাঁর ফিরে যাওয়ার পথে আলী (রাঃ) তাঁকে উরুদেশে করাঘাত করতে করতে একথা বলতে শুনলেন- 'মানুষ সবচেয়ে বেশী বিতর্কপ্রিয়'। আলী (রাঃ)-এর এই বর্ণনার মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে।[১]

(২৭) ভুলকারীকে তিরস্কার করা :

হাতেব (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাঃ) এরূপ কারণে তিরস্কার করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের জন্য মুসলমানরা সংকল্প করছে- এমন কথা জানিয়ে হাতেব (রাঃ) কুরাইশ কাফিরদের নিকট একটি পত্র দূত মারফত পাঠিয়েছিলেন। তার এ ভুলের জন্য নবী করীম (ছাঃ) তাকে বলেন, তুমি যা করেছ সেজন্য তোমাকে কিসে প্ররোচিত করেছে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মুমিন বৈ নই। আমার দ্বীন-ধর্মও আমি বদলে ফেলিনি। আমি শুধু এই ইচ্ছা পোষণ করেছি যে, কুরাইশ গোত্রের প্রতি আমার একটা অনুগ্রহ থাকুক- যার বদৌলতে মক্কায় আল্লাহ তা'আলা আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদকে হেফাযত করবেন। আর সেখানে আপনার অন্যান্য ছাহাবীদের এমন লোক আছেন যাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা দান করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে সত্য বলেছে। সুতরাং তোমরা তাকে ভাল বৈ বল না। তখন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলে উঠলেন, সে আল্লাহ, আল্লাহ্র রাসূল এবং মুমিনদের সাথে গাদ্দারি করেছে। সুতরাং আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দেই। কিন্তু তিনি বললেন, হে ওমর! তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা বদর যোদ্ধাদের সম্পর্কে ভাল অবগত আছেন। তাই তো তিনি বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো। তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথায় ওমর (রাঃ)-এর দু'চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।[২]

এ ঘটনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। যেমন-

১. নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক বড় ভুলকারী একজন ছাহাবীকে 'কি জন্যে তুমি এমন কাজ করলে' বলে ভর্ৎসনা করা।

২. ভুলকারীর ভুলের পেছনে নিহিত কারণ উদঘাটন করা, যাতে তার ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

৩. মহাজন ও অগ্রস্থানীয় লোকেরাও বড় বড় পাপ থেকে মুক্ত নন।

৪. প্রশিক্ষণদাতা বা অভিভাবকের মন প্রশস্ত হওয়া উচিত। তাতে করে তিনি তার সাথীদের ভুল-ভ্রান্তি মেনে নিয়ে চলতে পারেন। সঙ্গীরাও তাঁর থেকে সমান আচরণ লাভ করতে পারে। মোটের উপর উদ্দেশ্য তো তাদের সংশোধন, তাদেরকে দূরে ঠেলে দেওয়া নয়।

৫. প্রশিক্ষণদাতা বা অভিভাবকের সাথী যারা থাকে তাদের মানবীয় দুর্বলতাকে হিসাবে নেওয়া উচিত। কখনো কখনো কিছু বড় মাপের লোকদের থেকে বড়সড় কোন ভুল কিংবা কদাচার হয়ে গেলে তা ধর্তব্যের মধ্যে না আনা ভাল।

৬. ভুলকারীদের মধ্যে যিনি নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য তাকে নিরাপত্তা দেওয়া।

৭. ভুলকারীর যখন পূর্বেকার ভাল ভাল কাজ থাকবে তখন তার ভুল-ভ্রান্তির সাথে সেগুলোরও হিসাব রাখা এবং তদনুযায়ী তার অবস্থান নির্ণয় করা।

(২৮) ভুলকারীকে কটু কথা বলা :

চোখের সামনে স্পষ্ট অপরাধ দেখে চুপ থাকা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে অপরাধীকে ভর্ৎসনা করা একান্ত কর্তব্য। যাতে সে তার ভুল বুঝতে পারে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ গ্রন্থে আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের গনীমত থেকে আমি আমার অংশে একটি বয়স্ক উট পেয়েছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর খুমুস (গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ) থেকে আমাকে একটি বড় উট দিয়েছিলেন। তারপর যখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ)-এর সঙ্গে বাসর শয্যা রচনার পরিকল্পনা করলাম তখন আমি বনু কায়নুকা গোত্রীয় একজন

** সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।*

*** ঝিনাইদহ।*

১. *বুখারী হা/৭৩৪৭।*

২. *বুখারী হা/৬২৫৯, ৩৯৮৩।*

স্বর্ণকারের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হ'লাম যে, সে আমার সাথে যাবে। আমরা ইযখির ঘাস এনে স্বর্ণকারদের কাছে বেচব এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমার বিয়ের ওয়ালীমার কাজে লাগাব। এজন্যে আমি আমার উট দু'টোর হাওদা, বস্তা, রশি ইত্যাদি সরঞ্জাম যোগাড়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমার উট দু'টো তখন এক আনছার ছাহাবীর কুঁড়েঘরের পাশে বসা অবস্থায় ছিল। যা কিছু আমার সংগ্রহ করার ছিল তা সংগ্রহ করে আমি যখন ফিরে এলাম তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার উট দু'টোর চুঁট কেটে ফেলা হয়েছে এবং ওদের বুক চিরে কলিজা বের করে নেওয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমি আর আমার চোখের পানি সামলাতে পারলাম না। আমি বললাম, এ কাজ কে করেছে? লোকেরা বলল, হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। সে এখন এই বাড়িতে আনছারদের একদল নেশাখোরের সাথে আছে। আমি সোজা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে চলে গেলাম, তাঁর কাছে তখন যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ) ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) আমার চেহারা দেখেই আমার কষ্টের কথা বুঝে ফেললেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, হে রাসূল আল্লাহ (ছাঃ), আজকের মত ঘটনার মুখোমুখি আর কখনো হইনি। হামযাহ আমার উট দু'টোর উপর চড়াও হয়ে তাদের চুঁট কেটে ফেলেছে এবং ওদের বুক চিরে দু'ভাগ করে দিয়েছে। এখন সে অমুক বাড়িতে আছে, আর তার সাথে আছে একদল নেশাখোর। নবী করীম (ছাঃ) তাঁর চাদর চেয়ে নিলেন এবং হেঁটে রওয়ানা দিলেন। আমি ও যায়েদ তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি ঐ বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন সেখানে হামযাহ (রাঃ) ছিলেন। তিনি বাড়ীতে ঢোকার অনুমতি চাইলেন। তারা অনমুতি দিল। ঢুকেই তিনি নেশাখোরদের মুখোমুখি হ'লেন। এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হামযাহ যে কাজ করেছেন সেজন্য তাকে গালমন্দ করতে লাগলেন। এদিকে হামযার নেশা চড়ে গিয়েছিল। তার চোখ দু'টো লাল হয়ে উঠেছিল। এবার হামযাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে (কটমট করে) তাকালেন আর নযর চড়াতে লাগলেন। প্রথমে তিনি তাঁর হাঁটুর দিকে তাকালেন, তারপর নযর উঠিয়ে নাভির দিকে তাকালেন, তারপর নযর উঠিয়ে তাঁর চেহারার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর হামযাহ বললেন, তুমি আমার পিতার দাস ছিলে না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বুঝতে পারলেন, তাকে নেশায় পেয়ে বসেছে। তিনি পিছু হটে এলেন, আর আমরাও তাঁর সাথে বেরিয়ে এলাম।[৩]

(২৯) ভুলকারী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া :

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হুমায়েদ হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ও আমার জনৈক বন্ধু এক সাথে ছিলাম, এমন সময় ওয়ালীদ আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন, তোমরা দু'জন আমার থেকে বয়সে বেশী যুবক, হাদীছও আমার থেকে বেশী স্মরণ রাখতে পার, কাজেই চল যাই। এই বলে সে আমাদেরকে বিশর বিন আছেমের নিকট নিয়ে গেল। তখন আবুল আলীয়া নামক একজন বলল, তুমি এ দু'জনকে হাদীছ শোনাও। সে বলল, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন উকবা বিন মালিক। তিনি বলেছেন আবুন নযর আল-লায়ছী থেকে, তিনি বলেছেন, বাহয (রাঃ) থেকে। বাহয আবুন নযরের গোত্রের লোক। তিনি (বাহয) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন ছাহাবীর নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা এক গোত্রকে আক্রমণ করে। ঐ গোত্রের একজন লোক দৌড়ে ভেগে যাওয়ার চেষ্টা করে। ফলে সেনাদলের একজন তলোয়ার উঁচিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করল। তখন ঐ পলায়নপর লোকটি বলল, নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলিম। কিন্তু তার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে সে তলোয়ারের আঘাতে তাকে হত্যা করল। একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কানে পৌঁছলে তিনি তার সম্পর্কে খুব কঠিন একটা কথা বলেন। সে কথা হত্যাকারীর কানে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আমাদের মাঝে খুৎবা দিচ্ছিলেন তখন ঐ হত্যাকারী বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আল্লাহ্র কসম! ঐ লোকটা যা বলেছিল তা কেবল হত্যা থেকে বাঁচার জন্যই বলেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ও তার দিকের সকল লোকের থেকে মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলেন এবং খুৎবা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর সে আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ঐ লোকটা যা বলেছিল তা কেবল হত্যা থেকে বাঁচার জন্যই বলেছিল। কিন্তু এবারও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ও তার দিকের সকল লোক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং খুৎবা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এবার আর লোকটার সহ্য হ'ল না। তৃতীয়বার সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ্র কসম! সে হত্যার হাত থেকে বাঁচার জন্যই উক্ত কথা বলেছিল। এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার দিকে ফিরে তাকালেন। তাঁর মুখমণ্ডলে বেদনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি তাকে লক্ষ্য করে তিনবার বললেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبَى عَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً ثَلاَثَ مَرَّات. 'নিশ্চয়ই মহামহিম আল্লাহ তা'আলা মুমিনের হত্যাকারীকে অপসন্দ করেন'।[৪]

নাসাঈ (রহঃ) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : إِنَّكَ جِئْتَنِى وَفِى يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ– 'নাজরান থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসল। তার আঙ্গুলে একটা সোনার আংটি ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, তোমার হাতে জাহান্নামের একটা অঙ্গার নিয়ে তুমি আমার কাছে এসেছ'।[৫]

৩. *বুখারী হা/৩০৯১। এ ঘটনা মদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার। দ্রঃ ফাৎহুল বারী হা/৩০৯১-এর আলোচনা, ৬/২০১।*

৪. *মুসনাদে আহমাদ ৫/২৮৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৮৯-এর অধীনে ২/১৮৮।*
৫. *নাসাঈ হা/৫১৮৮, সনদ ছহীহ।*

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে এর চাইতেও বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নাজরানের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসল। তার হাতে একটা সোনার আংটি ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি তাকে কোন কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। লোকটি তার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে বিষয়টা তাকে বর্ণনা করল। স্ত্রী তাকে বলল, নিশ্চয়ই তোমার গুরুতর কিছু হয়েছে। সুতরাং তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে যাও। সে তাঁর কাছে ফিরে এল। তার সেই আংটি আর গায়ের জুব্বা সে খুলে ফেলল। অতঃপর তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি অনুমতি দিলে সে তাঁর নিকট ঢুকে তাঁকে সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর দিলেন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইতিপূর্বে আমি আপনার কাছে আসলে আপনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন কেন? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তখন তোমার হাতে জাহান্নামের একটা অঙ্গার পরে এসেছিলে। লোকটা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ), এখন তো আমি অনেক অঙ্গার নিয়ে এসেছি। সে বাহরাইন থেকে অনেক অলঙ্কার সাথে করে এনেছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি যা এনেছ তা আমাদের কোনই কাজে লাগবে না; কেবল হাররার পাথর যা কিছু কাজে লাগবে। তবে এ সবই পার্থিব জীবনের ভোগ্যপণ্য। এবার লোকটা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ), আপনি আপনার ছাহাবীদের মাঝে আমার পক্ষ থেকে ওযর তুলে ধরুন- যাতে তারা ধারণা না করে যে, আপনি কোন বিষয়ে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ওযর তুলে ধরলেন এবং তার থেকে কি ঘটেছে তা জানিয়ে দিলেন। তা ঘটেছিল সোনার আংটি পরাকে কেন্দ্র করে।[৬]

(৩০) ভুলকারীকে বয়কট করা :

ভুল দূরীকরণে নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক গৃহীত এটি একটি কার্যকর পদ্ধতি। বিশেষ করে যদি ভুলের মাত্রা হয় বড় মাপের। এ বয়কট ও একঘরে অবস্থা ভুলকারীর মনে চরমভাবে রেখাপাত করে। এর উদাহরণ কা'ব বিন মালিক ও তার দুই সাথীর ঘটনা। তারা তিন জন তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলিম সমাজ কর্তৃক বয়কটের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাবুক যুদ্ধ ছিল তৎকালীন পরাশক্তি রোমকদের বিরুদ্ধে। মুসলমানদের জনবল অর্থবল উভয়ই কম ছিল। তাই সঙ্গত কারণ ছাড়া সকল সক্ষম পুরুষের যুদ্ধে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কিন্তু মুনাফিকরা ইচ্ছে করেই এ যুদ্ধে যোগ দেয়নি। যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় ফিরে এলে তারা নানা অজুহাত ও কারণ দেখিয়ে মুক্তির আবদার করে। যদিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাদের কথা আগেই অহি-র মাধ্যমে জানান হয়েছিল। তবুও তাদের মাফ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কা'ব বিন মালিক ও তার দুই সাথী মুনাফিকদের মত অজুহাত না দেখিয়ে বলেন, তারা ইচ্ছে করেই যুদ্ধে যাননি।

নবী করীম (ছাঃ)ও নিশ্চিত হন যে তাদের যুদ্ধে যোগদান না করার সঙ্গত কোন কারণ ছিল না এবং কা'ব (রাঃ) নিজেও তা স্বীকার করেন।

কা'ব (রাঃ) নিজে বলেছেন, যারা তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করে বসেছিল তাদের মধ্যে আমাদের তিনজনের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথা বলতে নিষেধ করে দেন। লোকেরা আমাদের এড়িয়ে চলতে থাকে। তাদের আচরণ আমাদের জন্য একেবারে পাল্টে যায়। এমনকি আমার মনে হ'তে থাকে এ ভূমি আমার অপরিচিত। এ যেন আমার চেনাজানা সেই দেশ নয়। এভাবে আমাদের পঞ্চাশ রাত কেটে যায়। আমার দুই সাথী খুবই ম্রিয়মান হয়ে পড়ে এবং ঘরে বসে কাঁদতে থাকে। আমি ছিলাম তাদের মধ্যে তুলনামূলক যুবক, শরীরেও ছিল বলশক্তি বেশী। তাই আমি বাড়ীর বাইরে বের হ'তাম, মুসলমানদের সাথে ছালাতের জামা'আতে শরীক হ'তাম, বাজারেও ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু আমার সাথে কেউ কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে, তাঁকে সালাম দিতাম, তিনি যখন ছালাত শেষে তাঁর জায়গায় অবস্থায় করতেন তখন আমি সালাম দিতাম। আমি লক্ষ্য করতাম যে, আমার সালামের উত্তর দিতে তাঁর ঠোঁট দু'টো নড়ে কি-না। আবার আমি তাঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতাম, আর চুরি করে তাকাতাম। যেই আমি আমার ছালাতে মন দিতাম অমনি তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করতেন। আবার যেই আমি আড় চোখে তাঁর দিকে তাকাতাম অমনি তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে মানুষের বৈরী আচরণ যখন দীর্ঘায়িত হ'তে থাকে তখন একদিন আমি হাঁটতে হাঁটতে আমার চাচাত ভাই ও সবচেয়ে প্রিয়ভাজন মানুষ আবু কাতাদার খেজুর বাগানের প্রাচীর বেয়ে তার কাছে উপস্থিত হই এবং সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! সে আমার সালামের উত্তর দিল না। তখন আমি বললাম, হে আবু কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জান যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি? কিন্তু সে চুপ করে থাকল। আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম। এবারও সে চুপ করে থাকল। আবারও আমি তাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। এবার সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী জানেন। এ কথায় আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। প্রাচীর বেয়ে আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম... এভাবে কা'ব (রাঃ) তাঁর ঘটনার শেষ পর্যায়ে বলেন, এমনি করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা নিষেধের পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হ'ল। পঞ্চাশতম রাতের সকালে আমি ফজর ছালাত আদায় করে আমাদের একটা ঘরের চালে উঠে বসে ছিলাম। আল্লাহ পাক কুরআনে যেমন বলেছেন, তেমন করেই আমার জন্য আমার জীবন সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। আমার দুশ্চিন্তা মগ্ন অবস্থাতেই আমি সালা' (سَلْع) পাহাড়ের শিখর থেকে একজন চীৎকারকারীকে তার স্বরে বলতে শুনলাম, হে

৬. *মুসনাদে আহমাদ হা/৬৫১৮, আহমাদ শাকের এর সনদ ছহীহ বলেছেন।*

কা'ব বিন মালিক! সুসংবাদ শোন।[৭]

এ ঘটনার মধ্যে অনেক ফায়েদা ও শিক্ষণীয় উপদেশ রয়েছে, যা হাতছাড়া করা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। আলেমরা ঘটনাটির ব্যাখ্যাবলী যা তাদের বই-পুস্তকে লিখেছেন তা থেকে সেসব ফায়েদা ও শিক্ষা জানা সম্ভব। যেমন যাদুল মা'আদ (زاد المعاد) ও ফাৎহুল বারী (فتح الباري)।

বয়কটের এই পদ্ধতি নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক অবলম্বনের পেছনের কারণ তিরমিযী (রহঃ) কর্তৃক উদ্ধৃত একটি হাদীছ থেকেও মেলে।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكَذِبِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْكِذْبَةِ فَمَا يَزَالُ فِى نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً. 'মিথ্যা থেকে অধিক ঘৃণিত আর কোন চারিত্রিক আচরণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ছিল না। নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট কোন ব্যক্তি মিথ্যা বললে সে মিথ্যা অনুক্ষণ তাঁর অন্তরে গেঁথে থাকত, যে পর্যন্ত না তিনি জানতে পারেন যে লোকটি তওবা করেছে'।[৮]

আহমাদের বর্ণনায় এসেছে, فَمَا يَزَالُ فِى نَفْسِهِ عَلَيْهِ 'মিথ্যুকের বিরুদ্ধে অনুক্ষণ তাঁর অন্তরে'...।[৯] আরেক বর্ণনায় আছে, وما اطلع منه على شيء عند أحد من أصحابه فيبخل له من نفسه حتى يعلم أن (قد) أحدث توبة 'তাঁর ছাহাবীদের কারো থেকে যদি তিনি মিথ্যা কিছু জানতে পারতেন তাহ'লে তাঁর মনটা তার প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে পড়ত, যে পর্যন্ত না তিনি জানতে পেতেন যে, সে তওবা করেছে'।[১০] আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি যদি তাঁর পরিবারভুক্ত কাউকে মিথ্যা বলার কথা জানতে পারতেন তাহ'লে তার ঐ মিথ্যা থেকে তওবা করার কথা না জানা পর্যন্ত তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতেন।[১১]

পূর্ববর্তী বর্ণনাগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ভুলকারীর নিজের ভুল থেকে ফিরে না দাঁড়ানো পর্যন্ত তার মুখ ফিরিয়ে থাকা ও সংস্রব বর্জন করা একটি উপকারী শিক্ষণীয় পদ্ধতি। তবে এ পদ্ধতিকে উপকারী করতে হ'লে অবশ্যই যার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে তথা বয়কট করা হয়েছে তার মনে বয়কটকারী মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ব্যক্তির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসন থাকতে হবে। নচেৎ এতে কোন ইতিবাচক ফল না ফলে বরং বয়কটকৃত লোকটার মনে হবে, ওরা আমাকে ত্যাগ করেছে না; বেঁচেছি।

(৩১) ঘাড়তেড়া ভুলকারীর বিরুদ্ধে বদদো'আ :

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِيْنِكَ. قَالَ لاَ أَسْتَطِيْعُ قَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ. مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ. قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ 'এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে বাম হাত দিয়ে খাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, তোমার ডান হাত দিয়ে খাও। সে বলল, আমি পারি না। তিনি বললেন, তুমি যেন আর না পারো। অহংকারবশতঃ সে ডান হাত ব্যবহার করত না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে সে তার ডান হাত আর মুখ পর্যন্ত তুলতে পারত না'।[১২]

আহমাদের এক বর্ণনায় এসেছে, ইয়াস বিন সালামা ইবনুল আকওয়া হ'তে বর্ণিত, তার পিতা তার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

يَقُولُ لِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ رَاعِى الْعِيرِ أَبْصَرَهُ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ. فَقَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ. فَقَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ. قَالَ فَمَا وَصَلَتْ يَمِينُهُ إِلَى فَمِهِ بَعْدُ-

'বুসর বিন রা'ঈ আল-ঈর নামক এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাম হাত দিয়ে খেতে দেখতে পেলেন। এ সময় আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে খাও। সে বলল, আমি পারি না। তিনি বললেন, তুমি যেন তা আর না পার। বর্ণনাকারী সালামা (রাঃ) বলেন, এরপর থেকে সে তার ডান হাত তার মুখ পর্যন্ত আর তুলতে পারত না'।[১৩]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'এ হাদীছ থেকে বিনা ওযরে যে শরী'আতের বিধান লংঘন করে তার বিরুদ্ধে বদদো'আর বৈধতা মেলে। এতে আরো বুঝা যায় যে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ সর্বাবস্থাতেই করতে হবে- এমন কি খাওয়ার সময়েও।

(৩২) ভুলকারীর প্রতি করুণাবশত কিছু ভুল ধরা এবং কিছু ভুল উপেক্ষা করা, যাতে ইশারা-ইঙ্গিতে পুরো ভুলটা উপলব্ধিতে আসে :

সূরা আত-তাহরীমের ৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ-

'যখন নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে একান্ত চুপিসারে কিছু কথা বললেন এবং সে তা (অন্যের নিকট) প্রকাশ করে দিল, আর আল্লাহ তাঁকে (অহি-র মাধ্যমে) বিষয়টি জানিয়ে দিলেন।

৭. *বুখারী হা/৪৪১৮।*
৮. *তিরমিযী হা/১৯৭৩; ছহীহ তারগীব হা/২৯৪১।*
৯. *মুসনাদে আহমাদ ৬/১৫২, হা/২৫২২৪, সনদ ছহীহ।*
১০. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৫২।*
১১. *হাকেম; ছহীহুল জামে' হা/৪৬৭৫।*
১২. *মুসলিম হা/২০২১।*
১৩. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৬৫৪৬; দারেমী হা/২০৩২, সনদ ছহীহ।*

তখন তিনি কিছু কথা গোপনীয়তা প্রকাশকারী স্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন এবং কিছু কথা এড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি যখন তাকে (গোপনীয়তা প্রকাশকারী স্ত্রীকে) কিছু কথা জানালেন তখন সে বলল, আপনাকে এ খবরটা কে জানালো? তিনি বললেন, আমাকে (আল্লাহ) জানিয়েছেন, যিনি সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন' *(তাহরীম ৬৬/৩)*।

আল-কাসেমী (রহঃ) 'মাহাসিনুত তাবীল' গ্রন্থে বলেছেন :

(وإذ أسرّ النبي) 'যখন নবী একান্ত চুপিসারে বললেন' অর্থাৎ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) (إلى بعض أزواجـــه) তার একজন স্ত্রীর কাছে, তিনি হাফছাহ (রাঃ)-কে (حديثا) একটি কথা বলেন তাহ'ল তাঁর দাসীকে হারাম করার কথা, অথবা আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য হালাল করেছেন এমন কোন কিছু তাঁর নিজের উপর তিনি হারাম করে নিয়েছিলেন। (فلما نبأت به) অতঃপর সে যখন তা বলেছিল অর্থাৎ সেই গোপন কথা তার সতীন আয়েশা (রাঃ)-কে বলে দিল। (وأظهـــره الله عليـــه) আল্লাহ তা তাঁর নিকট তুলে ধরলেন অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার বিষয় তাঁকে জানিয়ে দিলেন। (عرّف بعضه) তিনি কিছু জানালেন অর্থাৎ তার প্রকাশ করে দেওয়া কথার কিছু তাকে জানালেন তিরস্কার করার সূত্রে (وأعرض عن بعـــض) এবং কিছু এড়িয়ে গেলেন অর্থাৎ কিছু কথা উপেক্ষা করলেন দয়াবশত।

'আল-ইকলীল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এই আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে যে, অন্তরঙ্গ নির্ভরযোগ্য যেমন স্ত্রী, বন্ধু এমন কারো নিকট কোন কথা গোপন রাখায় কোন দোষ নেই। এতে আরো রয়েছে যে, স্ত্রীদের সাথে সুন্দরভাবে মিলেমিশে বাস করতে হবে। তিরস্কার করতে হবে কোমল কণ্ঠে এবং অপরাধের গভীর পর্যন্ত অনুসন্ধানে নামা যাবে না।[১৪] আল-হাসান বলেছেন, কোন ভদ্রলোক কখনো অপরাধের শিকড় সন্ধান করে না। সুফইয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, অপরাধ উপেক্ষা করা ভদ্রলোকদের কাজ।

(৩৩) মুসলিমকে তার ভুল সংশোধনে সহযোগিতা করা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ. قَالَ : مَا لَكَ. قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا. قَالَ لاَ. قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ لاَ . فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ لاَ . قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِىَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ. فَقَالَ أَنَا. قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِه. فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ-

'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় এক লোক এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, তোমার কি হ'ল? সে বলল, ছিয়াম পালনরত অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার কি একটা দাস মুক্ত করার সামর্থ্য আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহ'লে কি তুমি এক নাগাড়ে দুই মাস ছিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহ'লে কি ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) থেমে গেলেন। আমরা ঐ অবস্থায় থাকতে থাকতেই নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এক ঝুড়ি খেজুর এল। তিনি বললেন, সেই প্রশ্নকারী কোয়ায়? সে বলল, এই যে আমি। তিনি বললেন, এগুলো নিয়ে দান করে দাও। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার থেকেও কি দরিদ্র শ্রেণীর উপরে? আল্লাহ্র কসম, মদীনার দুই পাথুরে প্রান্তের মাঝে আমার পরিবার থেকে অধিক দরিদ্র আর কোন পরিবার নেই। তার কথায় নবী করীম (ছাঃ) এতটাই হেসে উঠলেন যে, তাঁর চোখা দাঁতগুলো বের হয়ে পড়ল। তারপর তিনি বললেন, তোমার পরিবারকেই খেতে দাও'।[১৫]

আহমাদের বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِى ظِلِّ فَارِعِ أُجُمٍ حَسَّانَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ احْتَرَقْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ مَا شَأْنُكَ. قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى وَأَنَا صَائِمٌ. قَالَتْ وَذَاكَ فِى رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اجْلِسْ. فَجَلَسَ فِى نَاحِيَةِ الْقَوْمِ فَأُتِىَ رَجُلٌ بِحِمَارٍ عَلَيْهِ غِرَارَةٌ فِيهَا تَمْرٌ قَالَ هَذِهِ صَدَقَتِى يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم- أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفاً. فَقَالَ هَا هُوَ ذَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِه. قَالَ وَأَيْنَ الصَّدَقَةُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ عَلَىَّ وَلِى فَوَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ أَنَا وَعِيَالِى شَيْئاً. قَالَ فَخُذْهَا فَأَخَذَهَا-

১৪. *মাহাসিনুত তাবীল ১৬/২২২।*

১৫. *বুখারী হা/১৯৩৬।*

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসসান (রাঃ)-এর কেল্লার চিলেকোঠার ছায়ায় বসে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জ্বলেপুড়ে গেছি। তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি ছিয়াম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ ঘটনা ঘটেছিল রামাযান মাসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি বস। সে মজলিসের এক প্রান্তে গিয়ে বসল। তখন একটি গাধা নিয়ে এক লোক উপস্থিত হ'ল। তার পিঠে একটি বস্তা ছিল, যাতে ছিল খেজুর। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আমার যাকাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, জ্বলেপুড়ে যাওয়া লোকটি কোথায়? সে বলল, এই যে আমি এখানে, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, এই বস্তাটা নাও এবং দান করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার উপরই দান আবশ্যক, আবার আমাকে ছাড়া আর কোথায় কাকে দান করব? যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি ও আমার পরিবারের হাতে কিছু মাত্র নেই। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমিই নাও। অতঃপর সে তা নিয়ে গেল'।[১৬]

(৩৪) ভুলকারীর সাথে সাক্ষাৎ এবং আলোচনার জন্য তার সাথে বৈঠক :

ছহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমার পিতা এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় মেয়ের সাথে আমাকে বিয়ে দেন। তিনি তার পুত্রবধুকে দেখতে আসতেন আর তার স্বামী সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করতেন। বউমা তাকে বলত, সে কতই না একজন ভাল পুরুষ! আমার তার কাছে আসা অবধি না সে আমাদের বিছানায় পা রেখেছে, না আমাদের দেহের কোন দিক তালাশ করে দেখেছে। যখন বিষয়টি তার কাছে দীর্ঘ হয়ে দাঁড়াল তখন তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বিষয়টি তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, তাকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে বল। পরবর্তীতে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, তুমি কিভাবে ছিয়াম পালন কর? আমি বললাম, প্রতিদিন। তিনি বললেন, কিভাবে কুরআন খতম কর? আমি বললাম, প্রতিরাতে। তিনি বললেন, তুমি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখ এবং প্রতিমাসে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম, আমি তা থেকে বেশী সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহ'লে সপ্তাহে তিন দিন ছিয়াম পালন কর। আমি বললাম, আমি তার থেকেও বেশী পারব। তিনি বললেন, একদিন ছিয়াম পালন কর, মাঝে দু'দিন বন্ধ রাখ। আমি বললাম, আমি তার থেকেও বেশী পারব। তিনি বললেন, তুমি উত্তম ছিয়াম দাঊদের ছিয়াম পালন কর। তা হ'ল একদিন ছিয়াম পালন পরদিন ছিয়াম ভঙ্গ। আর প্রতি সাত রাতে একবার কুরআন পড়া শেষ কর। আফসোস! আমি যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেওয়া অবকাশ গ্রহণ করতাম। কেননা আমি এখন বয়স্ক ও দুর্বল হয়ে পড়েছি। ফলশ্রুতিতে তিনি তার পরিবারের কোন একজন সদস্যকে দিনের বেলায় কুরআনের এক-সপ্তমাংশ পড়ে শুনাতেন, আবার যাকে তিনি শুনাতেন সেও ঐ পরিমাণ তাকে শুনাত। এভাবে রাতের কষ্ট তার জন্য লাঘব হ'ত। আবার যখন তিনি দৈহিক বল বৃদ্ধির ইচ্ছে করতেন তখন কিছুদিন ছিয়াম পালন বন্ধ রাখতেন, তার হিসাবও রাখতেন। পরে সমপরিমাণ ছিয়াম (লাগাতার) পালন করতেন। যে আমলের উপর রেখে নবী করীম (ছাঃ) তার থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন তার কিছুমাত্র ছেড়ে দেওয়া অপসন্দনীয় হওয়ার কারণে তিনি এভাবে করে ঠিক রাখতেন।[১৭]

আহমাদের বর্ণনায় আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা কুরাইশ বংশীয় একটি মেয়ের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু ছিয়াম ও ছালাতের মত ইবাদতে আমার খুব সামর্থ্য ও আগ্রহ ছিল, তাই তার সঙ্গে দেখা হওয়া অবধি আমি তাকে আতঙ্কিত করিনি। আমর বিন আছ (রাঃ) তার বউমাকে দেখতে এসে বলল, তোমার স্বামীকে কেমন পেলে? সে বলল, খুব ভাল পুরুষ অথবা খুব ভাল স্বামী। সে আমাদের দেহের কোন দিক খুঁজে দেখেনি এবং আমাদের বিছানার সাথেও তার পরিচয় ঘটেনি। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে গালাগালি করলেন এবং কথা দিয়ে আঘাত করলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কুরাইশদের একটা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের সাথে বিয়ে দিলাম আর তুমি কি-না তার সঙ্গে স্বামীসুলভ ব্যবহারই করলে না? তুমি তার সাথে এমন এমন করলে? তারপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে তাঁর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। নবী করীম (ছাঃ) তখন আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর নিকট এলে তিনি বললেন, তুমি কি দিনে ছিয়াম পালন কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কিন্তু আমি ছিয়াম পালন করি, ছিয়াম বন্ধ রাখি, ছালাত আদায় করি, ঘুমাই, স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করি। যে আমার সুন্নাতের প্রতি বিমুখতা দেখাবে সে আমার দলভুক্ত থাকবে না। তিনি বললেন, তুমি প্রতি মাসে একবার কুরআন শেষ কর। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও কম সময়ে শেষ করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহ'লে প্রতি দশ দিনে একবার পড়। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও কম সময়ে শেষ করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহ'লে তিন দিনে একবার পড়া শেষ কর। তারপর তিনি বললেন, তুমি প্রতিমাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে। আমি বললাম, আমি তার থেকেও বেশী সামর্থ্য রাখি। তিনি আমাকে বাড়াতে বাড়াতে শেষ পর্যন্ত বললেন, একদিন ছিয়াম পালন কর, পরদিন ভঙ্গ কর। এটাই উত্তম ছিয়াম। আমার ভাই দাঊদ (আঃ) এভাবে ছিয়াম পালন করতেন। হুছাইন তার বর্ণনায় বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, প্রত্যেক ইবাদতকারীর মধ্যে একটা তেজীভাব থাকে, আর প্রত্যেক তেজীভাবের সাথে একটা অবসাদ জড়িয়ে থাকে। এই অবসাদ তাকে পরবর্তীতে হয় সুন্নাতের দিকে নিয়ে যায় অথবা বিদ'আতের দিকে নিয়ে

১৬. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৬৪০২, হাদীছ ছহীহ।*

১৭. *বুখারী হা/৫০৫২।*

যায়। যার অবসাদ তাকে সুন্নাতের দিকে নিল সে তো আল্লাহ্র পথ পেয়ে গেল। আর যার অবসাদ তাকে অন্য দিকে নিল সে ধ্বংস হয়ে গেল।

মুজাহিদ বলেন, পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ বিন আমর যখন দুর্বল ও বয়স্ক হয়ে পড়লেন তখন মাঝে বাদ না দিয়ে কয়েকদিন ধরে ছিয়াম পালন করতেন। তারপর হিসাব অনুযায়ী ক'দিন ছিয়াম বন্ধ রাখতেন, আর এভাবে তিনি দেহের শক্তি সঞ্চয় করতেন। আর কুরআন পাঠের ভাগও তিনি কম বেশী করতেন। তবে তিনি সংখ্যা ঠিক রাখতেন। হয় সাত দিনে, নয় তিন দিনে খতম করতেন। এ সময় তিনি বলতেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেওয়া ছাড় গ্রহণ করতাম তাহ'লে সেটাই হ'ত আমার জন্য তার বিনিময়ে দেয় যে কোন কিছুর থেকে প্রিয়। কিন্তু আমি তাঁর মৃত্যুকালে যে আমলের উপর তাঁকে বিদায় জানিয়েছি তার ব্যতিক্রম করে অন্য কিছু করা আমার অপসন্দ।[১৮]

ঘটনার ফায়েদাসমূহ :

নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক বৈবাহিক সমস্যার কারণ উদঘাটন। বেশী বেশী ইবাদতে মশগূল থাকার ফলে স্ত্রীর হক আদায়ের সুযোগ না পাওয়া। এখানেই হয়েছে ত্রুটি।

'প্রত্যেক হকদারের হক দিয়ে দাও' এই সূত্র ও নীতি সৎকাজে লিপ্ত প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে শিক্ষার্থী পড়ায় বেশীমাত্রায় মশগূল, যে দাঈ (ইসলাম প্রচারক) প্রচার কাজে ডুবে থাকে তার বা তাদের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অভিযোগ খুবই স্বাভাবিক। এটার উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন সৎকাজ প্রতিপালনে মাত্রাজ্ঞানের অভাব এবং হকদারদের জন্য সময় বণ্টন না করার কারণে। সুতরাং পড়ুয়ার পড়ার সময় এবং দাঈর দাওয়াতের কাজ একটু কমিয়ে ঘর গৃহস্থালি, স্ত্রী ও সন্তানাদির দেখভাল করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দ করায় কোন সমস্যা নেই। পরিবারের সদস্যদের সংশোধন, একত্রে বসবাস ও তাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দানে সময় ব্যয় একান্ত যরূরীও বটে।

(৩৫) ভুলকারীর মুখের উপর তার অবস্থা ও ভুলের কথা বলে দেওয়া :

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلاَمٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِى إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِى أَسَابَبْتَ فُلاَنًا. قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ أَفَنِلْتَ مِنْ أُمِّهِ. قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. قُلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِى هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ–

'আমার ও এক ব্যক্তির মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তার মা ছিল অনারব। আমি তার প্রসঙ্গ তুলে গালি দেই। সে আমার কথা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করে। তিনি আমাকে বলেন, তুমি কি অমুককে গালি দিয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি তার মায়ের নামে গালি দিয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এমন একজন লোক, যার মধ্যে জাহিলিয়াত বিরাজ করছে। আমি বললাম, আমার এই বুড়ো বয়সেও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা (দাসরা) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যার ভাইকে আল্লাহ তা'আলা তার অধীন করে দিয়েছেন সে নিজে যা খায় তা থেকে যেন তাকে খেতে দেয়, সে নিজে যা পরে তাকে তা থেকে পরতে দেয়। তাকে এমন কাজের দায়িত্ব না চাপায় যা সে করতে সমর্থ নয়। যদি তার সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজ চাপায় তাহ'লে যেন তাকে সাহায্য করে'।[১৯]

ছহীহ মুসলিমে আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমার ও আমাদের ভাইদের মধ্যস্থিত এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তার মা ছিল অনারব। ফলে আমি তার মাকে তুলে তাকে অপমান করি। সে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন, হে আবু যার! তুমি এমন একজন লোক যার মধ্যে জাহিলিয়াত বিরাজ করছে। আমি বললাম, এটা তো নিয়ম যে, যে ব্যক্তি লোকেদের গালি দিবে তারাও তার বাপ-মা তুলে গালি দিবে। তিনি বললেন, হে আবু যার! তুমি এমন একজন লোক যার মধ্যে জাহিলিয়াত বিরাজ করছে। তারা (দাসরা) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা যা খাও তাদেরকে তা থেকে খেতে দাও, আর তোমরা যা পর তাদেরকে তা থেকে পরতে দাও। তাদেরকে এমন কাজের দায়িত্ব দিও না যা তাদের সাধ্যে কুলাবে না। যদি দায়িত্ব দাও তাহ'লে তাদের সাহায্য করো'।[২০]

নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক এভাবে আবু যার (রাঃ)-এর মুখের উপরে ভুলের কথা খোলামেলা বলে দেওয়া এজন্যেই সম্ভব হয়েছিল যে, তিনি জানতেন, আবু যার (রাঃ) এভাবে বলায় অসন্তুষ্ট হবেন না বরং তা মেনে নিবেন। মুখের উপরে বলা বা নিষেধ করা পদ্ধতি হিসাবে বেশ উপকারী। এতে সময় কম লাগে, চেষ্টা ফলপ্রসু হয় এবং উদ্দেশ্য সহজে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এভাবে সরাসরি বলা স্থান, কাল, পাত্র বুঝে বলতে হবে।

সরাসরি বলার কারণে বড় কোন অনিষ্ট দেখা দেওয়া কিংবা ভাল কোন সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ভয় দেখা দিলে এরূপ বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন ভুলকারী যদি কোন

১৮. *আহমাদ হা/৬৪৭৭, সনদ ছহীহ।*

১৯. *বুখারী হা/৬০৫০।*
২০. *মুসলিম হা/১৬৬১।*

পদস্থ ব্যক্তি হন, আর তিনি এভাবে বলা মেনে নিতে প্রস্তুত না থাকেন কিংবা এরূপ বলায় তিনি (ভুলকারী) কঠিন সঙ্কটে পড়বেন অথবা ভুলকারী একজন অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ মানুষ হন এবং প্রকাশ্যে বলায় তিনি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখান, তখন সরাসরি মুখের উপর বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৩৬) ভুলকারীকে জেরা করা :

ভুলকারীর মাথা নত করে দেওয়া। ভুলকারীকে ভুলের উপর অনবরত জেরা করা ভাল। এরূপ জেরার ফলে তার অন্তর্দৃষ্টির উপর যে আবরণ জমা হয়ে পর্দা পড়ে থাকে তা দূরীভূত হওয়ায় সে সত্য ও সোজাপথে ফিরে আসতে পারে। এর উদাহরণ তাবারাণী কর্তৃক 'আল-মু'জামুল কাবীরে উদ্ধৃত একটি হাদীছ।

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ غُلاَمًا شَابًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِي الزِّنَا، فَصَاحَ النَّاسُ فَقَالَ: مَهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَقِرُّوهُ ادْنُ، فَدَنَا حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لاَ يُحِبُّونَهُ لأُمَّهَاتِهِمْ، أَتُحِبُّهُ لابْنَتِكَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لاَ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، أَتُحِبُّهُ لأُخْتِكَ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لأَخَوَاتِهِمْ، أَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لاَ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ؟ أَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لاَ يُحِبُّونَهُ لِخَالاَتِهِمْ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ : اللهُمَّ كَفِّرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ-

'এক যুবক গোলাম এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। তার কথা শুনে লোকেরা চীৎকার করে উঠল। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা চুপ কর এবং তাকে জায়গা দাও। তারপর তিনি তাকে বললেন, কাছে এস, সে কাছে আসতে আসতে একেবারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে গিয়ে বসল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি তোমার মায়ের জন্য যেনা করা ভাল মনে কর? সে বলল, না। তিনি বললেন, অনুরূপভাবে সকল লোকই তাদের মায়ের জন্য এ কাজ ভাল মনে করে না। তোমার মেয়ের জন্য কি তা ভালবাস? সে বলল, না। তিনি বললেন, এমনিভাবে সকলেই তাদের মেয়েদের সাথে এ কাজ ভালবাসে না। তোমার বোনের জন্য কি তুমি এটা পসন্দ কর? সে বলল, না। তিনি বললেন, একইভাবে কোন লোকই তাদের বোনেদের জন্য তা পসন্দ করে না। তুমি কি তোমার ফুফুর জন্য এ কাজ ভালবাস? সে বলল, না। তিনি বললেন, অনুরূপভাবে সকল লোকই তাদের ফুফুদের জন্য এটা ভালবাসে না। তুমি কি তোমার খালার জন্য এটা পসন্দ কর? সে বলল, না। তিনি বললেন, একইভাবে সকল লোকই তাদের খালাদের সাথে তা পসন্দ করে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হাত তার বুকের উপর রেখে বললেন, হে আল্লাহ! তার পাপ মোচন করে দাও, তার কলব পবিত্র করে দাও এবং তার লজ্জাস্থানের হেফাযত কর'।[২১]

(৩৭) ভুলকারীকে বুঝিয়ে দেওয়া যে তার খোঁড়া অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয় :

ভুলকারীরা অনেক সময় নিজেদের নির্দোষ যাহির করার জন্য অগ্রহণযোগ্য নানা খোঁড়া অজুহাত পেশ করে। বিশেষ করে তাদের ভুল হঠাৎ করে মানুষের চোখে ধরা পড়ে এবং তারাও প্রথম প্রথম এ কাজ করতে চায়। জেরার জবাবে তাদের কেউ কেউ তাড়াহুড়ো করে উত্তর দিতে গিয়ে খোঁড়া অজুহাত তুলে ধরে। যারা তাদের দোষ ঢাকার জন্য মিথ্যা ভালভাবে রপ্ত করতে পারেনি তাদের বেলায় এমনটা বিশেষতঃ ঘটে। তাহ'লে একজন প্রশিক্ষক যখন এমন কোন ভুলকারীকে হাতে পাবে তখন তার সাথে কেমন আচরণ করবে? নিম্নে বর্ণিত ঘটনা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

খাওয়াত্ব বিন জুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে মক্কার সন্নিকটস্থ মাররুয যাহরান নামক স্থানে ডেরা ফেললাম। তারপর আমার তাঁবু থেকে বের হয়ে হঠাৎই দেখলাম কিছু মহিলা বসে গল্পগুজব করছে। আমায় দেখে খুব পসন্দ হ'ল। আমি তাঁবুতে ফিরে এসে আমার কাপড়ের ব্যাগ বের করলাম। তারপর কাপড়ের ব্যাগ থেকে এক সেট কাপড় নিয়ে পরলাম এবং ওখানে গিয়ে তাদের সাথে বসলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেরিয়ে এসে বললেন, আবু আব্দুল্লাহ! অর্থাৎ তিনি ঐ অনাত্মীয় মহিলাদের সাথে তার বসায় খুব নাখোশ হয়েছেন। যেই না আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখলাম অমনি আমার উপর ভয় চেপে বসল এবং অজুহাত খুঁজতে গিয়ে গোলমাল করে ফেললাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটা উট ভেগে গেছে আমি তার জন্য রশি তালাশ করছি।

এই ছাহাবী নিজের কাজ নির্দোষ প্রমাণের জন্য খোঁড়া অজুহাত তুলে ধরেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর গন্তব্যে চলতে থাকেন। রাবী বলেন, আমি (খাওয়াত) তাঁর পেছন পেছন যেতে থাকি, তিনি তাঁর চাদরটা আমার গায়ে ফেলে দিয়ে 'আরাক' বনে ঢুকে পড়লেন। আমি যেন এখনো সবুজ আরাকগুলোর মাঝে তাঁর সাদা পিঠের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। তিনি সেখানে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন (পেশাব/পায়খানা) শেষ করলেন, ওযূ করলেন, তারপর সামনে এগিয়ে এলেন। তখন ওযূর পানি তাঁর দাড়ি বেয়ে বুকে পড়ছিল। তিনি আমাকে বললেন, আবু আব্দুল্লাহ, তোমার উটের ভেগে

২১. *ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৭৬৭৯, ৭৭৫৯; ছহীহাহ হা/৩৭০।*

যাওয়ার কি হ'ল? তারপর আমরা যাত্রা করলাম। পথে যতবারই তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছে ততবারই তিনি আমাকে বলেছেন, আস-সালামু আলাইকা, আবু আব্দুল্লাহ! সেই উটের ভেগে যাওয়ার কি হ'ল? এটা দেখে আমি দ্রুত মদীনায় পৌঁছলাম এবং মসজিদে যাওয়া ও নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে উঠাবসা বন্ধ করে দিলাম। যখন এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হ'ল তখন আমি এমন একটা সময় বের করলাম যখন মসজিদ জনশূন্য থাকে। আমি মসজিদে গেলাম এবং ছালাতে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাঁর কোন এক কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এসে সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন। কিন্তু আমি এই আশায় ছালাত লম্বা করতে লাগলাম যে তিনি চলে যাবেন এবং আমাকে ছাড় দিবেন। (ঘটনা তা হ'ল না, বরং) তিনি বললেন, আবু আব্দুল্লাহ! তোমার মনে যত সময় চায় তুমি ছালাত লম্বা কর, তোমার না ফেরা পর্যন্ত আমি উঠছি না। তখন আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ওযরখাহী করব এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মন ভারমুক্ত করব।

আমি ফিরে এলে তিনি বললেন, আস-সালামু আলাইকা, আবু আব্দুল্লাহ! তোমার উটের ভেগে যাওয়ার কি হ'ল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! আমার ইসলাম গ্রহণ অবধি আমার উট ভেগে যায়নি। তিনি তখন তিনবার বললেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। তারপর যা ঘটেছে সেজন্য তিনি পুনর্বার কিছু বলেননি।[২২]

এই হাদীছ তারবিয়াতের (প্রশিক্ষণের) ক্ষেত্রে এক অভিনব শিক্ষা বহন করে। এতে প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনা রয়েছে যা কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনে। এছাড়াও নিম্নের ফায়েদাগুলো হাদীছটি থেকে লাভ করা সম্ভব।

* যে অপরাধ করেছে সে মর্যাদাশালী তারবিয়াতদাতা শিক্ষকের পাশ দিয়ে যেতে সংকোচ বোধ করে।

* তত্ত্বাবধায়কের চিন্তা-ভাবনা এবং প্রশ্নাবলী যদিও তা সংক্ষিপ্ত ও ছোট্ট তবুও মানব মনে সেগুলোর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

* খোঁড়া অজুহাত, যার অসঙ্গতি সুস্পষ্ট তা শোনার পরও অজুহাত পেশকারীকে কোন কিছু না বলে এড়িয়ে যাওয়ায় তার অজুহাত যে গ্রাহ্য করা হয়নি তা সহজেই বুঝে নেওয়া যায়। এক্ষেত্রে তাকে তওবা ও ওযরখাহী করে মুক্তির চেষ্টা করতে হয়। হাদীছে فمضى বা 'চলে গেলেন' কথা থেকে এ কথা বুঝা যায়।

* একজন ভাল তারবিয়াত প্রদানকারী তিনিই যাকে দেখে ভুলকারী প্রথমে লজ্জায় লজ্জায় লুকিয়ে থাকে। কিন্তু পরে তার নিকট প্রয়োজনের স্বার্থে আবার ফিরে আসে। দ্বিতীয় অবস্থাই তখন প্রথম অবস্থার উপর জয়যুক্ত হয়।

* ভুলকারীর মানসিক ও সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন হেতু এরূপ ক্ষেত্রে নিজের ভুল স্বীকার এবং ভুল থেকে ফিরে আসার মনোভাব তৈরী হয়।

* তারবিয়াত প্রদানকারীর সঙ্গী-সাথীদের মনের মাঝে তার প্রতি অনেক বড় ও উঁচু স্থান থাকে। তিনি হয়ত তাদের কাউকে তিরস্কার করছেন কিংবা ভুল ধরছেন, আর তাতে তাঁর অন্য সকলেরও সংশোধনের লক্ষ্য থাকে। কারণ সাধারণভাবে যারাই তা জানতে পারে তারাই তাতে উপকৃত হয়। তবে অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষের নেতিবাচক প্রভাব তাতে দূর হয় না। তখন তার কুপ্রভাব দূর করতে একজন অনুগামীরও নেতৃস্থানীয় কারো সাহায্য নিতে হয়। যেমন মুগীরা (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর সাহায্য নিয়ে তার সমস্যা দূর করেছিলেন। অপরপক্ষে নেতা ও তারবিয়াত দানকারীর মধ্যেও তার অনুসারীর মর্যাদা ভালভাবে বুঝতে হবে এবং তার প্রতি সুধারণা রাখতে হবে। তাহ'লে ভুল সংশোধনে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে।

(৩৮) মানুষের মেযাজ ও সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা :

নিষেধের ক্ষেত্রে মানুষের মেযাজ ও সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নবী করীম (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীদের মর্যাদাবোধের বিষয়টি লক্ষ্য করে চলতেন। তাঁদের কারো থেকে কোন ভুল হ'লে তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতেন এবং ন্যায় ও সুবিচার বজায় রাখতেন। এর একটি উদাহরণ ইমাম বুখারী (রহঃ) কর্তৃক তাঁর ছহীহ গ্রন্থে সংকলিত হাদীছ।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِى بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِى كَانَ فِى الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ، ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِىَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِى كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِى بَيْتِ الَّتِى كَسَرَتْ-

২২. *হায়ছামী বলেন, তাবারানী দু'টি সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি সনদের বর্ণনাকারীগণ জারাহ বিন মাখলাদ ব্যতীত বুখারী মুসলিমের বর্ণনাকারীভুক্ত, আর জারাহ বিন মাখলাদ নির্ভরযোগ্য রাবী। আল-মাজমা' হা/১৬১০৫, ৯/৪০১, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৪১৪৬, ৪/২০৩ পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যায়েদ বিন আসলাম খাওয়াত বিন জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। আত-তাহযীব গ্রন্থে খাওয়াত (রাঃ)-এর জীবনী থেকে বুঝা যায়, যায়েদ বিন আসলাম তার থেকে মুরসালভাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 'আল-ইছাবা গ্রন্থে আছে, খাওয়াত ৪০ কিংবা ৪২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আর যায়েদ বিন আসলাম সিয়ার গ্রন্থ অনুসারে ১৩৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এ হিসাবে সনদটি মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন।*

'নবী করীম (ছাঃ) তাঁর এক স্ত্রীর কাছে অবস্থান করছিলেন। এ সময় উম্মুল মমিনীনদের একজন এক বড় থালায় করে খাবার পাঠান। যাঁর ঘরে নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন তিনি খাদেমের হাতে আঘাত করেন। ফলে থালাটা পড়ে গিয়ে ফেটে যায়। তখন নবী করীম (ছাঃ) থালার ভাঙ্গা টুকরাগুলো একত্র করলেন এবং থালায় যে খাদ্য ইতিপূর্বে ছিল তা তাতে তুললেন। আর তিনি বলতে লাগলেন, তোমাদের মায়ের মর্যাদাবোধে লেগেছে। তারপর তিনি খাদেমকে আটকে রাখলেন এবং যাঁর ঘরে তিনি ছিলেন তাঁর নিকট থেকে একটি থালা আনিয়ে ভাল থালাটা তাকে দিলেন যার থালা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল এবং ভাঙ্গা থালাটা তাঁর ঘরে রেখে দিলেন যিনি ওটা ভেঙ্গে ছিলেন'।[২৩]

নাসাঈতে স্ত্রীদের সাথে বসবাস অধ্যায়ে উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি [উম্মে সালামা (রাঃ)] তাঁর একটি থালায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের জন্য খাবার নিয়ে আসেন। এ সময় আয়েশা (রাঃ) একটা কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে সেখানে আসেন। তাঁর হাতে ছিল এক খণ্ড পাথর। তা দিয়ে তিনি থালাটি ভেঙ্গে দেন। নবী করীম (ছাঃ) তখন থালার দু'টুকরো জমা করেন এবং দু'বার বলেন, তোমরা খাও, তোমাদের মায়ের সম্মানে লেগেছে! তোমরা খাও, তোমাদের মায়ের সম্মানে লেগেছে!! তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর থালা নিয়ে উম্মে সালামা (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং উম্মে সালামা (রাঃ)-এর থালা আয়েশা (রাঃ)-কে দিলেন।

দারেমী 'বেচাকেনা' অধ্যায়, 'যে কোন কিছু ভেঙ্গে ফেলবে তাকে অনুরূপ একটি প্রদান করতে হবে' অনুচ্ছেদে আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর সহধর্মিনীদের মধ্য থেকে একজন তাঁকে একটি থালা উপহার দেন, তাতে ছিল 'ছারীদ' নামক খাদ্য। তিনি তখন তাঁর অন্য এক স্ত্রীর ঘরে অবস্থান করছিলেন। ঐ স্ত্রী থালায় আঘাত করলে তা ভেঙ্গে যায়। ফলে নবী করীম (ছাঃ) ছারীদ হাতে করে থালায় তুলতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, তোমরা খাও; তোমাদের মায়ের সম্মানে লেগেছে।...

মেয়েদের মর্যাদাবোধ একটি সহজাত প্রবৃত্তি। মর্যাদায় আঘাত লাগলে তারা কঠিন কিছুও করে ফেলে, কাজের পরিণাম কি দাঁড়াবে তা তাদের নযরে আসে না।

এজন্যই বলা হয়, মেয়ে লোকের যখন মর্যাদায় চোট লাগে তখন তার উপত্যকার উপর-নিচ কোন কিছুই খেয়াল থাকে না।

উপসংহার :

সুন্নাতের সুবাসিত বাগিচায় এক চক্কর লাগানো এবং মানুষের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনে নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক গৃহীত পথ ও পদ্ধতি জানার পর এবং আলোচ্য বিষয় শেষ করার আগে নিম্নের কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা ভাল হবে।

ভুল শুধরানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয বা আবশ্যিক বিষয়। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী 'কল্যাণ কামনাই দ্বীন' এবং অন্যায় অবৈধ কাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এটাই সমগ্র ফরয নয়। কেননা দ্বীন শুধু অন্যায়ের নিষেধের নাম নয়, বরং ন্যায় ও সৎকর্মের আদেশও তার দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত।

তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ শুধুই ভুল সংশোধনকে বলে না। এটা বরং দ্বীনের মৌলিক বিষয়াবলী ও শরী'আতের বিধানাবলী বুঝানো, শেখানো ও প্রচার-প্রসারের নাম। একই সাথে নেতৃত্বদান, ওয়ায-নছীহত, ঘটনা, কাহিনী ইত্যাদির সাহায্যে তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ যাতে মানুষের অন্তরে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায় সেজন্য বিভিন্ন পন্থা ও মাধ্যম ব্যবহার করাও তারবিয়াত। এখান থেকেই অনেক মাতা, পিতা, শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কের তারবিয়াতের ক্ষেত্রে ত্রুটি বেরিয়ে আসে। তারা ভুল সংশোধন ও বিচ্যুতির পেছনে সময় ব্যয় করতে বড়ই তৎপরতা দেখান। কিন্তু প্রথমেই যে তাদের দ্বীনের মৌলিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া দরকার এবং ভুল ও বিচ্যুতির কারণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বের করা প্রয়োজন সেদিকে তারা যান না। এগুলো করা হ'লে ভুল ও বিচ্যুতি ঘটত না, আর ঘটলেও তার মাত্রা হ'ত স্বল্প।

আমাদের আগের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে ভুলের ক্ষেত্রে মহানবী (ছাঃ) স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশ ভেদে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সুতরাং যার বুঝ সমঝ ভাল আছে এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে চায় সে যেন বর্ণিত অবস্থান ও ঘটনাবলীর ভিত্তিতে ভুল সংশোধনে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয় এবং দৃষ্টান্তের সাথে দৃষ্টান্ত ও উপমার সঙ্গে উপমা মিলিয়ে কাজ করে।

কথা এখানেই শেষ। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক পথ জানিয়ে দেন; আমাদের নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন; আমাদেরকে ভালর চাবি বানান, মন্দের তালা করেন এবং আমাদেরকে ও আমাদের মাধ্যমে অন্যদেরকে সুপথ দান করেন। তিনিই সর্বশ্রোতা, নিকটজন, সাড়াদানকারী। তিনি কতই না ভাল অভিভাবক এবং কতই না ভাল সাহায্যকারী! তিনিই সোজাপথের উপর স্থির রাখার অধিকারী!

আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করুন নিরক্ষর নবী, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সকল ছাহাবীর উপর, আর সকল প্রশংসা তো আল্লাহ্‌রই। যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

২৩. *বুখারী হা/৫২২৫; মিশকাত হা/২৯৪০।*

কুরবানীর মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) চুল-নখ না কাটা : উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[১]

(২) কুরবানীর পশু : এটা তিন প্রকার- উট, গরু ও ছাগল। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি। এগুলির বাইরে অন্য পশু দিয়ে কুরবানী করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না। তবে অনেক বিদ্বান গরুর উপরে ক্বিয়াস করে মহিষ দ্বারা কুরবানী জায়েয বলেছেন।[২] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'উপরে বর্ণিত পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হবে না'।[৩] কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হ'তে হবে। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। যথা- স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[৪] তবে নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে'।[৫]

উল্লেখ্য যে, খাসি করা কোন খুঁৎ নয় এবং খাসি কুরবানীতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) নিজে খাসি কুরবানী করেছেন।[৬]

(৩) 'মুসিন্নাহ' দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[৭] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' হিসাবে গণ্য করেছেন।[৮]

'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয়।[৯] কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

(৪) নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু :

(ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ...অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, بِسْمِ اللهِ أَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ وَّمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ– 'আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[১০]

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيْرَةً... 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[১১] আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরিবারপিছু একটি করে বকরী কুরবানীর রেওয়াজ দিল *(তিরমিযী হা/১৫০৫)*। ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের বখীল বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় মুক্বীম অবস্থায় নিজ পরিবার ও উম্মতের পক্ষ হ'তে দু'টি করে 'খাসি' এবং হজ্জের সফরে গরু ও উট কুরবানী করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫৩)*। অতএব একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট। এক পিতার সন্তান হ'লেও পৃথকান্ন হ'লে তারা পৃথক পরিবার হিসাবে গণ্য হবেন। তবে তারা পৃথক কুরবানীর জন্য পিতাকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, সাত ভাগা কুরবানীর হাদীছ সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট, মুক্বীম অবস্থায় এটি প্রযোজ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম মুক্বীম অবস্থায় কখনো সাত ভাগা কুরবানী করেননি। অনেকে ৩ বা ৫ ভাগে কুরবানী করেন, যা আদৌ শরী'আতসম্মত নয়।

(৫) 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[১২] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা

---

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯; নাসাঈ, মির'আত হা/১৪৭৪-এর ব্যাখ্যা, ৫/৮৬।*
২. *আন'আম ১৪৪-৪৫; মির'আত ৫/৮১ পৃঃ।*
৩. *কিতাবুল উম্ম (বৈরূত ছাপা : তারিখ বিহীন) ২/২২৩ পৃঃ।*
৪. *মুওয়াত্ত্বা, তিরমিযী প্রভৃতি মিশকাত হা/১৪৬৫, ১৪৬৩, ১৪৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো ছাপা : ১৪১২/১৯৯২) ২/৩০ পৃঃ।*
৫. ***মির'আত ৫/৯৯ পৃঃ।***
৬. *ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; ইরওয়া হা/১১৩৮, সনদ ছহীহ।*
৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৫; নাসাঈ তা'লীক্বাত সহ ২/১৯৬ পৃঃ।*
৮. *মির'আত (লাক্ষ্ণৌ) ২/৩৫৩ পৃঃ; ঐ, (বেনারস) ৫/৮০ পৃঃ।*
৯. *মির'আত, ২/৩৫২ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৮-৭৯ পৃঃ।*
১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪।*
১১. *তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৭৮। হাদীছটির সনদ 'শক্তিশালী' ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১০/৬ পৃঃ; সনদ 'হাসান' আলবানী, ছহীহ নাসাঈ (বৈরূত : ১৯৮৮), হা/৩৯৪০।*
১২. *বুরহানুদ্দীন মারগীনানী, হেদায়া (দিল্লী : ১৩৫৮ হিঃ) 'কুরবানী' অধ্যায় ৪/৪৩৩; আশরাফ আলী থানভী, বেহেশতী জেওর (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম মুদ্রণ ১৯৯০) 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃঃ।*

করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[১৩]

(৬) কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলক্বুম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' বলে অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়।[১৪] কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন। যবহকারী বাম হাত দ্বারা পশুর চোয়াল চেপে ধরতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে যবহ করেছেন। অন্যের দ্বারা যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম। ১০, ১১, ১২ যিলহাজ্জ তিন দিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে।[১৫] অনেক ছাহাবী ও বিদ্বানগণ ১৩ তারিখেও জায়েয বলেছেন।[১৬]

(৭) ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[১৭]

(৮) যবহকালীন দো'আ : (১) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ সর্বোচ্চ) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)।

এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন, 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় দরূদ পাঠ করা মাকরূহ'।[১৮] (৩) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[১৯]

(৯) গোশত বণ্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই।[২০] কুরবানীর গোশত যত দিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[২১] অমুসলিম দরিদ্র প্রতিবেশীকেও দেওয়া যায়।[২২]

(১০) মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। মৃত ব্যক্তিগণ পরিবারের সদস্য থাকেন না এবং তাদের উপরে শরী'আত প্রযোজ্য নয়। অথচ কুরবানী হয় জীবিত ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষ হ'তে। এক্ষণে যদি কেউ মৃতের নামে কুরবানী করেন, তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে।[২৩]

(১১) কুরবানীর গোশত বিক্রি করা নিষেধ। তবে তার চামড়া বিক্রি করে[২৪] শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে ব্যয় করবে *(তওবা ৬০)*। অনেকে কুরবানীর গোশত ফ্রিজে জমা করে পরবর্তীতে কমদামে বিক্রি করেন। এগুলি প্রতারণা মাত্র। বরং তা অন্যদের মধ্যে ছাদাক্বা বা হাদিয়া হিসাবে বিতরণ করে দিতে হবে। অথবা নিজে রেখে যতদিন খুশী খাবে। কুরবানী আল্লাহ্র মেযবানী। অতএব এর গোশত নিয়ে ব্যবসা করা বৈধ নয়।

(১২) কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[২৫]

(১৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[২৬] তিনি কুরবানীর পশুর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন।[২৭]

(১৫) কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। আল্লাহ্র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।[২৮]

(১৬) কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[২৯] অতএব ঋণ থাকলে সেটা পরিশোধ করাই যরূরী। তবে দাতার সম্মতিতে ঋণ দেরীতে পরিশোধ করে কুরবানী দেওয়ায় কোন বাধা নেই। *[বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন, 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই]*

---

১৩. *নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃঃ।*
১৪. *সুবুলুস সালাম, ৪/১৭৭ পৃঃ; মির'আত ২/৩৫১; ঐ, ৫/৭৫ প্রভৃতি।*
১৫. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০ পৃঃ।*
১৬. *মির'আত ৫/১০৬-১০৯।*
১৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৭২; মুসলিম, নায়ল ৬/২৪৮-২৪৯ পৃঃ।*
১৮. *মির'আত ২/৩৫০ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৪ পৃঃ।*
১৯. *ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বৈরূত ছাপা : তারিখ বিহীন), ১১/১১৭ পৃঃ।*
২০. *মির'আত ৫/১২০।*
২১. *তিরমিযী হা/১৫১০; আহমাদ হা/২৬৪৫৮, সনদ হাসান।*
২২. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮।*
২৩. *তিরমিযী তুহফা সহ, হা/১৫২৮, ৫/৭৯ পৃঃ; মির'আত ৫/৯৪ পৃঃ।*
২৪. *আহমাদ, মির'আত ৫/১২১; আল-মুগনী ১১/১১১ পৃঃ।*
২৫. *আল-মুগনী, ১১/১১০ পৃঃ।*
২৬. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী, মিশকাত, হা/১৪৪০, সনদ ছহীহ।*
২৭. *আহমাদ হা/২৩০৩৪, সনদ হাসান; নায়লুল আওত্বার ৪/২৪১।*
২৮. *মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ২৬/৩০৪; মুগনী, ১১/৯৪-৯৫ পৃঃ।*
২৯. *বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৩৯; মির'আত ৫/৭২-৭৩।*

হজ্জ : গুরুত্ব ও ফযীলত

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

ভূমিকা :

হজ্জ ইসলামের অন্যতম রুকন ও ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। এটি একটি ফরয ইবাদত। যা সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের উপর ফরয। এর গুরুত্ব যেমন অপরিসীম তেমনি ফযীলতও সীমাহীন। পৃথিবীতে যত নেক আমল রয়েছে তন্মধ্যে হজ্জ শ্রেষ্ঠতম। রাসূল (ছাঃ) অন্য সকল আমলের উপর হজ্জের মর্যাদাকে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের দূরত্বের সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ পালনকারীকে গুনাহমুক্ত নবজাতকের ন্যায় বলা হয়েছে। কবুল হজ্জের পুরস্কার জান্নাত। হজ্জের প্রতিটি কর্ম সম্পাদনের জন্য রয়েছে পৃথক ফযীলত ও মর্যাদা। এই ইবাদতের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম একত্রিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। নিম্নে হজ্জের গুরুত্ব ও ফযীলত আলোচনা করা হ'ল।-

কুরআনের আলোকে হজ্জের গুরুত্ব :

ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের মত হজ্জ পালন করা সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের উপর ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 'আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা ঐ ব্যক্তির উপর ফরয করা হ'ল, যার এখানে আসার সামর্থ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে (সে জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ জগদ্বাসী থেকে মুখাপেক্ষীহীন' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*। এটিই হজ্জ ফরয হওয়ার মূল দলীল।[১] তিনি আরো বলেন, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ 'আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর। কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহ'লে যা সহজলভ্য হয়, তাই কুরবানী কর' *(বাক্বারাহ ২/১৯৬)*। এ আয়াতটি হজ্জ ফরয হওয়ার পাশাপাশি ওমরাহ ফরয হওয়ারও দাবী রাখে, যে ব্যাপারে অধিকাংশ ছাহাবী ও ওলামায়ে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২] অন্যত্র তিনি বলেন,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ-

'আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ'তে। যাতে তারা তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণের জন্য সেখানে উপস্থিত হ'তে পারে এবং রিযিক হিসাবে তাদের দেওয়া গবাদিপশুসমূহ যবেহ করার সময় নির্দিষ্ট দিনগুলিতে তাদের উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পারে' *(হজ্জ ২২/২৭-২৮)*। অত্র আয়াতসমূহে হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

হাদীছের আলোকে হজ্জের গুরুত্ব :

হজ্জের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদীছ নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. متفق عليه-

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত (১) তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা এ মর্মে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল (২) ছালাত কায়েম করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) হজ্জ সম্পাদন করা ও (৫) রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[৩]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ : ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বললেন, 'হে জনগণ! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ সম্পাদন কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা কি প্রতি বছর? তিনি নীরব থাকলেন এবং সে তিনবার কথাটি বলল। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি হ্যাঁ বললে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে (প্রতি বছরের জন্য) অথচ তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা আমাকে ততটুকু কথার উপর থাকতে দাও যতটুকু আমি তোমাদের জন্য বলি। কারণ তোমাদের পুর্বেকার লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নবীদের সাথে বিরোধিতার কারণে ধ্বংস

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *তাফসীরে ইবনু কাছীর ২/৮১, অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

২. *তাফসীরে ইবনু কাছীর ১/৫৩০-৫৩১, অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

৩. *বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪।*

হয়েছে। অতএব আমি তোমাদের যখন কোন কিছু করার নির্দেশ দেই, তোমরা তা যথাসাধ্য পালন কর এবং যখন তোমাদের কোন কিছু করতে নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ কর'।[৪] এ হাদীছটি স্পষ্টভাবে জীবনে একবার হজ্জ ফরয হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! الْحَجُّ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ : بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ–

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আকরা' বিন হাবেস নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছর ফরয না জীবনে একবারই ফরয? তিনি বললেন, না বরং হজ্জ জীবনে একবার ফরয। যে অধিক করবে তা তার জন্য নফল হবে'।[৫]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيَحُجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ –

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজূজ ও মাজূজ বের হওয়ার পরও বায়তুল্লাহ্র হজ্জ ও ওমরাহ পালিত হবে'।[৬] হজ্জ এমন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যে, পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতেও তা সম্পাদন করতে হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ 'বায়তুল্লাহ্র হজ্জ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না'।[৭]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ–

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে সে যেন অবিলম্বে তা আদায় করে। কারণ মানুষ কখনও অসুস্থ হয়ে যায়, কখনও প্রয়োজনীয় জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কখনও অপরিহার্য প্রয়োজন সামনে এসে যায়।[৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِى الْفَرِيْضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِى مَا يَعْرِضُ لَهُ 'তোমরা দ্রুত ফরয হজ্জ সম্পাদন কর। কারণ তোমাদের কেউ জানে না কখন অপরিহার্য প্রয়োজন সামনে এসে যায়'।[৯] ইবাদত হিসাবে হজ্জ অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় রাসূল (ছাঃ) তা দ্রুত সম্পাদন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ওমর (রাঃ) বলেন, যাদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ সম্পাদন করবে না তারা ইহূদী ও নাছারা অবস্থায় মারা যাবে'।[১০] এর দ্বারা হজ্জের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে এবং ফরয ত্যাগকারীদেরকে হুমকী দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তারা অমুসলিম হয়ে যাবে'।[১১]

হজ্জের ফযীলত :

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম মিল্লাতের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। উদ্দেশ্য স্বীয় বান্দাদের ক্ষমা করে তাদেরকে জান্নাতের সুখময় স্থান দান করা। আর তিনি হজ্জের প্রতিটি কর্ম সম্পাদনের জন্য পৃথক পৃথক ফযীলতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নের প্রেক্ষিতে হজ্জের ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। সেগুলো নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

হজ্জ পালনকারী নবজাতকের ন্যায় গুনাহমুক্ত :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ حَجَّ لِلَّهِ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে। যার মধ্যে সে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কার্য করেনি, সে হজ্জ হ'তে ফিরবে সেদিনের ন্যায় (নিষ্পাপ অবস্থায়) যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন'।[১২] অর্থাৎ সে কাবীরা-ছাগীরা, প্রকাশ্য-গোপনীয় সকল গুনাহ থেকে ঐরূপ মুক্ত হয়ে ফিরে আসে। যেরূপ একজন শিশু গুনাহ মুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে।[১৩]

হজ্জের একমাত্র প্রতিদান জান্নাত :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ওমরাহ অপর ওমরাহ পর্যন্ত সময়ের (ছগীরা গুনাহের) কাফফারা স্বরূপ। আর জান্নাতই হ'ল কবুল হজ্জের একমাত্র প্রতিদান'।[১৪] 'হজ্জে মাবরূর' বা কবুল হজ্জ বলতে ঐ হজ্জকে বুঝায়, যে হজ্জে কোন গোনাহ করা হয়নি এবং যে হজ্জের আরকান-আহকাম সবকিছু (ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক)

৪. *মুসলিম হা/১৩৩৭; মিশকাত হা/২৫০৫; ইরওয়া হা/৯৮০।*
৫. *আবুদাউদ হা/১৭২১; ইবনু মাজাহ হা/২৮৮৬;আহমাদ হা/২৬৪২; দারেমী হা/১৭৮৮, সনদ ছহীহ।*
৬. *বুখারী হা/১৫৯৩; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৬৮।*
৭. *বুখারী হা/১৫৯৩; ইবনু হিব্বান হা/৬৭৫০; ছহীহাহ হা/২৪৩০।*
৮. *ইবনু মাজাহ হা/২৮৮৩; আবুদাউদ হা/১৭৩২; ছহীহুল জামে' হা/৬০০৪।*
৯. *আহমাদ হা/২৮৬৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১১১; ইরওয়া হা/৯৯০।*
১০. *বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৮৪৪৪; ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৪৬৭০; আবু নাঈম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৯/২৫২, সনদ ছহীহ।*
১১. *শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৭/৮।*
১২. *বুখারী হা/১৫২১; মুসলিম হা/১৩৫০; মিশকাত হা/২৫০৭।*
১৩. *ইবনু হাজার, ফাতহুলবারী ৩/৩৮২।*
১৪. *বুখারী হা/১৭৭৩; মুসলিম হা/১৩৪৯; মিশকাত হা/২৫০৮।*

পরিপূর্ণভাবে আদায় করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত হজ্জ থেকে ফিরে আসার পরে পূর্বের চেয়ে উত্তম হওয়া এবং পূর্বের গোনাহে পুনরায় লিপ্ত না হওয়া কবুল হজ্জের বাহ্যিক নিদর্শন হিসাবে গণ্য হয়'।[১৫] আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন, ...سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى ضُلاَّلاً، 'হে লোকসকল! সত্বর তোমরা তোমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। অতএব সাবধান! তোমরা আজকের দিনের পর যেন পুনরায় পথভ্রষ্ট হয়ো না'।[১৬]

হজ্জ পূর্ববর্তী গুনাহকে ধ্বংস করে দেয় :

عَنِ ابْنِ شَمَاسَةَ الْمَهْرِىِّ، قَالَ حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، فَبَكَى طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، وَقَالَ : فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإِسْلاَمَ فِيْ قَلْبِيْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ابْسُطْ يَمِيْنَكَ لأُبَايِعَكَ، فَبَسَطَ يَدَهُ، فَقَبَضْتُ يَدِيْ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ : تَشْتَرِطُ مَاذَا؟ قَالَ : أَنْ يُغْفَرَ لِيْ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهَدَّمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ-

ইবনু শামাসা আল-মাহরী (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে দেখতে উপস্থিত হ'লাম। তখন তিনি দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদলেন এবং দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম যে, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, যাতে আমি বায়'আত করতে পারি। রাসূল (ছাঃ) তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, কি ব্যাপার হে আমর? আমি বললাম, আমি শর্ত করতে চাই। তিনি বললেন, কি শর্ত করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহ যেন আমার (পিছনের সব) গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি বললেন, হে আমর! তুমি কি জান না, 'ইসলাম' তার পূর্বেকার সকল পাপ বিদূরিত করে দেয় এবং 'হিজরত' তার পূর্বেকার সকল কিছুকে বিনাশ করে দেয়। একইভাবে 'হজ্জ' তার পূর্বের সবকিছুকে বিনষ্ট করে দেয়'?[১৭]

হাজীর সম্মানে পাথর, বৃক্ষরাজি, মাটি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّى إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا-

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন মুসলিম তালবিয়া পাঠ করে তখন তার ডান ও বামে পাথর, বৃক্ষরাজি, মাটি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে। এমনকি পৃথিবীর এ প্রান্ত হ'তে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত (তালবিয়া পাঠকারীদের দ্বারা) পূর্ণ হয়ে যায়'।[১৮]

হজ্জ দরিদ্রতা ও গোনাহ সমূহ বিদূরিত করে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ –

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা হজ্জ ও ওমরাহ্র মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখো (অর্থাৎ সাথে সাথে কর)। কেননা এ দু'টি মুমিনের দরিদ্রতা ও গোনাহ সমূহ দূর করে দেয়, যেমন (কামারের আগুনের) হাপর লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা দূর করে দেয়। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়'।[১৯]

শ্রেষ্ঠ জিহাদ হজ্জ :

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رضى الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَلاَ نَغْزُوْا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ : لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُوْرٌ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم-

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ ও জিহাদে অংশগ্রহণ করব না? তিনি বললেন, তোমাদের জন্য উত্তম ও উৎকৃষ্ট জিহাদ হ'ল হজ্জ, কবূল হজ্জ। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হ'তে এ কথা শোনার পর আমি আর কখনো হজ্জ ছাড়ব না'।[২০] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মহিলাদের উপরে 'জিহাদ' আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। তবে সেখানে যুদ্ধ

১৫. *ফৎহুল বারী ৩/৪৪৬; হা/১৫১৯-এর ব্যাখ্যা।*
১৬. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৫৯; *শারহুন নববী আলা মুসলিম ৯/১১৯, ১৩৪৯ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
১৭. *মুসলিম হা/১২১; ইবনু হিব্বান হা/২৫১৫; মিশকাত হা/২৮।*
১৮. *তিরমিযী হা/৮২৮; মিশকাত হা/২৫৫০; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৭০।*
১৯. *তিরমিযী হা/৮১০; নাসাঈ হা/২৬৩০; মিশকাত হা/২৫২৪; ছহীহাহ হা/১২০০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১০৫।*
২০. *বুখারী হা/১৮৬১; আহমাদ হা/২৫৫৮৪১; মিশকাত হা/২৫৩৪।*

নেই। সেটি হ'ল হজ্জ ও ওমরাহ'।[২১] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ 'বড়, ছোট, দুর্বল ও মহিলা সকলের জন্য জিহাদ হ'ল হজ্জ ও ওমরাহ'।[২২] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! إِنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّيْ ضَعِيفٌ، فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيْهِ: الْحَجِّ 'আমি তো ভীতু এবং দুর্বল (আর আমার উপর জিহাদ ফরয)। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ছুটে এসো এমন এক জিহাদের দিকে যেখানে কোন কষ্ট নেই। আর তা হ'ল হজ্জ'।[২৩]

অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল হজ্জ :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِه. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ: جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ : حَجٌّ مَبْرُوْرٌ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'শ্রেষ্ঠ আমল হ'ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান আনা। বলা হ'ল, তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হ'ল, তারপর কি? তিনি বললেন, কবুল হজ্জ'।[২৪] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, الإِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ ثُمَّ الْجِهَادُ ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا 'শ্রেষ্ঠ আমল হ'ল এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। অতঃপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। অতঃপর কবুল হজ্জ। যা সকল আমলের উপর এমন মর্যাদাবান যেমন পূর্ব দিগন্ত ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে দূরত্ব রয়েছে'।[২৫]

হাজীগণ আল্লাহর মেহমান :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ: الْغَازِيْ، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর মেহমান হ'ল তিনটি দল- আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী, হজ্জকারী ও ওমরাহ্কারী'।[২৬] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ 'হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীগণ আল্লাহর মেহমান। তারা দো'আ করলে তিনি কবুল করেন। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন'।[২৭] অপর বর্ণনায় রয়েছে, 'তারা কোন কিছু চাইলে তিনি তা দেন'।[২৮]

ফেরেশতাদের সামনে হাজীদের প্রশংসা :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আরাফার দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন আল্লাহ এত অধিক পরিমাণ লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন না। ঐদিন আল্লাহ নিকটবর্তী হন। অতঃপর আরাফাহ ময়দানের হাজীদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করেন ও বলেন, দেখ ঐ লোকেরা কি চায়'?[২৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'ওরা আল্লাহ্র মেহমান। আল্লাহ ওদের ডেকেছেন তাই ওরা এসেছে। এখন ওরা চাইবে আর আল্লাহ তা দিয়ে দিবেন'।[৩০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ 'শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল আরাফাহ দিবসের দো'আ'।[৩১]

হজ্জের নিয়তকারীগণ কোন কারণে হজ্জ করতে সক্ষম না হ'লেও নেকী পাবে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِيْ طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِيْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জ, ওমরাহ কিংবা জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হ'ল এবং রাস্তায় মৃত্যুবরণ করল, আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ নেকী লিখে দিবেন'।[৩২]

হজ্জে মৃত্যুবরণকারীগণ ক্বিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠবে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ

---

২১. *ইবনু মাজাহ হা/২৯০১; মিশকাত হা/২৫৩৪; ইরওয়া হা/৯৮১;ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৯৯।*
২২. *নাসাঈ হা/২৬২৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১০০।*
২৩. *মু'জামুল কাবীর হা/২৯১০, আওসাত্ব হা/৪২৮৭; ছহীহুল জামে' হা/৭০৪৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৯৮।*
২৪. *বুখারী হা/১৫১৯; মুসলিম হা/৮৩; মিশকাত হা/২৫০৬।*
২৫. *আহমাদ হা/১৯০৩২; মু'জামুল কাবীর হা/৮০৯; ছহীহুল জামে' হা/১০৯১; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১০৩।*
২৬. *নাসাঈ হা/২৬২৫; ছহীহুল জামে' হা/৭১১২; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১০৯; মিশকাত হা/২৫৩৭।*
২৭. *ইবনু মাজাহ হা/২৮৯২; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১০৯; মিশকাত হা/২৫৩৬।*
২৮. *ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৩; ছহীহাহ হা/১৮২০; ছহীহুল জামে' হা/৪১৭১; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১০৭।*
২৯. *মুসলিম হা/১৩৪৮; মিশকাত হা/২৫৯৪; ছহীহাহ হা/২৫৫১।*
৩০. *ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৩; ছহীহাহ হা/১৮২০।*
৩১. *তিরমিযী হা/৩৫৮৫; মিশকাত হা/২৫৯৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৩৬; ছাহীহাহ হা/১৫০৩।*
৩২. *বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৪১০০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১১৪; ছহীহাহ হা/২৫৫৩ ; মিশকাত হা/২৫৩৯।*

فَأَقْصَعَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে আরাফাতে অবস্থান কালে অকস্মাৎ সে তার সওয়ারী হ'তে পড়ে যান। এতে তাঁর ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেন, ঘাড় মটকে দিল। (যাতে তিনি মারা গেলেন)। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দু'কাপড়ে তাঁকে কাফন দাও; তাঁকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মস্তক আবৃত করবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাঁকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উত্থিত করবেন'।[৩৩]

হাজীদের প্রতিটি পদচারণায় নেকী অর্জিত হয় ও গুনাহ বিদূরীত হয় :

عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوْعًا لاَ يَضَعُ قَدَمًا، وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى، إِلاَّ حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِها حسنة، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً-

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র সাতটি ত্বাওয়াফ করবে, এই সময় প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ তার জন্য একটি করে নেকী লিখেন এবং একটি গুনাহ বিদূরীত করেন এবং একগুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।[৩৪]

হজ্জের প্রতিটি বিধান সম্পাদনের জন্য পৃথক মর্যাদা ও নেকী:

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মিনার মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় একজন আনছার ও ছাক্বীফ গোত্রের একজন লোক এসে সালাম দিল। অতঃপর বিভিন্ন প্রশ্ন করল... তাদের জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যখন বায়তুল হারাম তাওয়াফের উদ্দেশ্যে বের হও, তোমার এবং তোমার উটের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ তার জন্য একটি করে নেকী লিখেন এবং তোমার থেকে একটি গুনাহ মিটিয়ে দেন। তওয়াফের পর তোমার দু'রাক'আত ছালাত আদায় বানী ইসমাঈল গোত্রের একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য। এরপর ছাফা-মারওয়ায় সাঈ করা সত্তরটি গোলাম মুক্ত করার সমতুল্য। তোমার সন্ধ্যায় আরাফায় অবস্থান করা- এই দিন আল্লাহ তা'আলা প্রথম আকাশে নেমে আসেন এবং ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করে বলেন, আমার বান্দারা দূর-দূরান্ত হ'তে এলোমেলো হয়ে আমার নিকট এসেছে। তারা আমার রহমতের প্রত্যাশা করে। যদি তোমাদের গুনাহ বালির পরিমাণ বা বৃষ্টির ফোঁটা বা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণও হয় তবুও আমি তা ক্ষমা করে দিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কল্যাণের দিকে ধাবিত হও, তোমাদের জন্য ক্ষমা রয়েছে। তাদের জন্যও ক্ষমা রয়েছে যাদের জন্য তোমরা সুফারিশ করবে। আর তোমার প্রতিটি নিক্ষিপ্ত কংকর যা তুমি নিক্ষেপ কর তা ধ্বংসাত্মক আমলের জন্য কাফফারা স্বরূপ। আর তোমার কুরবানীটি আল্লাহ্র নিকট তোমার জন্য ভাণ্ডার। আর তোমার মাথা মুণ্ডন যার প্রতিটি চুলের বিনিময়ে তোমার জন্য রয়েছে একটি নেকী এবং এর মাধ্যমে তোমার একটি গুনাহ বিদূরীত হবে। আর তোমার বায়তুল্লাহ্র বিদায়ী তওয়াফ যেটি তুমি করবে, এতে তোমার কোন গুনাহ থাকবে না। ফেরেশতা এসে তোমার কাঁধে হাত রেখে বলবে, ভবিষ্যতের জন্য তুমি আমল করতে থাক, কারণ তোমার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে'।[৩৫]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ আরাফার ময়দানে ফেরেশতাদের বলবেন, আমার বান্দারা কি উদ্দেশ্যে এসেছে? তারা বলে, তারা আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের প্রত্যাশা করে। তখন আল্লাহ বলেন, আমার নিজের ও সৃষ্টি জগতের কসম করে বলছি, যুগের পর যুগ, বৃষ্টির ফোটা এবং বালির পরিমাণ অসংখ্য বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর তোমার কংকর নিক্ষেপের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর কোন ব্যক্তি জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কি জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যা করত, তার বিনিময় স্বরূপ' *(সাজদাহ ৩২/১৭)*। আর তোমার মাথা মুণ্ডন- তোমার যে চুলটি মাটিতে নিক্ষিপ্ত হয় সেটি ক্বিয়ামতের দিন তোমার জন্য আলোকবর্তিকায় পরিণত হবে। আর তোমার কা'বার বিদায়ী তওয়াফে তুমি গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হবে যেমন তোমার মা তোমাকে গুনাহ মুক্ত অবস্থায় জন্ম দিয়েছে'।[৩৬]

বায়তুল্লাহ তাওয়াফের ফযীলত :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করবে ও শেষে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, সে যেন একটি গোলাম আযাদ করল'।[৩৭] তিনি বলেন, 'তাওয়াফ হ'ল ছালাতের ন্যায়। তবে এই সময় প্রয়োজনে যৎসামান্য নেকীর কথা বলা যাবে'।[৩৮]

হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার ফযীলত :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَسْحَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ يَحُطَّانِ الْخَطَايَا حَطًّا-

৩৩. *বুখারী হা/১২৬৬; মুসলিম হা/১২০৬; মিশকাত হা/১৬৩৭।*
৩৪. *ইবনু হিব্বান হা/৩৬৯৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৪৩; মিশকাত হা/২৫২৮।*
৩৫. *মু'জামুল আওসাত্ব হা/২৩২০; বাযযার হা/৬১৭৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১১২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৫৬৪৮, সনদ হাসান।*
৩৬. *মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৫৬৫১; মু'জামুল আওসাত্ব হা/২৩২০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১১৩।*
৩৭. *ইবনু মাজাহ হা/২৯৫৬; ছহীহাহ হা/২৭২৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৭৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৪২।*
৩৮. *তিরমিযী হা/৯৬০; মিশকাত হা/২৫৭৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৪১।*

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্পর্শ করবে, এ দু'টি তার সমস্ত গোনাহ ঝরিয়ে দিবে'।[৩৯] তিনি হাজারে আসওয়াদের ব্যাপারে আরো বলেন, وَاللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ 'আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন হাজারে আসওয়াদকে উঠাবেন এমন অবস্থায় যে, তার দু'টি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখবে ও একটি যবান থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং ঐ ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দিবে, যে ব্যক্তি খালেছ অন্তরে তাকে স্পর্শ করেছে'।[৪০] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِى آدَمَ 'হাজারে আসওয়াদ' প্রথমে দুধের চেয়েও সাদা অবস্থায় জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর বনু আদমের পাপ সমূহ তাকে কালো করে দেয়'।[৪১]

রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوْتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُوْرَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُوْرَهُمَا لأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ– 'রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীম দু'টি জান্নাতী ইয়াকূত পাথর। আল্লাহ এ দু'টির আলোকে নির্বাপিত করেছেন। যদি তিনি নির্বাপিত না করতেন তাহ'লে এ দু'টির মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান (পৃথিবী) আলোকিত হয়ে যেত'।[৪২]

অন্যত্র রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ، وَلَوْلاَ مَا مَسَّهُما مِنْ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا مَسَّهُما مِنْ ذِي عَاهَةٍ وَلاَ سَقِيمٍ إِلاَّ شُفِيَ 'রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীম দু'টি জান্নাতের ইয়াকূত পাথর। যদি আদম সন্তানের গুনাহ এ দু'টিকে স্পর্শ না করত, তাহ'লে এ দু'টির মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান (পৃথিবী) আলোকিত হয়ে যেত। আর যদি কোন দৈহিক বা মানসিক রোগী এ দু'টিকে স্পর্শ করে তাহ'লে তাকে সুস্থতা দান করা হবে'।[৪৩]

উল্লেখ্য, পাথরের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। আমরা কেবলমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপর আমল করব। যেমন ওমর ফারূক (রাঃ) উক্ত পাথরে চুমু দেওয়ার সময় বলেছিলেন, إِنِّىْ لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ، وَلَوْلاَ أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، 'আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। তুমি কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারো না। তবে আমি যদি আল্লাহ্র রাসূলকে না দেখতাম তোমাকে চুমু দিতে, তাহ'লে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না'।[৪৪] ওমর ফারূক (রাঃ) উক্ত পাথরে চুমু খেয়েছেন ও কেঁদেছেন'।[৪৫]

যমযমের পানি পান করার ফযীলত :

ত্বাওয়াফ শেষে দু'রাক'আত ছালাতান্তে মাত্বাফ থেকে বেরিয়ে পাশেই যমযম কুয়া। সেখানে গিয়ে যমযমের পানি *বিসমিল্লাহ* বলে দাঁড়িয়ে পান করবে ও কিছুটা মাথায় দিবে।[৪৬] যমযমের পানি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، وَفِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ، وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ– 'ভূপৃষ্ঠে সেরা পানি হ'ল যমযমের পানি। এর মধ্যে রয়েছে পুষ্টিকর খাদ্য এবং রোগ মুক্তি'।[৪৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ 'এটি বরকত মণ্ডিত'।[৪৮] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'এই পানি কোন রোগ থেকে আরোগ্যের উদ্দেশ্যে পান করলে তোমাকে আল্লাহ আরোগ্য দান করবেন। এটি পানের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আল্লাহ তোমাকে আশ্রয় দিবেন। আর তুমি এটা পরিতৃপ্তি বা পিপাসা মিটানোর জন্য পান করলে আল্লাহ সেটিই করবেন'।[৪৯] রাসূল (ছাঃ) যমযমের পানি বহন করে নিয়ে যেতেন। অতঃপর রোগীদের মাথায় ঢালতেন এবং তাদের পান করাতেন।[৫০] বস্তুতঃ যমযম হ'ল আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে সৃষ্ট এক অলৌকিক কুয়া। যা শিশু ইসমাঈল ও তাঁর মা হাজেরার জীবন রক্ষার্থে এবং পরবর্তীতে মক্কার আবাদ ও শেষনবী (ছাঃ)-এর আগমন স্থল হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছিল।

বায়তুল্লায় ছালাত আদায়ের ফযীলত :

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ–

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'অন্যত্র ছালাত আদায়ের চেয়ে আমার

৩৯. *মু'জামুল কাবীর হা/১৩৪৩৮; ছহীহুল জামে' হা/২১৯৪।*
৪০. *তিরমিযী হা/৯৬১; ইবনু মাজাহ হা/২৯৪৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২৫৭৮।*
৪১. *তিরমিযী হা/৮৭৭; মিশকাত হা/২৫৭৭; ছহীহাহ হা/২৬১৮; ছহীহুল জামে' হা/৪৪৪৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৪৬।*
৪২. *তিরমিযী হা/৮৭৮; ছহীহুল জামে' হা/১৬৩৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৪৭।*
৪৩. *বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১২৮৭,৯০১১; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৪৭।*
৪৪. *বুখারী হা/১৫৯৭; মুসলিম হা/১২৭০; মিশকাত হা/২৫৮৯।*
৪৫. *বায়হাক্বী ৫/৭৪ পৃঃ, সনদ জাইয়িদ।*
৪৬. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৬৮।*
৪৭. *ত্বাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৩৯১২; ছহীহাহ হা/১০৫৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৩২২।*
৪৮. *মুসলিম হা/২৪৭৩; আহমাদ হা/২৪৫৬৫; ছহীহাহ হা/১০৫৬।*
৪৯. *দারাকুৎনী হা/২৭৭২; হাকেম হা/১৭৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৬৪।*
৫০. *ছহীহাহ হা/৮৮৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৯৩১।*

মসজিদে (মসজিদে নববীতে) ছালাত আদায় করা এক হাযার গুণ উত্তম এবং মসজিদুল হারামে ছালাত আদায় করা অন্য মসজিদে ছালাত অপেক্ষা এক লক্ষ গুণ উত্তম'।[৫১]

উপসংহার :

হজ্জ একটি ইবাদত, যা আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিশেষ মর্যাদা লাভ করা যায়। তাই প্রত্যেকের হজ্জ পালন করা উচিত। আয়েশা (রাঃ) হজ্জের বিধান জানার পর কখনো হজ্জ ত্যাগ করেননি। হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে এর কার্যাবলী সম্পাদন করে বাড়ি ফিরা পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে পৃথক পৃথক ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, إِنَّ لَكِ مِنَ الأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ 'তোমার কষ্ট ও খরচের পরিমাণের উপর তোমার ছওয়াব প্রাপ্তি নির্ভর করবে'।[৫২] সুতরাং আমাদের উচিত হজ্জ সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি সম্পন্ন করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে এর গুরুত্ব ও ফযীলত বুঝে তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৫১. *তিরমিযী হা/৩৯১৬; আহমাদ হা/১৪৭৩৫; ইবনু মাজাহ হা/১৪০৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৩৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৭৩।*
৫২. *দারাকুৎনী হা/২৭৬২; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৪৬।*

তাওহীদ ম্যারেজ মিডিয়া

দ্বীনদার-পরহেযগার ও ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন পাত্র-পাত্রীর সন্ধান এবং বিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

রেজিস্ট্রেশনের জন্য আপনার বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত প্রেরণ করুন অথবা নির্ধারিত ফরম পূরণ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ফরম আমাদের অফিস অথবা ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করুন।

রেজিস্ট্রেশন ফী : ৫০০ টাকা

যোগাযোগের সময়
প্রতিদিন আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত

ঠিকানা

তাওহীদ ম্যারেজ মিডিয়া
নওদাপাড়া মাদরাসা (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭০৭-৬৬৬৬১৪ (বিকাশ)।
ইমেইল : tawheedmarriagemedia@gmail.com
ওয়েব লিংক : www.at-tahreek.com/tmmedia

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ **ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬**

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

স্যাটেলাইট হোমিও চিকিৎসা সেবা

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চিকিৎসা সেবা, এখন আপনার অতি কাছে।
পলিপাস/নাকের মাংস বৃদ্ধি রোগ থেকে বিনা অপারেশনে অল্প দিনের মধ্যে মুক্তি পাবেন ইনশাআল্লাহ

পলিপাস এর লক্ষণ :
* নাক প্রায় সময় বন্ধ হয়ে থাকে।
* নাক সুড়সুড় করে অনেক হাঁচী হতে থাকে।
* কান সুড়সুড়, নাকতুলু, গলার মধ্যে ভীষণ চুলকায়।
* ধুলা, ধোয়া, কুয়াশা, গন্ধ কনোটাই সহ্য হয় না।
* সার্বক্ষণিক মাথা ব্যথা।
* ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা

জটিল রোগসহ যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয় -
* যৌন * চর্ম * হাঁপানি * অর্শ্ব * মানসিক সমস্যা * প্রেসার * ডায়াবেটিস * ক্যান্সার * পুরাতন আমাশয় * মাথা ব্যথা * টিউমার * আঁচিল * কান পাকা * বাতের ব্যথা * গ্যাষ্ট্রিক * ঘন ঘন প্রস্রাব * শ্বেতপ্রদর * মাসিকের সময় ব্যথা * জন্ডিস * হার্টের পীড়া * ওভারিয়ান চিষ্ট * পিত্ত পাথরী * কিডনী পাথর * প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া * সিফিলিস * গনোরিয়া * সায়টিকা * হার্ণিয়া * এপেন্ডিসাইটিস।

সকল চিকিৎসায় কম্পিউটারাইজ পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়।

ডাঃ মোঃ সেলিম রেজা

ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা)
লেকচারার, বেসিক হোমিও মেডিকেল এন্ড ট্রেনিং
কনসালটেন্ট অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন
মোবা ঃ ০১৭১১-১০৬৪৬৬, ০১৬৭৫-২০৩০৮০।

চেম্বার-১, (ঢাকা)
২৪/৫, রাজাবাড়ী সাভার, ঢাকা
সাক্ষাতের সময় : প্রতি ইংরেজী মাসের ১৬ তারিখ

চেম্বার-২, (রাজশাহী)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), বিমান বন্দর রোড, রাজশাহী।
(আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্‌রাসা সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে ২য় তলা বিল্ডিং)
সাক্ষাতের সময় : সকাল ৯-১টা, বিকাল ৪-৯টা পর্যন্ত

E-mail : rezasalim2013@gmail.com, Skype : salim,reza263,savar203080

ইসলাম ও জঙ্গীবাদ

*মুজাহিদুল ইসলাম স্বাধীন**

কখনো তালেবান, কখনো আল-কায়েদা, কখনো জেএমবি, কখনো আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, কখনো আইএস; এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, যাদেরকে আমরা জঙ্গী গোষ্ঠী বলে জানি। সময়ের ব্যবধানে এক পর্যায়ে এদের সাময়িক পতনও হয়। কিন্তু মাঝখান দিয়ে প্রাণ হারায় অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ। গুরুতর আহত ও পঙ্গু হয় অনেকেই। ধ্বংস হয় বহু স্থাপনা। শুধু তাই নয়, প্রতিবারই সারা বিশ্বে মুসলমানদের দেখানো হয় একটা সন্ত্রাসী জাতি হিসাবে। আর এভাবেই একদল বিপথগামী চরমপন্থীদের কারণে ইসলাম, মুসলিম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। অবস্থা এখন এমন যে, জঙ্গীবাদ শব্দটি শুনলেই চোখের সামনে মুসলমানদের চেহারা ভেসে ওঠে। অথচ জঙ্গীবাদের সাথে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

কুরআন ও হাদীছের আলোকে জঙ্গীবাদ একটি ভ্রান্তপথের নাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ– 'তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ কর (তাদের বিরুদ্ধে) যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমালঙ্ঘন কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পসন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ২/১৯০)*।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মহানবী (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ থেকে। বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন সৈন্যদলকে প্রেরণ করতেন তখন বলতেন, اغْزُوْا بِاسْمِ اللهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تَمْثُلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا– 'তোমরা আল্লাহ্র নামে তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ কর। যুদ্ধ কর কিন্তু গণীমতের মাল খেয়ানত কর না। চুক্তি ভঙ্গ কর না। শত্রুর অঙ্গহানি কর না। শিশুদের হত্যা কর না'।[১]

উক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথমতঃ যুদ্ধ করতে হবে তাদের বিরুদ্ধে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। কিন্তু বর্তমানে সিংহভাগ আক্রমণই হ'ল সাধারণ মানুষদের বিরুদ্ধে। সুতরাং তাদের এহেন কর্ম ইসলাম সম্মত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর হাদীছটির প্রথম বাক্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সেই যুদ্ধটা হ'তে হবে কোন শাসকের অধীনে। কিন্তু বর্তমান সময়ে চরমপন্থী জঙ্গীরা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে যেসব যুদ্ধ করছে তা তাদের দেশের শাসকের অধীনে তো নয়ই বরং শাসকের বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করছে।

তৃতীয়তঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের সময়ে সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। আর হাদীছ থেকে জানা যায় যে, সীমালঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে শিশুদের হত্যা করা এবং উপাসনাকারীদের হত্যা করা। কিন্তু জঙ্গীরা অহরহ আত্মঘাতী বোমা হামলাসহ বিভিন্নভাবে অসংখ্য শিশু হত্যা করে চলেছে যা কখনোই ইসলাম সম্মত নয়। এছাড়াও তারা অনেক সময় বিভিন্ন উপাসনালয়ে (যেমন বিভিন্ন গীর্জা, মসজিদ ইত্যাদি) হামলা চালিয়ে উপাসনারত মুসলিম, অমুসলিমদের হত্যা করছে, যাকে সীমালঙ্ঘন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে কুরআন ও হাদীছে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا– 'যে ব্যক্তি মানুষ হত্যা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করল' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, উক্ত দু'টি বিশেষ কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করারই শামিল। কিন্তু জঙ্গীরা নিরপরাধ সাধারণ মুসলিম, অমুসলিমদের তাদের অস্ত্রের লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে যেটা কখনোই ইসলাম সম্মত হ'তে পারে না।

ইসলামে যুদ্ধের সময়েও নারী-শিশু হত্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর এক যুদ্ধে একজন নিহত মহিলাকে পাওয়া যায়। (এটা দেখে) তখন মহানবী (ছাঃ) তা অপসন্দ করেন'।[২] অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধাবস্থাতেও নারী ও শিশু হত্যাকে নিষেধ করেছেন।[৩] কিন্তু জঙ্গীরা যুদ্ধের সময় তো নয়ই বরং স্বাভাবিক অবস্থাতেও বিভিন্ন স্থানে বোমা মেরে অগণিত নারী-শিশু হত্যা করে চলেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلَّهِ 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্যে হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১৯৩; আনফাল ৮/৩৯)*। ইবনে ওমর (রাঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'তুমি কি জান ফিৎনা কী? নবী করীম (ছাঃ) যুদ্ধ করতেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। তাদের উপরে আরোপিত হওয়াটাই ছিল ফিৎনা। তোমাদের মত যুদ্ধ নয়, যা হচ্ছে শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য'।[৪]

আলোচ্য আয়াত ও হাদীছ থেকে বুঝা যায়, ইবনে ওমর (রাঃ)-এর কাছে প্রশ্নকারী ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য যুদ্ধ করাকে জায়েয মনে করত। আর ইবনে ওমর (রাঃ)

* *সরকারী কে.সি. কলেজ, ঝিনাইদহ।*

১. *মুসলিম হা/১৭৩১, মিশকাত হা/৩৯২৯।*

২. *বুখারী হা/৩০১৪; মুসলিম হা/১৭৪৪।*

৩. *বুখারী হা/৩০১৫।*

৪. *বুখারী হা/৪৬৫১, ৭০৯৫।*

সেটা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বর্তমানে জঙ্গীদের সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল উদ্দেশ্য হ'ল ঐ শাসন ক্ষমতা লাভ, যা ইসলাম সমর্থন করে না।

আরেকটি হাদীছে এসেছে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) ইয়ামান থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে সিলম বৃক্ষের পাতা দ্বারা পরিশোধিত এক প্রকার (রঙিন) চামড়ার থলেতে করে সামান্য কিছু তাজা স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। তখনও এগুলো থেকে সংযুক্ত খনিজ মাটি পরিষ্কার করা হয়নি। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) চার ব্যক্তির মধ্যে স্বর্ণখণ্ডটি বণ্টন করে দিলেন। তারা হ'লেন, উয়ায়না ইবনু বাদর, আকরা ইবনু হাবিস, যায়েদ আল-খায়ল এবং চতুর্থজন আলকামা কিংবা আমির ইবনু তুফাইল (রাঃ)। তখন ছাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন বললেন, এ স্বর্ণের ব্যাপারে তাঁদের অপেক্ষা আমরাই অধিক হকদার ছিলাম। রাবী বলেন, কথাটি রাসূল (ছাঃ) পর্যন্ত পৌঁছল। তাই রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখ না? অথচ আমি আসমানের অধিবাসীদের আস্থাভাজন, সকাল-বিকাল আমার কাছে আসমানের সংবাদ আসছে? এমন সময়ে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। লোকটির চোখ দু'টি ছিল কোটরাগত, চোয়ালের হাড় যেন বেরিয়ে পড়ছে, উঁচু কপালধারী, তার দাড়ি ছিল অতিশয় ঘন, মাথাটি ন্যাড়া, পরনের লুঙ্গি ছিল উপরের দিক উঠান। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহকে ভয় করুন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি কি বেশি হকদার নই? আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, লোকটি (এ কথা বলে) চলে যেতে লাগলে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমি কি লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না, হ'তে পারে সে ছালাত আদায় করে (বাহ্যত মুসলমান)। খালিদ (রাঃ) বললেন, অনেক ছালাত আদায়কারী এমন আছে যারা মুখে এমন এমন কথা উচ্চারণ করে যা তাদের অন্তরে নেই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমাকে মানুষের দিল ছিদ্র করে, পেট ফেঁড়ে (ঈমানের উপস্থিতি) দেখার জন্য বলা হয়নি। তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখন লোকটি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটবে যারা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করবে অথচ আল্লাহ্র বাণী তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে নিক্ষেপকৃত জন্তুর দেহ ভেদ করে তীর বেরিয়ে যায়। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমার মনে হয় রাসূল (ছাঃ) এ কথাও বলেছেন, যদি আমি তাদেরকে পাই, তাহ'লে অবশ্যই ছামূদ জাতির মতো হত্যা করব'।[৫]

হাদীছটিতে দেখা যাচ্ছে, ঐ ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলেছেন, 'আল্লাহকে ভয় করুন'। পরোক্ষভাবে ঐ ব্যক্তি এ কথাই বলেছে যে, আপনি এখন আল্লাহকে ভয় করছেন না। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শানে জঘন্য বেয়াদবী। লোকটি এ কথা বলতে পেরেছিল এ কারণে যে, সে শুধু নিজের বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই নবী করীম (ছাঃ)-এর কাজকে বিচার করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছ থেকে কোন ব্যাখ্যা চায়নি। এভাবেই সে নিজেকে সঠিক আর রাসূল (ছাঃ)-কে বেঠিক বলার মত দুঃসাহস দেখিয়েছিল।

হাদীছটিতে নবী করীম (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, পরবর্তীতে এ ধরনের লোকের আবির্ভাব ঘটবে যাদেরকে তিনি নিজে ছামূদ জাতির মত হত্যা করতে চেয়েছেন।

এবার আসুন আমরা চরমপন্থী জঙ্গীদের দিকে একটু তাকাই। এরা কেবল নিজেদেরকেই সঠিক আর তাদের বিরোধীদের বেঠিক মনে করে। শুধু তাই নয়, এরা এদের বিরোধীদের কাফের, মুরতাদ ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে হত্যা করছে। এদের কাজ হাদীছের ঐ লোকটির সাথে মিলে যায়। সুতরাং আমরা কোন সন্দেহ ছাড়াই বলতে পারি যে, বর্তমান জঙ্গী গোষ্ঠীই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সেই অভিশপ্ত দল।

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ– 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন অন্যায় দেখতে পায়, সে যেন হাত দ্বারা তা প্রতিরোধ করে। যদি এটা সম্ভব না হয়, তাহ'লে সে যেন মুখ দিয়ে (সেটা প্রতিরোধ করে)। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহ'লে যেন অন্তর দিয়ে (সেটা ঘৃণা করে)। আর এটাই হ'ল ঈমানের সর্বনিম্ন পর্যায়'।[৬]

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় অন্যায় হচ্ছে জঙ্গীবাদের মাধ্যমে ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করা। তাই মুসলিম হিসাবে আমাদের উচিত এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন-আমীন!

৫. *বুখারী হা/৪০১৩, ৩৩৪৪, ৫০৫৮।*

৬. *মুসলিম হা/৮৩; মিশকাত হা/৫১৩৭।*

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

আত্মপীড়িত তারুণ্য ও জঙ্গীবাদ

*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

চেতনার উন্মেষকাল যে বয়সে শুরু হয়, জীবন ও জগতের নানা আলো-অন্ধকার যখন চিত্তমানসের সূক্ষ্ম রাজপথে গমনাগমন শুরু করে, সে বয়সটিই হল কৈশোর-যৌবনের সম্মিলনকাল। জীবনের মোড় অনেকটাই নির্ধারিত হয়ে যায় এই ধাপটিতে এসে। দিক নির্ধারণী এই পর্যায়টিতে পরিবার ও সমাজ মিলে যে পরিপার্শ্ব, তার ভূমিকাই থাকে প্রায় শতভাগ। কখনও সেই ভূমিকা হয় ইতিবাচক, কখনওবা নেতিবাচক। আজকে যে তরুণদেরকে আমরা বিপথগামী আখ্যা দিচ্ছি, সক্রোধে জঙ্গী বলে ক্ষোভ ঝাড়ছি, তারা কিন্তু এই সমাজে আর দশজনের মতই পিতা-মাতার অপার স্নেহে, পরম মমতায় বেড়ে ওঠা সন্তান। তাদের হিংস্রতা, জঙ্গী মনস্তত্ত্ব একদিনে গড়ে উঠেনি। চলমান সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বহুলাংশে এর প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছে। মানুষ কখন চরমপন্থী হয়ে ওঠে, তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা হাযারও বিশ্লেষণ করেছেন। তবে বিশ্লেষণ ছাড়াই এটুকু বুঝা যায় যে, মানুষ যখন নিজেকে অধিকার বঞ্চিত ভাবে, সমাজকে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী মনে করতে থাকে এবং তার প্রতিকারের কোন উপায় তার জানা না থাকে, তখনই এর প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম নেয় বিচার-বুদ্ধিহীন মরিয়া পদক্ষেপ, যাকে আমরা চরমপন্থা বলছি।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি আমরা আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি; যে অত্যাচার, নির্যাতন, সহিংসতা, মিথ্যাচার, প্রতারণা, দ্বিচারিতা, অমানবিকতা, অযৌক্তিকতায় ভরা পৃথিবী আমাদের মুক্ত বিবেকের দুয়ারে প্রতি মুহূর্তে প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে, তা বিশেষতঃ আবেগী তরুণপ্রাণের পক্ষে সামাল দেয়া কঠিনই। তার বিদ্রোহী মন সর্বদা এসব থেকে পরিত্রাণের পথ খোঁজে, সমাধানের উপায় তালাশ করে। তার চিত্তমানস জুড়ে আকুলি-বিকুলি করতে থাকে হাযারো ভাবনা, পরিকল্পনা। জীবনের এই সংশয়াচ্ছন্ন বয়সটিতে যারা সঠিক শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা পেয়েছে, সঠিক মানুষদের সংস্পর্শ পেয়েছে, তারা এক সময় সমাধানের পথটি সঠিকভাবে খুঁজে নেয়। কিন্তু যারা এই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়নি, বরং কোন পথভ্রষ্ট ও স্বার্থবাদী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর খপ্পরে পড়েছে, তারা সমাধানের শুদ্ধ পন্থার পরিবর্তে সমাজবিধ্বংসী এবং আত্মবিনাশী রাস্তাকেই সমাধানের যথার্থ পথ ভেবে বসে। আগ-পিছ চিন্তা না করে সমাজের প্রতি নিদারুণ দায়বোধশূন্য এক রঙিন ইউটোপিয়া তার অরক্ষিত হৃদয়জগতে খেলা করতে থাকে। যা কেবল মুদ্রার একপিঠই দেখে, অপর পিঠ দেখে না। জীবনের একরৈখিক সীমানাই চেনে, বহুমুখিতার দুয়ার খুলে দেখে না। কল্পিত শত্রুর প্রতি কেবল জিঘাংসার ক্রোধাগ্নিই লালন করে, সর্বাঙ্গীন মানবমুক্তির পথ সন্ধান করে না। জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থায় আক্রান্ত ব্যক্তি তাই যে কোন সমাজের জন্য সর্বগ্রাসী আত্মবিনাশের পথ উন্মুক্ত করে।

গুলশান ও শোলাকিয়া হামলার পর লাভের লাভ এই হয়েছে যে, দেশের কথিত বুদ্ধিজীবীদের চোখ কিছুটা হলেও খুলেছে। হিস্টিরিয়া রোগীর মত যারা কথায় কথায় মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং নিরীহ মাদরাসা ছাত্রদেরকে জঙ্গীবাদের মূল নিয়ামক হিসাবে দেখিয়ে এসেছেন বছরের পর বছর, তারা এখন নতুন করে ভাবতে বসেছেন যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সমাজের বিত্তশালী ও সফল অংশের সন্তানরা কেন সুন্দর জীবনের মায়া ছেড়ে এই পথ বেছে নিল? এখন তারা মায়া দেখাচ্ছেন, আত্মসমালোচনা করছেন। কিন্তু শেষ বেলায় সমাধানের পথ খুঁজতে এসে আবার সেই বালখিল্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। আগে তারা রব তুলতেন জঙ্গীবাদ দমন করতে হলে মাদরাসা শিক্ষা বন্ধ করতে হবে, আর এখন রব তুলছেন যে জঙ্গীবাদ দূর করতে তরুণদের রবীন্দ্র সংগীত শেখাতে হবে, নাচ-গানের সংস্কৃতি চর্চায় যুক্ত করতে হবে!

আসলে এইসব বুদ্ধিজীবীরা কখনই আত্মপীড়িত মুসলিম তরুণদের মনের আগুনকে অনুধাবনের চেষ্টা করেননি, তা নেভানোর গরজও বোধ করেননি। তাইতো তথাকথিত 'মুক্তমনা'রা যখন মুক্ত-স্বাধীনভাবে অনলাইন জুড়ে বিশ্রী ভাষায় ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে গালিগালাজ করছিল, তখন তারা বাকস্বাধীনতার নামে তাদের সপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। দেশের পত্র-পত্রিকাগুলো যখন ইসলামী দল ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে একাধারে মিথ্যাচার চালিয়ে এসেছে, জঙ্গী অপবাদ দিয়েছে, তখন তাদের বিরুদ্ধে মারকাটারি রব তুলেছেন। অন্যদিকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যখন ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার হীন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে, তখন তারা নিশ্চুপ। 'পীস টিভি'র মত নখদন্তহীন নিরেট শান্তিবাদী গণমাধ্যমকে মিথ্যা অভিযোগে বন্ধ করা হলেও তারা তাদের বহুল চর্চিত বাক স্বাধীনতা হরণের অভিযোগ তোলেন না। বৈশ্বিক নিষ্ঠুর অপরাজনীতির করাল গ্রাসে দেশে দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর যখন মর্মন্তুদ নির্যাতন পরিচালিত হচ্ছে, লক্ষ-লক্ষ নিরপরাধ মানুষ ও নারী-শিশুর রক্তের স্রোতে আল্লাহ্‌র যমীন লালে লাল হয়ে যাচ্ছে, তখন তারা অতি সযত্নে সেসব প্রসঙ্গ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন। সুতরাং এক শ্রেণীর মুসলিম তরুণকে বিক্ষুব্ধ করে তাদেরকে বিপথে ঠেলে দিতে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের দায় কোন মতেই এড়ানোর সুযোগ নেই।

আলেমদেরকে পরামর্শ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তারা তাদের দায়িত্ব ঠিকমতই পালন করেছেন ও করে যাচ্ছেন। দেশে এমন কোন ইসলামী সংগঠন নেই, এমন কোন মসজিদ-মাদরাসা নেই, যেটি জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে না। সামান্য ইসলামী জ্ঞানও যার আছে, তার পক্ষে কখনই ধর্মের নামে নিরীহ মানুষ হত্যার এই পথ

* *এমএস (হাদীছ), ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।*

Contents

বেছে নেয়ার সুযোগ নেই। আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, জঙ্গীবাদের প্রসারে ধর্ম বা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চুল পরিমাণ ভূমিকা নেই, যদিও সাধারণতঃ ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েই এদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটনে এবং এই সকল পথভ্রষ্ট তরুণদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে সরকার ও দেশের জ্ঞানী সমাজকে অবশ্যই সমস্যার মূলে যেতে হবে। সকল প্রকার দায়িত্বহীন আচরণ ও হঠকারী পদক্ষেপ থেকে ফিরে আসতে হবে। দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষাকে যথাযথ মর্যাদায় স্থান দিতে হবে। ইসলামের সঠিক শিক্ষা সমাজে উন্মুক্তভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। তরুণদের কথা শুনতে হবে। তাদেরকে সমাধানের পথ দেখাতে হবে। যদি তাদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়, তাদেরকে নিরাপত্তাহীন করে তোলা হয়, তাদেরকে গুরুত্ব না দিয়ে কোণঠাসা করে রাখা হয়, মুসলিম হিসাবে আত্মপরিচয়ের সংকটে ফেলে দেয়া হয়, ইসলামবিদ্বেষ অব্যাহতভাবে ছড়ানো হয়, তবে তাদের একটা অংশ জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থাতেই সমাধান খোঁজার চেষ্টা করবে। আর তাদের আবেগকে ব্যবহার করবে সুযোগসন্ধানী মহল।

তারুণ্যের ধর্মই দ্রোহ। এই দ্রোহের মন্ত্রে একবার ভুলভাবে দীক্ষিত হলে ন্যায়-অন্যায়ের বিবেচনাবোধ, হিতাহিত জ্ঞান আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন যত উপদেশবাণীই শোনানো হোক না কেন, তারা তোয়াক্কা করে না। ধর্ম-অধর্ম মানে না। নিজের জন্য, সমাজের জন্য যে কোন বিধ্বংসী কাজেও পিছপা হয় না। সুতরাং এই দ্রোহের কারণগুলো যত দ্রুত চিহ্নিত করা যাবে এবং তা সমাধানের আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, ততই জঙ্গীবাদ নামের এই বিষবৃক্ষ উৎপাটনের পথ উন্মুক্ত হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে জঙ্গী ভূতের এই বাড়বাড়ন্ত অবস্থা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে কোথায় যে নিয়ে যাবে, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদের শিখণ্ডীদের মঞ্চস্থ বিশ্ব ইতিহাসের জঘন্যতম মানবহত্যার উৎসবকেন্দ্র আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের করুণ পরিণতি আমাদের সেই অশনিসংকেতই দেয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। আমীন!

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বইয়ের প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা, ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; সোহেল আহমাদ সুফল, ০১৯২৫-৪১৮২২০।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম শাখা, ই.পি. জেড, ০১৮৩৮-৬৬৯৩৬৫।

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : আব্দুছ ছবূর, ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

হবিগঞ্জ : আল-ফুরকান লাইব্রেরী, ০১৭২৮৭৫৭৮৬১। **নীলফামারী :** এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস, ০১৭২৮৩৪৬৩১৩।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগের হাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম, ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

কুষ্টিয়া : তুহিন রেযা, কুষ্টিয়া, ০১৭২২-২২৫৫৮০। **সিরাজগঞ্জ :** মুহাম্মাদ ওয়াসিম, শাপলা লাইব্রেরী ০১৭২৮-২৪৭০৮৮।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১। **লালমণিরহাট :** শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা, ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফুর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : গোলজার হোসেন, চেতনা বই বিতান, ০১৯২১-৪৮০২২৩; শিরিণ বিশ্বাস, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজিব নগর বুকস্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : রেযাউল করীম, দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মুহাম্মাদ বেলাল, ০১৭২৩-৯৩৭৯৮৭।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুনীরুয্যামান, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭৪৪-৩৬৯৬৯৪; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন, ০১৭৮৩-৮২২৫৯৫।

বগুড়া : শাহীন, শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪২-১৬৪৭৮২।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; ডাঃ মহসিন, ০১৭২৪-১৩৩৬৭২; নূরুল হুদা, নাচোল বরেন্দ্র ইসলামী পাঠাগার, ০১৭৭০-৩৮৩৯৫৩।

জয়পুর হাট : আল-আমিন, বটতলী বাজার, ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

ঠাকুর গাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী, ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা, ০১৭৬০-৫৮৮১০৯।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন, ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪।

মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাঞ্ঝানগরী

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকা :

মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাঞ্ঝানগরী উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও আলেমে দ্বীন ছিলেন। অনলবর্ষী বাগ্মিতার কারণে তিনি 'খতীবুল ইসলাম' (ইসলামের বাগ্মী) ও 'খতীবুল হিন্দ' (ভারতের বাগ্মী) উপাধিতে ভূষিত হন। 'রাবিতাতুল আলাম আল-ইসলামী'র তিনি ছিলেন একমাত্র নেপালী সদস্য। জমঈয়তে আহলেহাদীছ নেপালের আমীর এই প্রখ্যাত বাগ্মী নেপালে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জন্ম :

মাওলানা আব্দুর রঊফ বিন নে'মাতুল্লাহ বিন মোতী খান বিন বখতিয়ার খান নেপালের কপিলবস্তু যেলার ঝাঞ্ঝানগর হ'তে ২০ কিলোমিটার উত্তরে কাদারবাটুয়া গ্রামে এক জমিদার পরিবারে ১৩২৮ হিঃ/১৯১০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১] মাওলানার পিতা হাজী নে'মাতুল্লাহ (মৃঃ ১৯৪৬ খ্রিঃ) দেওবন্দী হানাফী আলেম ছিলেন। নেপালের বিখ্যাত আহলেহাদীছ মাদরাসা 'জামে'আ সিরাজুল উলূম আস-সালাফিইয়াহ'-তে অনুষ্ঠিত এক জালসায় শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর (১২৮৭-১৩৬৭ হিঃ/১৮৬৮-১৯৪৮ খ্রিঃ) বক্তৃতা শুনে তিনি প্রভাবিত হন। পরে বিহারের বিখ্যাত ছাপড়া জালসা শোনার পরে তিনি আহলেহাদীছ হয়ে যান।[২]

শিক্ষাজীবন :

বাল্যকালে মাওলানা আব্দুর রঊফ অত্যন্ত দুর্বল মেধার অধিকারী ছিলেন। পড়ার ভয়ে তিনি ঘরের অন্ধকার কোণে লুকিয়ে থাকতেন। পিতা তাকে লেখাপড়া শিখানোর জন্য বস্তী যেলার খ্যাতনামা শিক্ষক মিয়াঁ মালেক আলীকে গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের। ছাত্রমহলে তিনি 'কসাই' নামে পরিচিত ছিলেন। শিশু আবদুর রঊফকে তিনি নির্দয়ভাবে পিটাতেন। লেখাপড়ার স্বার্থে পিতা তা নীরবে সহ্য করতেন। পরবর্তীতে মাওলানা আব্দুর রঊফ স্বীয় আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন যে, শিশুকালে উস্তাদের মারের ভয়ে যেভাবে দিনরাত খেটে পড়া তৈরি করতাম, বড় হয়ে সেটাই আমার অভ্যাসে পরিণত হয় এবং বলা চলে যে, ছোটবেলায় উস্তাদের মারের ভীতিই ছিল আমার পরবর্তী জীবনের উন্নতির চাবিকাঠি'।[৩]

গৃহশিক্ষকের নিকট পাঠগ্রহণ শেষে চার বছর বয়সে (১৩৩২ হিঃ/১৯১৪ খ্রিঃ) তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত জামে'আ সিরাজুল উলূমে ভর্তি হন। এখানে তিনি দু'বছর লেখাপড়া করেন। এখানে তিনি মাওলানা খলীল আহমাদ বিসকূহারীর নিকটে মীযান-মুনশা'আব পড়েন।[৪] অতঃপর তিনি নাদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্ণৌতে চলে যান। তখন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা হাফীযুল্লাহ নাদভী আ'যমী নাদওয়ার মুহতামিম ছিলেন। কিন্তু পদ্ধতিগত কারণে সেখানে ভর্তি হ'তে না পারায় তিনি বেনারসের মদনপুরায় অবস্থিত জামে'আ রহমানিয়াতে[৫] ভর্তি হন। এখানে তিনি দু'বছর যাবৎ মাওলানা মুহাম্মাদ মুনীর খাঁ, মাওলানা হাবীবুল্লাহ বিহারী, মাওলানা ফছীহুদ্দীন বেনারসী প্রমুখের নিকট পড়তে থাকেন।[৬] মাওলানা স্বীয় আত্মজীবনীতে বলেন যে, 'এই সময় আমার তবীয়ত পড়াশুনার কষ্ট সহ্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল'।[৭]

বেনারস থাকাকালীন মায়ের কঠিন অসুখের খবর শুনে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঝাঞ্ঝানগরে বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক মাওলানা আব্দুল গফূর বিসকূহারী (মৃঃ ১৯৮৮) ও অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলীর নিকটে পড়তে থাকেন। এখানে ৬ষ্ঠ জামা'আত শেষ করার পর তিনি 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' দিল্লী গমন করেন এবং ৭ম জামা'আতে ভর্তি হন। এখানে তিনি শায়খুল হাদীছ মাওলানা আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়হী, মিশকাতের আরবী ভাষ্য মির'আতুল মাফাতীহ-এর রচয়িতা আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মাওলানা নাযীর আহমাদ রহমানী আমলুবী, মাওলানা আব্দুস সালাম দুর্রানী, আব্দুর রহমান নাহভী প্রমুখ খ্যাতনামা শিক্ষকদের নিকট জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর ১৩৫৪ হিঃ/১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফারেগ হন। তিনি সর্বদা ক্লাসে প্রথম হতেন। ফারেগের বছরেও তিনি এ মর্যাদায় অভিষিক্ত হন এবং বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন।[৮] মাওলানা আব্দুর রঊফ শেষ বছরে পুরস্কার প্রাপ্তির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'ঐ বছরের সব পুরস্কার আমি

---

* *পিএইচ.ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস), পৃঃ ৪৯০; আব্দুর রশীদ ইরাকী, চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ (লাহোর : নু'মানী কুতুবখানা, তাবি), পৃঃ ৪১৫।*

২. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৮৪।*

৩. *তদেব, পৃঃ ৪৯০।*

৪. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৪১৫; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৯০।*

৫. *১৮৯৫ সালে হাফেয আব্দুর রহীম, হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব, হাফেয আব্দুর রহমান, মাওলানা আব্দুল মজীদ হারীরীর পিতা মৌলভী আব্দুল লতীফ, হাজী মুহাম্মাদ ইসমাঈল, মৌলভী আব্দুল হাকীম, মাওলানা মুহাম্মাদ প্রমুখ পরামর্শ করে বেনারসের মদনপুরা এলাকায় 'মিছবাহুল হুদা' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এর নাম রাখা হয় 'মাদরাসা ইসলামিয়া আরাবিয়াহ'। ১৯৩৩ সালে হাফেয আব্দুর রহমান হজ্জ থেকে ফিরে মাদরাসার নতুন নয়নাভিরাম বিল্ডিং নির্মাণ করে এর নাম দেন জামে'আ রহমানিয়া। দ্র. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী, বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী সারগুযাশত (লাহোর : আল-মাকতাবাতুস সালাফিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হিঃ/২০১২ খ্রিঃ), পৃঃ ৩৩৯।*

৬. *মুহাম্মাদ রামাযান ইউসুফ সালাফী, 'মাওলানা আব্দুর রঊফ রহমানী ঝাঞ্ঝানগরী', আব্দুর রঊফ রহমানী ঝাঞ্ঝানগরী, হুকূক ওয়া মু'আমালাত (লাহোর : নু'মানী কুতুবখানা, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০০), পৃঃ ২, জীবনী অংশ; চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৪১৫; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৯০।*

৭. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৯০।*

৮. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৪১৫-৪১৬; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৯০-৪৯১; ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদ মুখলিছাহ (বেনারস : জামে'আ সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রিঃ), পৃঃ ২৬১।*

পেয়েছিলাম। ঘড়িও পেয়েছিলাম। যখন আমি জুব্বা ও অন্যান্য জিনিস পরে এসেছিলাম'। তিনি আরো বলেন, 'আমাদের রহমানিয়া মাদরাসায় ছাত্রদেরকে নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদানেরও নিয়ম ছিল। পরীক্ষার ফলাফল শুনানো হ'ত এবং নগদ অর্থ, ঘড়ি, জুব্বা ও পাগড়ী পুরস্কার দেয়া হ'ত। আমিও আমার সময়ে ক্লাসে প্রথম হ'তাম এবং পুরস্কৃত হ'তাম'।[৯]

কর্মজীবন :

দারুল হাদীছ রহমানিয়া দিল্লী থেকে ফারেগ হওয়ার সাথে সাথে মাদরাসার দায়িত্বশীলগণ তাঁর ইলমী যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য করে তাঁকে উক্ত মাদরাসার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। তিনি এখানে এক বছর শিক্ষকতা করেন।[১০] পঞ্চম জামা'আত পর্যন্ত পড়ানো সত্ত্বেও বিলাতী, পাঞ্জাবী, বিহারী, বাঙ্গালী সকল এলাকার ছাত্র তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু বছর না পেরোতেই মাদরাসাতে সংঘটিত এক দুঃখজনক ঘটনায় ইউ.পি.র সকল ছাত্র চলে যায়। ফলে তিনিও তাদের সাথে মাদরাসা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।[১১]

দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লীতে শিক্ষকতা প্রসঙ্গে তিনি স্বীয় আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমার শিক্ষকতার যুগ দারুল হাদীছ রহমানিয়া দিল্লী থেকে শুরু হয়। আমি ওখান থেকে ২২ বছর বয়সে ফারেগ হই এবং ২৩ বছর বয়সে ওখানেই শিক্ষক নিযুক্ত হই। সে সময় আমার মাসিক বেতন ছিল ৩০ রূপিয়া। সে যুগে বড় বড় আলেমদেরও বেতন ১০০ রূপিয়ার বেশী ছিল না। আমি ঐ সময় পঞ্চম জামা'আত পর্যন্ত পাঁচ ঘণ্টা ক্লাস নিয়েছিলাম'। এক জায়গায় তিনি তাঁর পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমি যে দরস দিতাম পরিপূর্ণভাবে সামনের ৭ দিনের সবক মুতালা'আহ করে নিতাম। হয়ত সামনে আগত কোন জিনিস এমন থাকতে পারে, যার পূর্ববর্তী পাঠের সাথে কোন সম্পর্ক রয়েছে'। তিনি আরেক জায়গায় লিখেছেন, 'আমার পাঠদানের এই পদ্ধতি ছিল যে, শরহ আক্বায়েদ অধ্যয়ন করতাম এবং সাত দিন পর্যন্ত সামনে আগত পাঠগুলোর উপর নযর বুলিয়ে নিতাম। শরহে আক্বায়েদের শরাহ খিয়ালী পড়তাম। অতঃপর মোল্লা আফগানীর শরহে রামাযান আফেন্দী পড়তাম। আমি এমন বিস্তারিতভাবে সবক পড়াতাম যে, সব ছাত্র সন্তুষ্ট হয়ে উঠত'।[১২]

অতঃপর তিনি ঝাণ্ডানগরের সিরাজুল উলূম মাদরাসায় নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সেখানে দু'বছর অবস্থানের পর সাবেক শিক্ষাস্থল জামে'আ রহমানিয়া মদনপুরা, বেনারসে আহূত হন। সেখানে তিন বছর থাকার পর পিতার আহ্বানে বাধ্য হয়ে তিনি পুনরায় ঝাণ্ডানগরে ফিরে আসেন।[১৩] ১৯৪৬ সালে পিতার মৃত্যুর পর এ মাদরাসাকে কেন্দ্র করেই তাঁর বাকী কর্মজীবন আবর্তিত হতে থাকে। তিনি এ মাদরাসার পরিচালক হিসাবে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তাঁর দক্ষ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি ক্রমান্বয়ে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করে এবং নেপালের সর্বশ্রেষ্ঠ মাদরাসায় পরিণত হয়। পিতার লাগানো বাগানে উপযুক্ত পরিচর্যার ফলে ছাত্ররূপ বৃক্ষগুলো ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে।[১৪]

বাগ্মিতা :

বেনারসের মদনপুরায় ছাত্রজীবনে সাপ্তাহিক 'আঞ্জুমান' থেকেই তাঁর মধ্যে বাগ্মিতার স্ফুরণ ঘটে। 'চরিত্র' বিষয়ক কথিকার উপরে প্রথম বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে ভয়ে তাঁর দেহ কাঁপতে থাকে। এক পর্যায়ে তাঁর হাতে ধরে রাখা নোট কপিগুলি অজান্তে পড়ে যায়। কিন্তু তিনি মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারেননি। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি বলেন, 'এটাই ছিল সেই ব্যক্তির জীবনে প্রথম বক্তৃতার অভিজ্ঞতা যিনি পরবর্তীতে দেড় লক্ষ লোকের বিরাট সমাবেশে নির্ভয়ে বক্তৃতা করে শ্রোতাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন'। ছাত্রজীবনে তিনি নিয়মিত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বক্তৃতার অনুশীলন করতেন, যা তাঁকে পরবর্তীতে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হ'তে সাহায্য করে। দারুল হাদীছ রহমানিয়া থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যে ছাত্র প্রতিনিধিদল পাঠানো হ'ত, তাতে প্রায়ই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। দারুল হাদীছ রহমানিয়াতে প্রদত্ত তাঁর শিক্ষাজীবনের সর্বশেষ বক্তৃতা ছিল সত্যিই স্মরণীয়। উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন দিল্লীর জামে'আ মিল্লিয়ার প্রধান ড. যাকির হুসাইন (পরবর্তীতে ভারতের প্রেসিডেন্ট), উক্ত জামে'আর অন্যতম অধ্যাপক হাফেয আসলাম জয়রাজপুরী (মুনকিরে হাদীছ), তাফসীরের অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল হাই, তিরমিযীর খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩/১৮৬৫-১৯৩৫) সহ দিল্লীর আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরা উস্তায ও ওলামায়ে কেরাম। উক্ত মজলিসের সভাপতি ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (১৮৯০-১৯৪১ খ্রিঃ)। 'খতমে নবুঅতের দার্শনিক তাৎপর্য' শীর্ষক উক্ত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বাছাই করা তিনজন ছাত্রকে শিক্ষকগণ মনোনীত করেন- (১) আবদুর রঊফ নেপালী (২) আব্দুল লতীফ পাঞ্জাবী (৩) আব্দুল ওয়াজেদ মাদ্রাজী। শেষোক্ত দু'জনকে ২০ মিনিট করে সময় দিলেও মাওলানা আবদুর রঊফকে দেওয়া হয় মাত্র পাঁচ মিনিট সময়। আল্লাহ্‌র রহমতে মাত্র দু'মিনিটে সমস্ত হলঘর না'রায়ে তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। অতঃপর পাঁচ মিনিট শেষ হ'তেই সমস্ত হল যেন আনন্দে ফেটে পড়ে। শেষ নবীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় দু'লাইনের কবিতা দিয়েই তিনি সেদিনের বক্তৃতা শেষ করেছিলেন- যা সকল শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করেছিল-

৯. *আস'আদ আ'যমী, তারীখ ওয়া তা'আরুফ মাদরাসা দারুল হাদীছ রহমানিয়া দিল্লী (মৌনাথভঞ্জন, ইউপি : মাকতাবাতুল ফাহীম, ফেব্রুয়ারী ২০১৩), পৃঃ ১৬৯।*
১০. *তদেব, পৃঃ ২১৬।*
১১. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৯১।*
১২. *তারীখ ওয়া তা'আরুফ মাদরাসা দারুল হাদীছ রহমানিয়া দিল্লী, পৃঃ ২১৬।*
১৩. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৯১।*
১৪. *হুকূক ওয়া মু'আমালাত, পৃঃ ২; চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৪১৬।*

ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے+ کوئی دین دین محمد سا نہ پایا ہم نے
ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسل+ تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے

'চারিদিকে চিন্তার ঘোড়া দৌড়ে থেমে গেছি মোরা,
কোন দ্বীন দ্বীনে মুহাম্মাদীর চেয়ে উত্তম পাইনি মোরা।
তোমার কারণেই মোরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হে শ্রেষ্ঠ রাসূল!
তুমি আগে বেড়েছ তাই মোরা বেড়েছি আগে হে রাসূল![১৫]

মাওলানা আব্দুর রঊফ অত্যন্ত উঁচুদরের বাগ্মী ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে সুমধুর কণ্ঠের সাথে সাথে চমৎকার ভঙ্গিতে বক্তব্য প্রদানের ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সারগর্ভ ও দলীলভিত্তিক হ'ত। কুরআন মাজীদের আয়াত ও হাদীছ উদ্ধৃত করে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের কারণে তা শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে যেত। নওগড় কনফারেন্সে (নভেম্বর ১৯৬১) প্রদত্ত তাঁর স্বাগত ভাষণ পুরা ভারতবর্ষে তাঁর বিদ্যাবত্তা ও বাগ্মিতার খ্যাতি ছড়িয়ে দেয়। এজন্য তাঁকে 'খতীবুল হিন্দ' (ভারতের বাগ্মী) এবং 'খতীবুল ইসলাম' (ইসলামের বাগ্মী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[১৬]

প্রবন্ধ রচনা :

মাওলানা আব্দুর রঊফ ছাত্রজীবনেই লেখার অভ্যাস গড়ে তোলেন এবং অধিকাংশ সময় পাঠ্যসূচীর বাইরের বই লাইব্রেরী থেকে নিয়ে পড়তেন। মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (১৮৯০-১৯৪১) সম্পাদিত আখবারে মুহাম্মাদী (দিল্লী), মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সম্পাদিত আখবারে আহলেহাদীছ (অমৃতসর), তারজুমান (দিল্লী), আহলেহাদীছ গেজেট (ঐ), আখবারে দাওয়াত (ঐ), আল-হুদা (দারভাঙ্গা), মুসলিম (শ্রীনগর), মিছবাহ (বাস্তী), তানযীমে আহলেহাদীছ (রোপাড়), আল-ই'তিছাম (লাহোর), আল-ইরশাদ জাদীদ (করাচী), আল-মু'তামার (ঐ), ছিদক (লাক্ষ্ণৌ), দারুল উলূম (দেওবন্দ), তাজাল্লী (ঐ), আছ-ছিদ্দীক (মুলতান), হাকীকাতে ইসলাম (লাহোর), তা'মীরে হায়াত (লাক্ষ্ণৌ), মিনহাজ (লাহোর), আর-রাহীক্ব (ঐ), মুহাদ্দিছ (বেনারস) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।[১৭] ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তাঁর হিসাব মতে উপমহাদেশের ২০টি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধসমূহের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩ হাযারেরও বেশী হবে।[১৮]

পত্রিকা প্রকাশ :

মাওলানা আব্দুর রঊফ ১৪১৫ হিঃ/১৯৯৪ সালের জুন মাসে ঝাণ্ডানগর থেকে 'আস-সিরাজ' নামে একটি উর্দূ মাসিক পত্রিকা বের করেন। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা ও তত্ত্বাবধায়ক। বর্তমানে এর সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মান্নান সালাফী ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাওলানা শামীম আহমাদ নাদভী।[১৯]

সাংগঠনিক জীবন :

আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য তাঁর উদ্যম, প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা ছিল অপরিসীম। দেশ বিভাগের পর ভারতবর্ষে আহলেহাদীছ জামা'আতকে সুসংগঠিত করার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। তিনি নেপালে এর প্রচার-প্রসারে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। ১৯৯১ সালের ৫ই নভেম্বর নেপালে সর্বপ্রথম আহলেহাদীছ সংগঠন হিসাবে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ নেপাল' গঠিত হলে মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাণ্ডানগরী আমীর ও মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী ঝাণ্ডানগরী (১৯৫৫-২০১৫) নায়েবে আমীর নিযুক্ত হন। তিনি আমৃত্যু এ সংগঠনের আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, হিন্দেরও সম্মানিত সদস্য ছিলেন।[২০]

মারকাযুত তাওহীদ কর্তৃক সম্মাননা প্রদান :

মাওলানা আব্দুর রঊফ রহমানীর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী ঝাণ্ডানগরী প্রতিষ্ঠিত মারকাযুত তাওহীদ তাঁকে ১৯৯৮ সালে সম্মানসূচক পদক প্রদান করে।[২১]

রচনাবলী :

বাগ্মিতার সাথে সাথে আল্লাহপাক তাঁর মধ্যে লেখনীর যোগ্যতা দান করেছিলেন। ছাত্রজীবনেই তিনি লেখার অভ্যাস গড়ে তোলেন এবং অধিকাংশ সময় পাঠ্যসূচীর বাইরের বই লাইব্রেরী থেকে নিয়ে পড়তেন। ১৯৮৭ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ২৪। যেগুলির কোন কোনটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০০। সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩,০০০ হাযারের মত হবে। তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২৫। তন্মধ্যে 'ঈমান ও আমল' গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০০ এবং লেখকের বর্ণনামতে এটি তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এতদ্ব্যতীত তিনি লিখেছেন জামে'আ সিরাজুল উলূমের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৪ হ'তে ১৯৮০ পর্যন্ত সময়ের বিস্তারিত ইতিহাস। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০০ হাযার। 'সীরাতুন্নবী' শীর্ষক তাঁর ২৫০ পৃষ্ঠার বইটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[২২] নিম্নে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

১. ছিয়ানাতুল হাদীছ :

'হাদীছের পাহারাদার' নামক এ গ্রন্থটি মাওলানার জীবনের সেরা গ্রন্থ। যেটি মূলতঃ হাদীছ অস্বীকারকারী ডাঃ গোলাম জীলানী বারক্ব-এর 'দো ইসলাম' (দুই ইসলাম)-এর জবাবে লিখিত। জীলানী উক্ত গ্রন্থে এ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, আড়াইশ বছর পর হাদীছ লিখিত হওয়ার কারণে তা

১৫. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৯১-৪৯২।*
১৬. *হুকূক ওয়া মু'আমালাত, পৃঃ ৩; তারীখ ওয়া তা'আরুফ মাদরাসা দারুল হাদীছ রহমানিয়া দিল্লী, পৃঃ ২১৫।*
১৭. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৪১৬; মাওলানা আব্দুর রঊফ রহমানী ঝাণ্ডানগরী, আল-ইলম ওয়াল ওলামা (গুজরানওয়ালা, পাকিস্তান : নাদওয়াতুল মুহাদ্দিছীন, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রিঃ), পৃঃ ৫।*
১৮. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৯৩।*
১৯. *মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাকীম সালাফী, জামা'আতে আহলেহাদীছ কী ছিহাফাতী খিদমাত (বেনারস, ভারত : আল-ইয্যাহ ইউনিভার্সাল, ২০১৪), পৃঃ ৬৯; চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৪১৬।*
২০. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৯৫; চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৪১৬; হুকূক ওয়া মু'আমালাত, পৃঃ ১; মাসিক আস-সিরাজ (উর্দূ), ঝাণ্ডানগর, নেপাল, ১০/৫-১০ সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৩-মার্চ ২০০৪, পৃঃ ১৮৫।*
২১. *রাশেদ হাসান মুবারকপুরী, 'আশ-শায়খ আব্দুল্লাহ আদ্দুত তাওয়াব আল-মাদানী হায়াতুহু ওয়া আ'মালুহু', মাসিক ছওতুল উম্মাহ, জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ৪৮/৪ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৬, পৃঃ ৫৪।*
২২. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৯৩।*

নির্ভরযোগ্য নয়। মাওলানা আব্দুর রঊফ ছিয়ানাতুল হাদীছ গ্রন্থে এ অভিযোগ ও অপবাদের বিস্তারিতভাবে দলীলভিত্তিক জবাব প্রদান করেছেন। সাথে সাথে হাদীছ অস্বীকারকারীদের আরো বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয়ের জবাব দেয়া হয়েছে। এতে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগ থেকে শুরু করে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ)-এর যুগ পর্যন্ত হাদীছ সংরক্ষণ, লিপিবদ্ধকরণ ও সংকলনে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণ যে অবদান রেখেছেন তা সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোন হাদীছ অস্বীকারকারী নিরপেক্ষ মনে এ গ্রন্থটি পাঠ করে তাহলে তার উক্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যাবে। ৪০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই বইটি ১৯৬৬ সালে (১৩৮৫ হিঃ) প্রথম লাক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৭ সালে এর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[২৩]

২. খিলাফতে রাশেদাহ কা 'আহদে যররীঁ :

এ গ্রন্থে খিলাফতে রাশেদার সোনালী যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা পেশ করা হয়েছে। তবে এতে তদানীন্তন সামরিক ব্যবস্থাপনা ও রাজ্যবিজয় সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয়নি। ৫০০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি ১৩৯২ হিঃ/১৯৭২ সালে প্রথম কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ২০০১ সালে লাহোরের মাকতাবা কুদ্দূসিয়া থেকে 'আইয়ামে খিলাফতে রাশেদাহ' শিরোনামে এর একটি চমৎকার সংস্করণ বেরিয়েছে।[২৪]

৩. নুছরাতুল বারী ফী বায়ানে ছিহহাতিল বুখারী :

এ গ্রন্থে ছহীহুল বুখারীর বিশুদ্ধতা, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে ছহীহুল বুখারী সম্পর্কে হাদীছ অস্বীকারকারীদের সন্দেহ ও সংশয়ের দলীল ও যুক্তি ভিত্তিক জবাব প্রদান করা হয়েছে। এটি ১৩৭৭ হিঃ/১৯৫৮ সালে প্রথম দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।[২৫]

৪. আল-ইল্‌ম ওয়াল ওলামা :

৭২ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে ইলম অন্বেষণে সালাফে ছালেহীনের প্রচেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার সম্পর্কে অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক আলোচনা পেশ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এটি ১৯৩৩-৩৯ সাল পর্যন্ত প্রবন্ধাকারে পাক্ষিক মুহাম্মাদী (দিল্লী) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪৫ সালে অমৃতসরের ছানাঈ বারকী প্রেস থেকে 'তাযকেরায়ে আসলাফে কেরাম' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালে দিল্লী থেকে দ্বিতীয়বার এবং ১৯৫৮ সালে 'আল-ইলম ওয়াল ওলামা' শিরোনামে বই আকারে প্রকাশিত হয়।[২৬]

৫. দালাইলে হাশর ওয়া নাশর :

এ গ্রন্থে কিয়ামতের প্রমান সমূহ এবং সে দিন হাশরের ময়দানে মানুষদের অস্থিরতা ব্যাখ্যা করতঃ কিয়ামতের আলামত ও আখিরাত বিশ্বাসকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনার মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটি ১৩৯৫ হিঃ/১৯৭৫ সালে প্রথম পাটনা থেকে প্রকাশিত হয়।

৬. ইসলাম আওর সাইন্স :

এ গ্রন্থে ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে এবং কুরআন ও হাদীছের আলোকে প্রমাণ করা হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগামী। ইসলামের শিক্ষা সমূহ এবং বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। আর ইসলাম বিজ্ঞান শিক্ষা করার বিরোধীও নয়। ১৪১০ হিঃ/১৯৮৯ সালে এটি প্রথম দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।[২৭]

৭. হুকূক ওয়া মু'আমালাত :

'অধিকার ও আচরণ' নামের ২৬৩ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে কুরআন, হাদীছ ও ইতিহাসের আলোকে পিতা-মাতা, প্রতিবেশী, ইয়াতীম, মেহমান, আলেম-ওলামা, দাস, ন্যায়বিচারক শাসক, অমুসলিম, জীব-জন্তুর অধিকার ও পারস্পরিক আচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা পেশ করা হয়েছে। ১৩৯৮ হিঃ/১৯৭৮ সালে এটি প্রথম দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।[২৮]

৮. দালাইলে হাসতী বারী তা'আলা :

৭১ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে নাস্তিকদের বিভিন্ন সংশয়ের জবাব দেয়া হয়েছে।[২৯]

৯. ওলামায়ে দ্বীন আওর উমারায়ে ইসলাম :

১১১ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে জ্ঞানের মর্যাদা, ওলামায়ে কেরামের দুনিয়াবিমুখতা এবং শাসকগণ কর্তৃক আলেমদেরকে সম্মান করা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এতে তিনি মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর জীবনের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যা নিম্নরূপ :

একবার অমৃতসরী হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত এক জালসায় বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। ঐ জালসায় হায়দারাবাদের গভর্ণর নওয়াব মীর ওছমান আলী খাঁও উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা অমৃতসরী কাদিয়ানীদের বই-পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করে যখন তাদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করতে শুরু করেন, তখন নওয়াব ছাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি মাওলানার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিষয়টি অবগত হয়ে অমৃতসরী নওয়াব ছাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি তাঁকে সালাম দিয়ে *من نیز حاضری شوم تفسیر قرآن در بغل* কবিতাটি আবৃত্তি করেন এবং নওয়াবকে তাঁর রচিত 'তাফসীরুল কুরআন বিকালামির রহমান' গ্রন্থটি হাদিয়া দেন। বিদায়ের সময় নওয়াব ছাহেব নিজ স্থান থেকে উঠে

২৩. *মাওলানা আব্দুর রঊফ রহমানী ঝাণ্ডানগরী, ছিয়ানাতুল হাদীছ (ঝাণ্ডানগর, নেপাল : জামে'আ সিরাজুল উলূম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রিঃ), পৃঃ ১৫-১৬; চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৪১৮-৪১৯।*

২৪. *মাওলানা আব্দুর রঊফ রহমানী, আইয়ামে খিলাফতে রাশেদা (লাহোর : মাকতাবা কুদ্দূসিয়া, ২০০১ খ্রিঃ), পৃঃ ২৩।*

২৫. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৪১৮; মাওলানা খুরশীদ আলম মাদানী, 'ফিতনায়ে ইনকারে হাদীছ আওর আহলেহাদীছ', পাক্ষিক তারজুমান, দিল্লী, ৩৬/২ সংখ্যা, ১৬-৩১শে জানুয়ারী ২০১৬, পৃঃ ১২।*

২৬. *আল-ইলম ওয়াল ওলামা, পৃঃ ৪।*

২৭. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৪১৭-৪১৮।*

২৮. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৪১৮; হুকূক ওয়া মু'আমালাত, পৃঃ ৫-১৫।*

২৯. *মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাণ্ডানগরী, দালাইলে হাসতী বারী তা'আলা (লাক্ষ্ণৌ : নিযামী প্রেস, তাবি), পৃঃ ৫-৬।*

এসে মাওলানার সাথে কোলাকুলি করেন এবং তাকে অনেক হাদিয়া দেন। সাথে সাথে ২০০ টাকা মাসিক বেতনে তাঁর জন্য একটি চাকুরীরও ব্যবস্থা করেন।[৩০]

মৃত্যু :

মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাণ্ডানগরী ২১শে শা'বান ১৪২০ হিজরী মোতাবেক ৩০শে নভেম্বর ১৯৯৯ সালে প্রায় ৯০ বছর বয়সে সন্ধ্যা সোয়া ৬-টায় ঝাণ্ডানগরে ইন্তেকাল করেন। ১৯৯৯ সালের ১লা ডিসেম্বর বিবিসি লন্ডন সকাল ও সন্ধ্যার সংবাদে তাঁর মৃত্যুর খবর প্রচার করে এবং তাঁর জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে।[৩১]

স্মৃতিচারণ :

তাঁর স্মরণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর উপরে পিএইচ.ডি. থিসিসের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমার ৫২ দিনের পাকিস্তান, ভারত ও নেপাল সফরকালে লাহোর থেকে দিল্লী আসার পর ঐতিহাসিক ফতেহপুর সিক্রী জামে মসজিদের মেহমানখানায় মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাণ্ডানগরীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু উনি তখন বের হচ্ছিলেন বলে তেমন কথা বলার সুযোগ হয়নি। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ১৯৮৭ সালের জাতীয় সম্মেলনে তাঁকে দাওয়াতনামা পাঠানোর কারণে তিনি আমাকে নামে চিনতেন। ফলে পরিচয় পেয়েই তিনি সহজে আপন করে নিলেন। অতঃপর মাসাধিককাল ভারত সফর শেষে নেপাল গিয়ে ১৯৮৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তাউলিয়া মারকাযে তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। এখানে তাঁকে সহ নেপালের শ্রেষ্ঠ আলেমদের পেয়ে আমার নেপাল ভ্রমণ সার্থক হ'ল। তাঁদের সকলের কাছ থেকে সাধ্যমত তথ্যাদি নিলাম। সেখানে মারকাযের শিক্ষক-ছাত্র ও উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের সামনে আমার উর্দূ বক্তৃতা শুনে এই অশীতিপর বৃদ্ধ মানুষটি আনন্দে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন এবং সুযোগ পেলে আগামীতে অবশ্যই বাংলাদেশ সফর করবেন বলে আশ্বাস দেন।

তখনও তিনি রীতিমত ব্যস্ত মানুষ। বললেন, 'গত মাসে রাবেতার বৈঠকে যোগদান শেষে সঊদী আরব থেকে দেশে ফিরে একটুও বিশ্রাম নেইনি। ছুটে বেড়াচ্ছি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জালসা-সেমিনার ইত্যাদিতে'। এই ব্যস্ততার মধ্যেও যে তিনি লেখার সময় পান কখন, সেটাই চিন্তার বিষয়। বলাবাহুল্য তিনি ছিলেন নেপালের সকল আলেমের শিরোমণি, অধিকাংশ আলেমের বুযর্গ উস্তায এবং সকল স্তরের মানুষের নিকট প্রিয়তম বাগ্মী। বলা চলে যে, নেপালে আহলেহাদীছ আন্দোলনের তিনিই ছিলেন একচ্ছত্র অধিনায়ক।

১৯৯৯ সালে একই বছরে সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ বিন বায, সিরিয়ার যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ আলবানী ও নেপালের এই খত্বীবুল হিন্দ মৃত্যুবরণ করেন। তখনই আমি তাঁর স্মৃতিচারণে কিছু লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। যদিও তাঁর পরিচালিত নেপালের শ্রেষ্ঠ মাদরাসা জামে'আ সিরাজুল উলূম-এর মুখপত্র মাসিক 'আস-সিরাজ' তখন থেকেই এ যাবৎ আমার নামে সৌজন্য কপি আসছে। বিনিময়ে আমরাও উক্ত ঠিকানায় আমাদের মুখপত্র মাসিক 'আত-তাহরীক' নিয়মিত সৌজন্য কপি পাঠিয়ে থাকি। যখনই 'আস-সিরাজ' হাতে আসে, তখনই তাঁর সদাব্যস্ত সহজ-সরল চেহারা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে ও মনের অজান্তেই অন্তর খোলা দো'আ চলে আসে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে সর্বোচ্চ স্থান দান করুন- আমীন! দো'আ করি মাওলানা খোরশেদ আলম, আব্দুল মান্নান সালাফী, শামীম আহমাদ নাদভী প্রমুখ তাঁর যোগ্য উত্তরসুরীদের জন্য, যাদের কারণে তাঁর রেখে যাওয়া স্মৃতিগুলো এখনো বেঁচে আছে এবং শনৈঃশনৈ উন্নতির পথে চলেছে। আল্লাহ সবাইকে হক-এর প্রচার-প্রসারে দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন!! *(আরও রিপোর্ট দ্রঃ তাওহীদের ডাক সাক্ষাৎকার কলাম, মার্চ-এপ্রিল ২০১৩, পৃঃ ৩০)*।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাণ্ডানগরী নেপালে আহলেহাদীছ আন্দোলনের একচ্ছত্র অধিনায়ক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চমর্যাদাশীল আলেম, বিদগ্ধ শিক্ষক, সংগঠক, প্রাবন্ধিক ও লেখক। স্বীয় যুগের অদ্বিতীয় বাগ্মী এই মহান আলেম পিতার প্রতিষ্ঠিত নেপালের শতবর্ষী ও সবচেয়ে বড় মাদরাসা (প্রতিষ্ঠা : ১৯১৪) জামে'আ সিরাজুল উলূম আস-সালাফিইয়াকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। নেপালের মত একটি ঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্রে দ্বীনী ইলমের প্রচার ও প্রসারে এ প্রতিষ্ঠানটি দিশারীর ভূমিকা পালন করছে।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

ছবি ও মূর্তি
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২য় সংস্করণ : ২০১৬
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৭২
মূল্য : ৩০/-

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯

৩০. *মাওলানা আব্দুর রঊফ রহমানী ঝাণ্ডানগরী, সংকলন ও বিন্যাস : ওবায়দুর রহমান মুহসিন, ওলামায়ে দ্বীন আওর উমারায়ে ইসলাম (উকাড়া : মাকতাবা দারুল হাদীছ জামে'আ কামালিয়া, আগস্ট ২০০১), পৃঃ ৯৭-৯৮।*
৩১. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৪১৯; হুকূক ওয়া মু'আমালাত, পৃঃ ৪।*

(ক) গোলমরিচের ৬টি ব্যবহার

গোল মরিচ লতাজাতীয় উদ্ভিদ। এর ফলকে শুকিয়ে এটি মসলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই রান্নার স্বাদ ও ঘ্রাণ বৃদ্ধিতে গোলমরিচ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু গোলমরিচের অন্যরকম কিছু ব্যবহার রয়েছে, যা অনেকেরই অজানা। গোলমরিচের কিছু ব্যতিক্রমী ব্যবহার নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. কাশি প্রশমিত করতে : ঠাণ্ডা, কাশি দূর করতে আদা, লবঙ্গের ব্যবহার অনেকের জানা। কিন্তু গোলমরিচও ভাল কাশি উপশমকারী। চীনে চায়ের সঙ্গে গোল মরিচের গুঁড়া মিশিয়ে পান করা হয় ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য। ১ টেবিল চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, ২ টেবিল চামচ মধু ও এক কাপ পানি মিশিয়ে ১৫ মিনিট জ্বাল দেওয়ার পর নামিয়ে রেখে ঠাণ্ডা হ'লে পান করতে হবে। নিমিষেই কাশি কমে যাবে।

২. ধূমপান ছাড়তে : ধূমপান ছাড়তে একটি তুলায় গোলমরিচের তেল মাখিয়ে নিতে হবে। যখন ধূমপান করতে প্রচণ্ড ইচ্ছা হবে, তখন গোলমরিচের তেল ভেজানো তুলার ঘ্রাণ নিলে ধূমপানের ইচ্ছা একদম চলে যাবে।

৩. পেশীর ব্যথা কমাতে : পেশীর ব্যথায় গোলমরিচের তেল ব্যবহার করলে তা ব্যথা কমাতে সাহায্য করবে। সাথে সাথে তা মাংশপেশী শক্ত করতে সাহায্য করে থাকে। ২ টেবিল চামচ গোল মরিচের তেলের সাথে ৪ চা চামচ রোজমেরী তেল বা আদার রস মিশিয়ে নিতে হবে। মাংশপেশীর যেখানে ব্যথা সেখানে এই তেল ব্যবহার করলে ব্যথা কমে যাবে।

৪. হজম শক্তি বাড়াতে : গোলমরিচ খেলে পাকস্থলী থেকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসৃত হয়, যা খাবার দ্রুত হজম করতে সহায়তা করে এবং অরুচি দূর করে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

৫. ত্বকের যত্নে : ত্বকের যত্নে দীর্ঘ দিন থেকে গোলমরিচ ব্যবহার হয়ে আসছে। গোলমরিচে আছে অ্যান্টি ব্যাক্টরিয়্যাল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান, যা ত্বককে ভিতর থেকে পরিষ্কার করে থাকে। এটি ব্ল্যাক হেডেস দূর করতে সাহায্য করে।

৬. বন্ধ নাক খুলতে : ঠাণ্ডায় নাক বন্ধ হয়ে গেলে ৫ ফোঁটা গোল মরিচের তেল এবং ইউক্যালিপ্টাস তেল পানির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে এই পানির ওপর কয়েকবার নিঃশ্বাস নিলে বন্ধ নাক খুলে যাবে একনিমিষে।

(খ) অ্যালার্জি হ'লে করণীয়

প্রতিটি জীবদেহে বিপাকক্রিয়া স্বতন্ত্র ধরনের। কোন কারণে দেহের বিপাকক্রিয়ায় কোন সমস্যা হ'লে স্বাভাবিক নিয়মেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে নানারকম অ্যালার্জির লক্ষণ দেখা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেকেই নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণকে উপেক্ষা করেন এবং অ্যালার্জিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেন না। অনেকের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ সমস্যা তৈরি না করলেও কারো কারো ক্ষেত্রে অ্যালার্জি অত্যন্ত গুরুতর ও স্পর্শকাতর হয়ে দাঁড়ায়।

সাধারণ কিছু অ্যালার্জি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

অ্যালার্জির কারণ : অ্যালার্জির অন্যতম কারণ হ'ল পরিবেশগত উপাদান। তবে অনেক সময় জেনেটিক গঠন, পরিবারের কারো অ্যালার্জি থাকলে, বিশেষ করে পিতা-মাতা, ভাই-বোনের মধ্যে অ্যালার্জি থাকলে তা বংশানুক্রমিকভাবে অন্যদের মধ্যেও দেখা যেতে পারে।

এছাড়া ফুলের রেণু বা পরাগ, ধুলা, নানারকম খাবার, পোষা প্রাণী, ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, পোকামাকড়ের কামড় ইত্যাদি থেকে অ্যালার্জি হ'তে পারে।

লক্ষণ : চুলকানি, সর্দি, হাঁচি ও শ্বাসকষ্টের প্রবণতা, ত্বক ফুলে ওঠা, লাল রঙের ছোট ছোট ফুসকুড়িতে হাত-পা ভরে যাওয়া ইত্যাদি।

কেন হয় : অ্যালার্জির জন্য দায়ী অন্যতম একটি উপাদান হ'ল ইম্যুনোগ্লোবুলিন বা সংক্ষেপে আইজিই হিসাবে পরিচিত অ্যালার্জিক অ্যান্টিবডি। দেহের জন্য ক্ষতিকর কিছু দেহে প্রবেশ করলে এর প্রতিক্রিয়ায় সেটিকে ধ্বংস করতে তাৎক্ষণিক ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয় এক ধরনের আমিষ জাতীয় উপাদান, যা অ্যান্টিবডি হিসাবে পরিচিত।

অ্যালার্জি রয়েছে এমন কোন কিছু দেহে প্রবেশ করলে বিপাকক্রিয়ার সাধারণ নিয়মে আইজিই অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় এবং সেগুলো অ্যালার্জেনের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করে। এসময় অ্যান্টিবডিগুলো দেহের কোষগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং অ্যালার্জেন-বিরোধী রাসায়নিক উপাদান কোষে কোষে পৌঁছে দেয়। আর তখনই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে আমাদের দেহ স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে এবং অ্যালার্জি দেখা দেয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া বাড়তে থাকে। একসময়ে তা তীব্র আকার ধারণ করলে দেহে অ্যালার্জেন প্রবেশ করে এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

স্বাস্থ্যবিদ মিহাইল বোগোমোলোভ অ্যালার্জেন প্রতিরোধে সহজ একটি ঘরোয়া পথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, যা অ্যালার্জি নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এই পথ্যটি দারুণ কার্যকর।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ছাগলের দুধ দুই কাপ, তাজা মিষ্টি কুমড়ার রস এক কাপ।

প্রস্তুত প্রণালী : ছাগলের দুধ ও মিষ্টি কুমড়ার রস একসঙ্গে মিশিয়ে এতে এক কাপ ফুটানো পানি ঢেলে ভালো করে নাড়তে হবে।

স্বাস্থ্যকর এই তরলটি দিনে তিন থেকে চারবার পান করতে হবে প্রতিবার মূল খাবারের আধা ঘণ্টা আগে। তরলটি হালকা গরম অবস্থায় পান করতে হবে। এক্ষেত্রে পান করার সময় পানীয়টির তাপমাত্রা ৩৪ থেকে ৪৫ ডিগ্রি হওয়া ভালো।

অ্যালার্জি তৈরি করা বিশেষ ধরনের আমিষ জাতীয় উপাদানটি ছাগলের দুধে থাকে না। এটি যকৃত (লিভার) ও পিত্তকোষ (গলব্লাডার) পরিষ্কার রাখে এবং এ দুই প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক কাজকর্মে সাহায্য করে। আর বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় কার্যকরী ও দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান রয়েছে মিষ্টি কুমড়ায়। *॥ সংকলিত ॥*

কবিতা

কুরবানী

আব্দুল খালেক
পাটকেলঘাটা, তালা, সাতক্ষীরা।

পশুর গলে অসি দিয়ে কুরবানী সব করে,
পশু মনের কুরবানীটা কে করিতে পারে?
রবের হুকুম পালন করে পশু যবেহ করে,
রবের তরে হয় না তো খুন মানুষ ভুবন পরে।
পশুগুলো যবেহ করা তাঁরই বিধান,
পশু মনের মানুষ কেন হয়নি নিধন।
বিধির বিধান মেনে মানুষ পশু করে খুন,
কার বিধান মেনে মানুষ, মানুষ করে খুন?
পশুর গলে ছুরি দেওয়া শুধু নয় হয়রানি,
ত্বাকওয়ার তরে সবে কর কুরবানী।
টাকায় কেনে বড় গরু ওরা বড় নেতা,
ওদের কথা লোক মুখে সবার হৃদয়ে গাঁথা।
আমার পিতা গরীব বিধায় সদাই অপমান,
জানতে কেহ চায় না কভু কি দিব কুরবান?
ছোট্ট পশু কিনে পিতা গোপনেতে চলে,
বড় পশুর কথাগুলো সবার গালে গালে।
প্রভুর কাছে ছোট বড় সবাই সমান,
দয়া করে কবুল কর মোর কুরবান!

***

আল-হেরা

মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট, বিরল, দিনাজপুর।

মহান আল্লাহ্‌র বিধান নিয়ে লোকালয়ে রাসূলের ফেরা
বিশ্ববাসীর মুক্তির তপসা কেন্দ্র 'আল-হেরা'।
দিন-দিনান্তর বছরের পর বছর
মানবতার মুক্তির সন্ধানে যিনি ছিলেন ধ্যানে বিভোর।
জীবনে-মরণে পূত-পবিত্র যে মহামানব
আখেরী নবী তিনি উম্মাত দরদী মহানুভব।
জননী খাদীজা তাহেরা নবী সহধর্মিনী
প্রিয় রাসূলের খোঁজে দিবা-যামিনী
হেরার মাঝে যেতেন তিনি।
দিতে খাবার নিতে খোঁজ রাসূলের প্রতি ভালবাসায়
ছিল না কোন ঘাটতি সুন্দর ভবিষ্যতের কামনায়।
আল-হেরার আলো সেতো মানবতার চলার মশাল
ধক্ষংস হ'ল ত্বাগূত বাতিল হ'ল চির পয়মাল।
হেরার আলোয় উদ্ভাসিত হ'ল নয়াদিগন্ত
মুক্তির সওগাত নিয়ে এলো চির অনন্ত।

আত-তাহরীক

মুহাম্মাদ মুযাফফর হুসাইন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জগৎশ্রেষ্ঠ পত্রিকা তুমি
ওহে তাহরীক!
বিশ্বব্যাপী করছ ভ্রমণ
কাপছে ভয়ে বিদ'আত ও শিরক।
তুমি নির্ভীক রবের সৈনিক
দিগ্বিদিকে ছড়ায়ে চলেছ তাওহীদ।
শত যুদ্ধ শত বাধা
বাতিলী ফের্কা লাখো অজ্ঞতা
নিভিয়ে দাও জ্বালাও প্রদীপ
তোমাতে খুঁজে পায় পথিক
মহাবাণী জীবনের নানা দিক
আপোষহীন কণ্ঠ তোমার
নত নাহি কর শির
দিচ্ছ দাওয়াত কল্যাণে ধরণীর।

আলো

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

কলুষ ভেদিয়া তমসা ছেদিয়া গগনে উঠিল শশী।
ত্রাস টুটিয়া লহরি ফাটিয়া আলোকের নব স্ফীতি।
অর্ণব সম অপযশ তমঃ চারিদিকে হুতাশনে
পাতক যেন ঝঞ্ঝার হেন ধরাধামে আঘাত হানে।
মিছা অভিলাষে বিকল বেশে জাহিলিয়াতের যুগ
মিছে বৃথা রোষে রূঢ় কলুষে দিয়ে ছিল ঘোর ডুব।
ছিল মানব হইয়া দানব অন্ধতটে ডুবি
প্রভূত পাপের তীব্র চাপে ন্যুব্জ হচ্ছিল পৃথিবী।
এমন কালে আদমের ভালে জুটিল নবীন রবি,
শর্বরী কেটে বর্বর ছেঁটে ধরা সুবাসিত হ'ল খুবি।
অন্ধ ঘরের বন্ধ দ্বারে মানুষ পেল আলোকের দিশা,
নব উল্লাসে ইসলাম এসে ঘুচাল অমানিশা।
ঘন আধারে ঘোর বাঁধারে ফাটিয়া নবীন আলো
নাহি করে ভয় ইসলামের জয় অনিবার্য হলো।
তমসা বাগানে তিমির গগনে উঠিল সোনালী শশী
আঁধার টুটে পুষ্প ফুটে ধরা হ'ল স্নিগ্ধ সুবাসী।
তাঁর মায়াতে তাঁর ছোয়াতে মুগ্ধ হয়ে সবাই
কুরআনের বাণী সবে গেল জানি শান্তি এলো ধরায়।

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)।
২. খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)।
৩. সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)।
৪. আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রাঃ)।
৫. আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ)।
৬. ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)।
৭. আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)।
৮. আবু বকর (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর নানা।
৯. ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)।
১০. খুবায়েব বিন আদী (রাঃ)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. ফাতেহাবাদ। ২. ফালকিং। ৩. জালালাবাদ/শ্রীহট্ট।
৪. বৈদ্যনাথ তলা। ৫. শমসের নগর। ৬. সিংহজানী।
৭. ভবানীগঞ্জ। ৮. ইসলামাবাদ/সাত-ইল গঞ্জ/চট্টলা/চাটগাঁও।
৯. বাগ-ই-শাহেন শাহ। ১০. চন্দ্রদ্বীপ/ বাকলা/ইসমাইলপুর।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. আনছারদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোন ছাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন?
২. সর্বপ্রথম কোন ছাহাবী হাবশায় (আবিসিনিয়া) হিজরত করেন?
৩. কোন ছাহাবীর উপাধি ছিল আসাদুল্লাহ?
৪. কোন ছাহাবী সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমার এ ছেলে নেতা, সম্ভবতঃ আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলমানদের বিবাদমান বড় দু'টি দলের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করে দিবেন'?
৫. কোন ছাহাবীদ্বয়কে জান্নাতের যুবকদের সরদার বলা হয়েছে?
৬. কোন ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর কবর খনন করেছিলেন?
৭. কোন মহিলা ছাহাবীকে আল্লাহ তা'আলা জিবরীল মারফত সালাম পাঠিয়েছেন?
৮. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন?
৯. পুরুষদের মধ্যে কাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাধিক ভালবাসতেন?
১০. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন্ স্ত্রী অধিক নফল ছালাত ও ছিয়াম আদায়কারিণী ছিলেন?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. নোয়াখালীর পুরাতন নাম কি? ২. কুষ্টিয়ার পুরাতন নাম কি?
৩. খুলনার পুরাতন নাম কি? ৪. বাগেরহাটের পুরাতন নাম কি?
৫. যশোরের পুরাতন নাম কি? ৬. দিনাজপুরের পুরাতন নাম কি?
৭. রাজবাড়ীর পুরাতন নাম কি? ৮. শরীয়তপুরের পুরাতন নাম কি?
৯. গজারিয়ার পুরাতন নাম কি? ১০. আসাদগেইটের প্রাচীন নাম কি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৮ই জুন শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ সংলগ্ন মসজিদে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সোনামণি পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হুসাইন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সাঈদুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সোনামণি সদর উপযেলার সহ-পরিচালক আব্দুল হাকীম।

ধানদিয়া, তালা, সাতক্ষীরা ২০শে জুন সোমবার : অদ্য সকাল ৭-টায় ধানদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। তালা উপযেলা 'সোনামণি' পরিচালক আবু রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি জান্নাতুল ফিরদাউস ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আরাফাত হুসাইন।

ভূগরইল পশ্চিমপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ৩০শে জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় ভূগরইল পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ সংলগ্ন মক্তবের শিক্ষক আবু হানীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ।

ভোলাবাড়ী, বায়া, রাজশাহী ১লা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ভোলাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ভোলাবাড়ী শাখার প্রচার সম্পাদক আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী সদর যেলার সাধারণ সম্পাদক আজমাল হুসাইন এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাহীদ হাসান। উক্ত অনুষ্ঠানে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে মিনহাজুল ইসলাম, দ্বিতীয় স্থান আরীফুল ইসলাম এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে ফায়ছাল আহমাদ। এছাড়া সকল প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ ৫ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ একাডেমী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক জনাব অলিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক জনাব মুতীউর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি যহীরুল হক ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুজাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক জনাব শহীদুল্লাহ।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০ই আগস্ট বুধবার : অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সোনামণি প্রতিভা ১৭তম সংখ্যা মে-জুন ২০১৬-এর কুইজ বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি রাজশাহী মহানগরের পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ছাদরুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ফাহাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে মারকায এলাকার সোনামণি সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

Contents

স্বদেশ

ব্লগার ও জঙ্গীরা মানবতার ক্ষতি করছে

-পুলিশ মহাপরিদর্শক

'ব্লগাররা লেখনীর মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানছে। আর জঙ্গীরা মানুষ হত্যা করে সমাজের, রাষ্ট্রের, মানবতার ক্ষতি করছে' বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক একেএম শহীদুল হক। গত ৬ই আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবের এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, তরুণদের কেউ কেউ জঙ্গী সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আবার কেউ কেউ মুক্ত চিন্তায় আদর্শিক। অতিরিক্ত মুক্তচিন্তা করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনছে ব্লগাররা। তারা ইসলাম ধর্ম ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে যে ধরনের কটূক্তি করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আইজিপি বলেন, আগে একটা ধারণা ছিল সমাজের দরিদ্র ও মাদরাসার ছেলেরা জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত। কিন্তু এ ধারণা বিগত কয়েকটি ঘটনায় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষিত ছেলেরাও জঙ্গী হয়ে উঠছে। শিক্ষিত ছেলেরা সরাসরি জান্নাতে যাওয়ার লোভে জঙ্গী হচ্ছে। জঙ্গীদের বোঝানো হয়েছে মুশরিক, মুরতাদ, মুনাফিক, কাফের এই চার শ্রেণীর লোকদের হত্যা করলে কোন বিচার হবে না। সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে। এই জান্নাতের স্বপ্ন দেখে তারা মুসলমানদের হত্যা করছে। জঙ্গীবাদে কেউ একবার মোটিভেট হয়ে গেলে তাকে আর ফেরানো যায় না উল্লেখ করে তিনি বলেন, আটকদের অনেকবার বুঝিয়েও আমি কোন ফল পাইনি। তিনি বলেন, এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর এটা শুরু করতে হবে পরিবার থেকে। পিতা-মাতাকে তার সন্তানের প্রতি তীক্ষ্ণ নযরদারী রাখতে হবে। আত্মার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

তিনি বলেন, ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তরুণদের বিপথগামী করা হচ্ছে। সবার মাঝে তাই ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা ছড়িয়ে দিতে হবে। আর এক্ষেত্রে আলেমসমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন।

মুসলমান দিয়ে মুসলমান ধ্বংসে ষড়যন্ত্র হচ্ছে উল্লেখ করে আইজিপি বলেন, ইসলামের বিরুদ্ধে ইহূদীরা ষড়যন্ত্র করছে। আইএস-এর মত সংগঠন তৈরী করে মুসলমানদের দিয়ে মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে। কারা তাদের সাহায্য করছে। কারা তাদের অস্ত্র দিচ্ছে তা সবার জানা।

[ধন্যবাদ জনাব আইজিপি মহোদয়কে স্পষ্টভাবে হক কথা বলা জন্য। গ্রেইম গেইমে অভ্যস্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা এটা বুঝলে খুশী হব' (স.স.)]

চার বছরেই আশি বছরের বৃদ্ধ বায়েযীদ!

আশি বছরের বৃদ্ধের দেহের মধ্যে চার বছরের শিশু! বিস্ময়কর হ'লেও সত্য যে, মাগুরার লাভলু শিকদার ও তৃপ্তি খাতুন দম্পতির প্রথম সন্তান চার বছরের শিশু বায়েযীদ শিকদার যেন এখন আশি বছরের বৃদ্ধ। তার চার বছরের ছোট্ট দেহটার ওপর কেউ যেন বসিয়ে দিয়েছে আশি বছরের বৃদ্ধের মুখ। চাহনি, অঙ্গভঙ্গিও অনেকটা বৃদ্ধ মানুষের মত। শরীর এর মধ্যেই কুঁজো হয়ে গেছে। ঝুলে পড়েছে শরীরের চামড়াও। চিকিৎসকদের ধারণা, অত্যন্ত বিরল রোগ প্রোজেরিয়ায় আক্রান্ত বায়েযীদ। এ ধরনের বিরল রোগে আক্রান্ত আরও শতাধিক শিশু আছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এই রোগে আক্রান্তরা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ছয়গুণ দ্রুত বুড়িয়ে যেতে থাকে এবং সাধারণতঃ ১৪ বছরের মধ্যেই মারা যায়।

এদিকে বিনামূল্যে বায়েযীদের চিকিৎসা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাই বর্তমানে সে সেখানেই ভর্তি রয়েছে। তার দেহের বিভিন্ন বিষয়ে অন্তত ৪০টি পরীক্ষা করা হবে। রোগ শনাক্তের পর সে অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু হবে।

বিদেশ

ইসরায়েলই মুসলিম চরমপন্থী তৈরী করছে

-ব্রিটিশ এমপি

বিশ্বব্যাপী উগ্রপন্থী ও ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর উত্থানে ইসরায়েলকে দায়ী করেছেন ব্রিটিশ এমপি ব্যারোনেস টঙ্গ। ইসরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তীনী শিশুদের গুলী করে হত্যার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, আমি মহৎ লর্ডদের বলতে চাই, যেভাবে ইসরায়েল ফিলিস্তীনী শিশুদের গুলী করে হত্যা করছে, তাতে একটি চরমপন্থী প্রজন্ম তৈরী হচ্ছে। এটা ইসরায়েলের জন্য ভয়ঙ্কর। চরমপন্থী এ প্রজন্ম ইসরায়েল ও তার সমর্থক দেশগুলোর বিরুদ্ধে হামলাকে জায়েয করতে এ ঘটনাকে ব্যবহার করবে। টঙ্গ আরও বলেন, যেভাবে ফিলিস্তীনীদের সঙ্গে ইসরায়েল আচরণ করছে তার কারণেই প্রধানতঃ উগ্রপন্থা ও আইএসের জন্ম হয়েছে।

এর আগে বক্তব্যে তিনি ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষ দ্বারা ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর দিকে শিশুদের ইট-পাটকেল ছুড়ে মারার নির্দেশের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, ফিলিস্তীনী শিশুরা তাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত নৃশংসতা, বিভিন্ন চেক পয়েন্টে তাদের পিতা-মাতাকে নিগৃহীত হ'তে দেখে। সেটেলারদের দ্বারা নিয়মিতই সহিংসতা, ক্ষেতের ফসল, ঘর ও পানির সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস হ'তে দেখছে তারা। এর সঙ্গে বসতি উচ্ছেদে মানুষ গৃহহারা হচ্ছে, স্কুল বন্ধ হচ্ছে, খেলার মাঠ ও খোলা জায়গা বন্ধ হচ্ছে। তাই উক্ত শিশুদের বলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না যে, উক্ত পরিস্থিতির মধ্যে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে।

মরা গরু নিয়ে বিপাকে ভারত সরকার

ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা গরুকে মায়ের মর্যাদা দেওয়ায় ভারত সরকার অর্থনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করেও বাংলাদেশে গরু রফতানী বন্ধ করেছে, কয়েকটি রাজ্যে গরুর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ করেছে, বিভিন্ন জায়গায় এ নিয়ে হামলা-মামলা হয়েছে; এখন সেই গরু নিয়ে বিপদে পড়ে গেছে দেশটি।

জাত-পাতের কারণে দেশের নিম্নবর্ণের দলিত সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করায় তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে রাস্তাঘাট থেকে মরা গরু সরাবে না। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উদ্দেশ্যে তাদের বক্তব্য- গরু তোমাদের মা। রাস্তাঘাটে ও গোয়ালে মরে পড়ে থাকা গরু তোমরাই সরাও। তোমরাই মরা গরুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কর। ফলে কয়েক দিন থেকে গুজরাটের বাড়িঘর থেকে শত শত মরা গরু না সরানোয় দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে বাতাসে। হাট-বাজার ও রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করা দায় হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের।

'দ্য হিন্দু' পত্রিকার খবর অনুযায়ী গুজরাটের বিভিন্ন শহরের রাস্তায় অন্তত ৫শ' থেকে এক হাযার মরা গরু পড়ে রয়েছে। প্রতি মরা গরু সরানোর জন্য আগে ২শ' টাকা দেয়া হ'ত। এখন প্রতি গরুতে এক হাযার টাকা পর্যন্ত দেয়ার প্রস্তাব করা হ'লেও দলিত সম্প্রদায় কোন প্রস্তাবই মানছে না। তাদের দাবী আমরা টাকা চাই না নাগরিক অধিকার চাই। এক দেশে কেউ প্রথম শ্রেণীর নাগরিক কেউ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক থাকতে পারে না। তারা নাগরিক হিসাবে সমান অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত মরা গরু সরাবে না এবং আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

জাতপাতের কারণে ভারতে দলিত সম্প্রদায়কে সামাজিকভাবে অচ্ছুত মনে করায় কার্যতঃ তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে

বিবেচিত হয়। ইচ্ছে করলে দলিতরা কোন হোটেলে প্রবেশ করে খেতে পারে না। হোটেলে এবং রেস্তোরাঁয় দলিতদের জন্য আলাদা প্লেট-গ্লাস-চায়ের কাপ ব্যবহার করা হয়।

আল্লাহ উচ্চারণ করায় বিমান থেকে নামিয়ে দেয়া হ'ল দম্পতিকে

'আল্লাহ' উচ্চারণ করায় বিমান থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে এক মুসলিম দম্পতিকে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ডেল্টা এয়ারলাইন্সে এ ঘটনাটি ঘটেছে। বিমানের ক্রুরা অভিযোগ করে বলেন, ফায়ছাল আলী ও নাজিয়া আলী নামের ঐ দম্পতি অত্যধিক ঘেমে যাওয়ার পর 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করছিলেন এবং কাউকে মোবাইলে মেসেজ পাঠাচ্ছিলেন। তাই তারা তাদের বিমান থেকে নেমে যেতে বলেন। বিমান থেকে নামার পর একজন ফরাসী পুলিশ কর্মকর্তা তাদেরকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আলী জানান, তিনি তার মাকে মেসেজ পাঠাচ্ছিলেন তাদের রওয়ানা হওয়ার বিষয়টি জানানোর জন্য। কিন্তু বিমান ক্রুরা এতে ভীত হয়ে বিষয়টি তাৎক্ষণিক পাইলটকে অবহিত করেন। অতঃপর তাদের বাদ দিয়েই উড্ডয়নের সিদ্ধান নেন পাইলট।

সামাজিক অবিচার ও অর্থের পূজাই বিশ্বব্যাপী চলমান সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের জন্য দায়ী

-পোপ ফ্রান্সিস

সামাজিক অবিচার ও অর্থের পূজাই বিশ্বব্যাপী চলমান সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের জন্য দায়ী এবং সহিংসতার সাথে ইসলাম ধর্মকে জড়িত করা ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন পোপ ফ্রান্সিস। গত ৩১শে জুলাই পোল্যাণ্ডের কারাকো বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, আমি মনে করি সহিংসতার সাথে ইসলামকে জড়ানো ঠিক হবে না। এটা সঠিক নয় এবং সত্যও নয়। তিনি বলেন, আমি ইসলামিক সহিংসতা নিয়ে কথা বলা পসন্দ করি না। কারণ যদি ইসলামের হিংস্রতা নিয়ে আমাকে কথা বলতে বলা হয়, তাহ'লে ক্যাথলিকদের হিংস্রতা নিয়েও আমাকে কথা বলতে হবে। সকল ক্যাথলিকরা যেমন হিংস্র নয়, তেমনি সকল মুসলমান হিংস্র নয়।

তিনি বলেন, সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেই একটি ছোট্ট মৌলবাদী গোষ্ঠী থাকে। ক্যাথলিকদের মধ্যেও আছে। ক্যাথলিকরা হয়ত সরাসরি হত্যা করছে না। কিন্তু মনে রাখা উচিত, আপনি ছুরি দিয়ে যেমন মানুষ হত্যা করতে পারেন, তেমনি কথা দিয়েও মানুষ হত্যা করতে পারেন। প্রতিদিন আমি যখন পত্রিকা পড়ি তখন ইতালিতে সহিংসতার খবর দেখি। কেউ বান্ধবীকে খুন করেছে, কেউ শাশুড়িকে খুন করছে। যারা এসব করছে তারা খ্রিস্টান ক্যাথলিক।

তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাসের বিভিন্ন কারণ আছে। আমি জানি এটা বলা বিপজ্জনক। কিন্তু যখন কোন বিকল্প থাকে না তখন সন্ত্রাস বৃদ্ধি পায়। যখন অর্থই হয়ে ওঠে ঈশ্বর, মানুষের পরিবর্তে বিশ্বে অর্থনীতি হয়ে ওঠে কেন্দ্র, তখন এটাই হয় সন্ত্রাসের রূপ। এটাই হ'ল সব ধরনের মানবতার বিরুদ্ধে মৌলিক সন্ত্রাসবাদ। এটিই বঞ্চিতদের সহিংসতার দিকে ঠেলে দেয়।

পোপ বলেন, ইউরোপের বহু তরুণ রয়েছে যাদের কোন কাজ নেই; এক পর্যায়ে তারা মদ ও মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তারা বিভিন্ন সন্ত্রাসী দলে যোগ দেয়। তাদের সঠিক পথে ফেরাতে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

মুসলিম জাহান

লিবিয়ায় গাদ্দাফী-পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্য হচ্ছে

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলে লিবিয়ার অবিসংবাদিত নেতা গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যখন দানা বেঁধে উঠছিল, সেসময় রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে তাঁর ছেলে সাইফ আল-ইসলাম যেসব আশঙ্কার কথা বলে দেশবাসীকে সতর্ক করেছিলেন, সেগুলোর বেশির ভাগই এখন দৃশ্যমান। সেই ভাষণে সাইফ দেশবাসীর প্রতি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অরাজক পরিস্থিতির দিকে দেশকে ঠেলে না দেয়ার অনুরোধ জানান। এ সময় সাইফ দেশের বিভিন্ন প্রকল্পে ২০ হাযার কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই বিদ্রোহ সব ধূলিসাৎ করবে। দেশকে ঠেলে দেবে গৃহযুদ্ধের দিকে। জাতি ও গোষ্ঠীগত বিরোধ দেশকে টুকরো করে ফেলবে। ফায়দা লুটবে বাইরের দুর্বৃত্ত ও পশ্চিমারা। প্রাণ ঝরবে হাযারো মানুষের। তিনি বলেছিলেন, এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে দেশের মানুষের নিরাপত্তার অভাব দেখা দেবে। অর্থনৈতিক শক্তির মূল ভিত্তি তেল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। বিপর্যস্ত হবে অর্থনীতি। এই সুযোগে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে ধর্মান্ধ সংগঠন ও গোষ্ঠীগুলো। দেশে যে সংকট সৃষ্টি হবে এর জের ধরে বহু লিবীয় বাস্তুভিটা হারাবে। আশ্রয়ের আশায় যাযাবরের মতো তারা ভীনদেশের দ্বারে দ্বারে ঘুরবে।

শতবর্ষ আগের দুঃসময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাইফ বলেছিলেন, ১৯১১ সালে ইতালী তাদের দেশ দখল করে নেয়ার পর যে ভয়ানক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, সেই সংকটাপন্ন দিনগুলো ফিরে আসবে। ঐ সময় লিবিয়ার হাযারো মানুষ প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রায় ৪০ মিনিটের এই ভাষণে সাইফ সতর্ক করে বলেন যে, তাদের মূল সম্পদ প্রাকৃতিক তেল অন্যদের হাতে চলে যাবে, বিপুল পরিমাণ তেল পুড়ে নষ্ট হবে। বারোটা বেজে যাবে দেশের অর্থনীতির। সাইফের ঐ ভাষণ সে সময় সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে প্রকাশ করা হয়।

কিন্তু তার এই সতর্কবার্তা বেশির ভাগ মানুষ আমলে নেয়নি। আন্দোলনরত মানুষ উল্টো ক্ষুব্ধ হয়েছিল। বিশ্লেষক ও সমালোচকেরা কঠোর ভাষায় সাইফের নিন্দা করে বলেছিলেন, গণতন্ত্র পেলে লিবিয়া বরং উন্নয়ন আর সমৃদ্ধিতে ফুলে-ফেঁপে উঠবে। এরপর অনেক কিছুই ঘটে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্রদের সহযোগিতায় বিদ্রোহীরা গাদ্দাফীর পতন ঘটিয়েছে। বন্দী হয়েছেন সাইফ আল-ইসলাম। যুদ্ধাপরাধের দায়ে তিনি বর্তমানে কারাগারে।

সাইফের ভাগ্যে যা-ই ঘটুক না কেন, পাঁচ বছর আগে তিনি যেসব কথা বলেছেন, তা আজ অতি নির্মমভাবে বাস্তব। লিবিয়ায় এখন জাতিসংঘ-সমর্থিত একটি ঐক্যের সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'লেও আঞ্চলিক প্রশাসনে এর নিয়ন্ত্রণ নেই। ২০১০ সালে যে লিবিয়ায় প্রতিদিন গড়ে ১৬ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদিত হ'ত, সেখানে এখন তেল উৎপাদন চার-পাঁচ লাখ ব্যারেল। ২০১১ সাল থেকে বিদ্যুৎ-সংকট লিবিয়ার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। দেশটির একজন এমপির তথ্যমতে, ৬৪ লাখ লোকের দেশটিতে প্রায় দুই কোটি অবৈধ অস্ত্র রয়েছে। অভাব-অনটন দেশজুড়ে। দুর্নীতি ও অনাচারে ভরে গেছে দেশ। উন্নত জীবনের আশায় মানুষ দূরদেশের দিকে ছুটছে। অবৈধভাবে সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে অনেকের ঘটছে সলিলসমাধি।

আর গাদ্দাফীর পতনের মাধ্যমে সুখী দেশ গড়ার স্বপ্ন যারা পেছন

থেকে দেখিয়েছিল, এই পরদেশী মিত্ররা সটকে পড়েছে। মাঝখান থেকে নিরীহ সাধারণ মানুষের যত দুর্ভোগ। এর শেষ কোথায়, এরও কোন আভাস নেই। কেবল লিবিয়াই নয়, মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশে গণতন্ত্রের সুবাস নিয়ে আরব বসন্তের ফুল ফুটেছিল, সে ফুল ঝরে পাপড়ি শুকিয়ে গেছে। তবে এই ফুল এটাই শিক্ষা দিয়েছে যে সমঝোতার মনোভাব না থাকলে, সত্যিকারের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হ'লে, কোন দেশেই শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে না।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন জার্মান এমপি ক্লাউন

জার্মানীর ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির এমপি ওয়ার্নার ক্লাউন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ক্লাউন যিনি এক সময় অভিবাসন বিরোধী হিসাবে পরিচিত ছিলেন, তিনিই এখন সিরিয়া, ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে আসা অভিবাসীদের একজন বড় সমর্থক। ৭৫ বছর বয়সী এই জার্মান এমপি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর নিজের নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন ইবরাহীম।

ধর্মান্তরিত হওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, জার্মানীর বিখ্যাত কবি জোহান উল্ফগান ভন যোথের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রশংসা করে লেখা এক কবিতা পড়ে তিনি ইসলাম সম্পর্কে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন পড়ার পর আমি ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি এবং অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করি। ক্লাউন বলেন, ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করার পর তার নীতি-আদর্শেও পরিবর্তন আসে।

তিন বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করেছে মুহাম্মাদ

উত্তর নাইজেরিয়ার জারিয়া শহরের তিন বছরের এক শিশু সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। প্রবল প্রতিভাধর ও মুখস্থ শক্তির অধিকারী ক্ষুদে এই হাফেযের নাম মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আলিয়্যু। আলোচিত এই শিশুটির বয়স যখন দেড় বছর, তখনই সে অ্যাঙ্গো আবদুল্লাহ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি হয়। সেখানে সে তিন বছরে পা দেওয়ার আগেই পুরো কুরআন মুখস্থ করে ফেলে। এই স্কুলটি মূলতঃ একটি আন্তর্জাতিক কুরআন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে শিশুদেরকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কুরআন শেখানো হয়।

অবাক করার মতো বিষয় হ'ল, আব্দুল্লাহ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলটি এমন একটি স্কুল, যেখানে শিশুদের মাতৃদুগ্ধ ছাড়ার পরপরই ভর্তি করা হয় এবং এর জন্য পিতা-মাতাদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। তবে এটা নাইজেরিয়ানদের ঐতিহ্য বিশেষ। তারা খুব অল্প বয়স থেকে ছেলে শিশুদের আবাসিকভাবে রেখে কুরআন শিক্ষা থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে থাকে। তারা বিশ্বাস করে, যখন শিশুরা মায়ের দুধ পান ছেড়ে দেয়, তখন তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে। যা শেখানো হয়, সহজেই ধরতে পারে। এ চিন্তা করে তারা এক বছর বয়স থেকে শিশুদের ভর্তি করায়। বিশেষ করে কুরআন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়।

মুহাম্মাদের পিতা এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক ড. আলিয়্যু শামসুদ্দীন বলেন, এখানে মুহাম্মাদ ছাড়াও কম বয়সে কুরআন মুখস্থ করেছে অনেক শিশু। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তার পার্থক্য হচ্ছে- মুহাম্মাদ আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে এবং সম্প্রতি সে সঊদী আরবে শিশু বিভাগের প্রতিযোগিতায় সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

মুহাম্মাদ আরবী ও ইংরেজীতে অনর্গল কথা বলতে পারে। বয়সের কারণে তার কুরআন পাঠের উচ্চারণ অতটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু গড়গড়িয়ে, কোন কষ্ট ছাড়াই সে তেলাওয়াত করতে পারে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

জিকা ভাইরাস থেকে দূরে রাখবে আব্দুল হামীদের মশকনিধন যন্ত্র

প্রাণঘাতী জিকা ভাইরাস নিয়ে সারা বিশ্ব যখন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভুগছে, ঠিক তখন মশাবাহিত এই ভাইরাস থেকে নিরাপদ থাকার পন্থা উদ্ভাবন করেছেন চট্টগ্রামের আব্দুল হামীদ। জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ বোয়ালখালী উপযেলার পোপাদিয়া গ্রামের এই যুবক উদ্ভাবিত নতুন মশকনিধন যন্ত্রটি গত বছর সরকারী অনুমোদন লাভ করেছে। এবছর শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্যাটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদফতর কর্তৃক প্রকাশিত গেজেটে তা প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্ভাবক আব্দুল হামীদ বলেন, আমার উদ্ভাবিত 'ইলেক্ট্রো-কেমিক্যাল মসকুইটো কিলার' সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে নির্মিত। সরকার এর স্বীকৃতি দেয়ার আগে প্রায় ১৮ মাস বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খোঁজ-খবর নিয়েছে। এরপর কোথাও না থাকায় যন্ত্রটি স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৩৪ বছর বয়সী আব্দুল হামীদ বলেন, মশা নিধনের এ যন্ত্র এবং ব্যবহৃত রাসায়নিক থেকে কোন বিষক্রিয়া ছড়াবে না। দুই হাযার বর্গফুটের মধ্যে যত মশা থাকবে সব মশা যন্ত্রের ভেতর ঢুকে যাবে। ঘরে-বাইরে সব জায়গায় এ যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে। বিদ্যুৎ ছাড়াও ব্যাটারী দিয়েও চার-পাঁচ ঘণ্টা এটি চলবে। যন্ত্রটির ওযন ৫০০-৬০০ গ্রাম। বিদ্যুৎ খরচ হবে সাত ওয়াট। ১০০ টাকা মূল্যের একটি রিফিল দিয়ে চার মাস চলবে। একটি রিফিলসহ যন্ত্রটির এককালীন মূল্য দু'হাযার টাকা। তিনি বলেন, অর্থের অভাবে নতুন এই যন্ত্র বাজারজাত করা সম্ভব হচ্ছে না। যন্ত্রটি পাওয়ার ঠিকানা : ফার্স্ট টেকনোলজি বিডি, ২২ আতরজান জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, পশ্চিম আসকার দীঘির পাড়, কোতওয়ালী, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৮১২- ৫৬৭১২৮।

স্মার্ট থার্মোমিটার ২ সেকেণ্ডে জানাবে দেহের তাপমাত্রা

মুখে বা হাতের তলায় থার্মোমিটার রেখে দেহের তাপমাত্রা দেখার দিন শেষ। এবার চলে এল ডিজিটাল থার্মোমিটার। মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা নোকিয়ার মালিকানাধীন একটি কোম্পানী এই ডিজিটাল থার্মোমিটার নিয়ে এসেছে। থার্মো নামের এই থার্মোমিটার দেহের তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্ণয় করবে। দেহ থেকে ১ সেন্টিমিটার দূরে রাখলেও কাজ করবে এই যন্ত্র। এতে ১৬টি ইনফারেড সেন্সর রয়েছে যা মাত্র ২ সেকেণ্ডে বলে দেবে তাপমাত্রা। এই থার্মোমিটারের একটি অ্যাপও রয়েছে। থার্মো অ্যাপ নামক এই অ্যাপটি ডাউনলোড করলেই ফোনে চলে আসবে সমস্ত রিডিং।

দাঁতের সুরক্ষায় স্মার্ট টুথব্রাশ 'প্রোফিক্স'

দাঁতের যত্ন নেয়ার জন্য এবার বাজারে এসেছে স্মার্ট টুথব্রাশ। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অনভি'র আনা প্রোফিক্স নামের এই টুথব্রাশটিতে রয়েছে ক্যামেরা। তাই দাঁত ব্রাশ করার সময় সরাসরি মুখের ভেতরের অবস্থার ভিডিও দেখা যাবে মোবাইলে। আর চাইলে মুখের ভেতরের ও দাঁতের স্পষ্ট ভিডিও বা স্থিরচিত্রও তুলে রাখা যাবে। এছাড়া দাঁতের ফাঁকে কোন ময়লা জমে আছে কিনা বা ভেতরের মাড়িতে কোন দাঁতের সমস্যা আছে কিনা এই ছবির মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ও দন্ত চিকিৎসকরা সেটি শনাক্ত করতে পারবেন। স্মার্ট এই ডিভাইসের সঙ্গে রয়েছে চারটি পরিবর্তনযোগ্য ব্রাশ। প্রয়োজন অনুযায়ী দাঁতের অবস্থা বুঝে এসব ব্রাশ বদলে ব্যবহার করা যাবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

গত ১৪ই আগষ্ট ২০১৬ রবিবার, সকাল সাড়ে ১১-টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** লিখিত বক্তব্য পেশ করেন এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। লিখিত বক্তব্যটি হুবহু নিম্নরূপ-

আসসালামু 'আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত সুধী মণ্ডলী এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সম্মানিত সাংবাদিক বন্ধুগণ!

(১) আজকে একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ যখন বৈশ্বিক রূপ ধারণ করেছে, তখন ষড়যন্ত্রকারীরা পৃথিবীর ৩য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকেও তাদের টার্গেট বানিয়েছে। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে সচেতন নাগরিক ও দেশপ্রেমিক সংগঠন হিসাবে জাতির নিকটে আমাদের কথাগুলি আপনাদের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই।

'আহলেহাদীছ' অর্থ 'হাদীছের অনুসারী'। পারিভাষিক অর্থে 'কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী'। সকল দিক ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়ার আন্দোলনকেই বলা হয় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও সালাফে ছালেহীন সর্বদা এ পথেরই দাওয়াত দিয়ে গেছেন। 'আহলেহাদীছ' তাই প্রচলিত অর্থে কোন ফের্কা বা মতবাদের নাম নয়, এটি একটি পথের নাম। এ পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় হেদায়াত এ পথেই মওজুদ রয়েছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সেই জান্নাতী পথেই মানুষকে আহ্বান জানায়। এ আন্দোলন তাই মুমিনের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র আন্দোলন।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা নিয়েই ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যাত্রা শুরু করেছিল। আজও তার মুরব্বী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং তার অঙ্গসংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি' ও 'আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা' একই লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

বন্ধুগণ! (২) এদেশে জঙ্গীবাদের সূচনা থেকেই আমাদের সংগঠন এর বিরুদ্ধে জনগণকে ও সরকারকে হুঁশিয়ার করে আসছে। ১৯৯৮ সালের ২৫শে মে সাতক্ষীরা শহরের চিলড্রেন্স পার্কে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে সংগঠনের আমীর হিসাবে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জনগণকে এ বিষয়ে সাবধান করি।

এরপর থেকে আমাদের সকল সম্মেলন, সেমিনার, বই ও পত্র-পত্রিকায় জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকার ও জনগণকে বিশেষ করে তরুণ সমাজকে আমরা সাবধান করে এসেছি। অথচ ২০০৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী বিগত চারদলীয় জোট সরকার আমাদেরকে 'গিনিপিগ' বানিয়ে মিথ্যা অপবাদে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল? যদিও পরে সবাই বেকসুর খালাস পাই। কিন্তু দেশে-বিদেশে সংগঠনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার কাজটি তারা সেরে যায়।

দুর্ভাগ্য জনক সত্য এই যে, কোনরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই কোন কোন মিডিয়া মাঝে-মধ্যে আহলেহাদীছ-এর বিরুদ্ধে জঙ্গীবাদের সন্দেহমূলক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ কথিত অপবাদের সাথে কখনোই আমাদের সংগঠনের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না, আজও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না ইনশাআল্লাহ। সম্প্রতি সরকারী প্রতিষ্ঠান 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' উক্ত অপপ্রচারে যুক্ত হয়েছে। তারা লা-মাযহাবী, সালাফী, মওদূদী ও যাকির নায়েক সবকিছুকে একাকার করে উদ্দেশ্যমূলক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা সকল মিডিয়াকে বস্তুনিষ্ঠভাবে সত্য প্রকাশের আহ্বান জানাচ্ছি। বিশেষ করে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-কে নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। এই সাথে আমরা দাবী করছি যেন (ক) এর পরিচালনা কমিটিতে আহলেহাদীছ প্রতিনিধি থাকেন এবং এখানে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের বই-পত্র সসম্মানে স্থান পায়। সেই সাথে এটাও দাবী করছি যেন (খ) বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে অন্ততঃ একজন ইমাম আহলেহাদীছ থাকেন ও মাসে কমপক্ষে একটি খুৎবা দিতে পারেন, তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। (গ) আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিলেবাস কমিটিতে ও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটিতে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের প্রতিনিধিত্ব দাবী করছি।

সাংবাদিক বন্ধুগণ! (৩) এদেশে সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে হানাফী ও আহলেহাদীছ দু'টি সম্প্রদায় রয়েছে। হানাফীদের মধ্যে ব্রেলভী ও দেওবন্দী দু'টি দল রয়েছে। আমরা মনে করি প্রকৃত হানাফী এবং প্রকৃত আহলেহাদীছ বা সালাফী কখনোই জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী নয়। জঙ্গীদের মধ্যে অনেকে ছালাতে রাফাদানী হ'লেও আক্বীদায় 'আহলেহাদীছ' নয়। কেননা প্রকৃত 'আহলেহাদীছ' সর্বদা মধ্যপন্থী। তারা যেমন শৈথিল্যবাদী নয়, তেমনি চরমপন্থীও নয়।

তাছাড়া ব্যক্তি কোন অপরাধ করলে পুরা সম্প্রদায় তার জন্য দায়ী হয় না। কেননা আল্লাহ বলেন, 'একের পাপের বোঝা অন্যে বইবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। এদেশে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরে সহানুভূতির সঙ্গে বসবাস করছে এবং তারা পরস্পরে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। অতএব তাদের মধ্যে যাতে বিভেদ সৃষ্টি না হয় এবং ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়, তেমন সহনশীল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সম্মানিত আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখগণের প্রতি আবেদন রইল।

বন্ধুগণ! ইসলাম নিঃসন্দেহে শান্তির ধর্ম। এখানে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই। জিহাদ ও জঙ্গীবাদ কখনো এক নয়। সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে যারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারা জিহাদ করে না, বরং সন্ত্রাস করে। সন্ত্রাসী কখনো ইসলামের বন্ধু নয়। ওরা ইসলামের শত্রু, রাষ্ট্রের শত্রু, মানবতার শত্রু। নিঃসন্দেহে জঙ্গীবাদের জন্য ইসলাম দায়ী নয়। প্রকৃত কোন মুসলমানও দায়ী নয়। বরং ইসলামের প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা সৃষ্টির জন্যই বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের নতুন ইস্যু সৃষ্টি করা হয়েছে। কারা করেছে, তাদেরকে সবাই চেনেন ও জানেন। কিন্তু বলতে পারেন না।

সাংবাদিক বন্ধুগণ! (৪) ইসলামে শৈথিল্যবাদ ও চরমপন্থা কোনটারই অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেন, আমরা তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত করেছি। যাতে তোমরা মানবজাতির উপরে (ক্বিয়ামতের দিন) সাক্ষী হ'তে পার এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষী হন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। সাক্ষ্যদাতা উম্মত সর্বদা মধ্যপন্থী হয়ে থাকে। আর এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুসলিম উম্মাহ্র 'শ্রেষ্ঠ জাতি' হওয়ার চাবিকাঠি *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে

কোন যবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*। ইসলামের এই মহান আদর্শের কারণেই বাংলাদেশে হাযার বছর ধরে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ শান্তির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করছে। হঠাৎ এমন কি হ'ল যে, কেউ আর ইসলাম ও মুসলমানকে বরদাশত করতে পারছে না? টুপী-দাড়ি ও বোরকা-হিজাব দেখলে অনেকে ক্ষেপে উঠছে?

সুধী মণ্ডলী! (৫) দেশে দেশে পরাশক্তিগুলির অব্যাহত যুলুম ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ মানবতা যখন ইসলামের শান্তিময় আদর্শের দিকে দ্রুত ছুটে আসছে, তখন ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম হিসাবে প্রমাণ করার জন্য তারা জিহাদের অপব্যাখ্যা করে একদল লোককে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতায় নিয়োজিত করেছে। আর তাদের অপকর্মের মাধ্যমে ইসলামকে জঙ্গীবাদী ধর্ম বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অতঃপর সন্ত্রাস দমনের নামে বিশ্বব্যাপী নিরীহ মুসলমানদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে। বাংলাদেশেও তাদের একই পলিসি কাজ করছে। বাংলাদেশকে জঙ্গী রাষ্ট্র প্রমাণ করাই তাদের উদ্দেশ্য। যাতে ত্রাণকর্তা হিসাবে তারা এখানে সহজে প্রবেশ করতে পারে এবং সরকারের উপর ছড়ি ঘুরাতে পারে। বর্তমানের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশের কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বিষয়টিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

(৬) এই প্রেক্ষিতে আমাদের পরামর্শগুলি নিম্নরূপ :

এক- ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। এজন্য শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামের সঠিক আক্বীদা সিলেবাস ভুক্ত করা অপরিহার্য। সেই সাথে পরিবার, সমাজ ও প্রশাসনকে অধিক সতর্ক ও সহনশীল হওয়া আবশ্যক। কারণ আমাদের সন্তানদেরকে সঠিক শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই তারা আজ পথচ্যুত হয়েছে। অতএব তাদেরকে সংশোধন প্রচেষ্টা চালানোর মধ্যেই দেশের কল্যাণ বেশী। সেই সাথে যদি কেউ সত্যিকার অর্থে তওবা করে ফিরে আসে, তাহ'লে তাদেরকে গ্রহণ করার সুযোগ থাকা উচিত। **দুই-** দেশে ন্যায় বিচার ও সুশাসন কায়েম করা। **তিন-** ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক কার্যক্রম সমূহ বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। **চার-** জঙ্গীবাদের বিশ্বাসগত ভ্রান্তির দিকটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা।

উল্লেখ্য যে, ঈমানের সংজ্ঞায় মৌলিকভাবে তিনটি দল রয়েছে। খারেজী, মুরজিয়া ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছ। খারেজীগণ বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। ফলে তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল'। এই চরমপন্থী আক্বীদার লোকেরাই ৪র্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল নেকীর কাজ মনে করে। এই দর্শনের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কঠোর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে *(মুসলিম হা/১০৬৪, ১০৬৬; ইক্বামতে দ্বীন ৩৪-৩৫ পৃঃ)*। যুগে যুগে অধিকাংশ চরমপন্থী মুসলমান এই ভ্রান্ত মতের অনুসারী। বর্তমানে ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের উত্থানের মূল উৎস এখানেই। স্বার্থবাদী লোকেরা জান্নাতের স্বপ্ন দেখিয়ে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকেই উস্কে দিচ্ছে। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

চরমপন্থী খারেজী ও শৈথিল্যবাদী মুরজিয়া মতবাদের মধ্যবর্তী হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা আহলেহাদীছের ঈমান। যাদের নিকট ঈমানের সংজ্ঞা হ'ল, 'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঈমান হ'ল মূল এবং আমল হ'ল শাখা'। যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না। অতএব জনগণের ঈমান যাতে সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পরিবার, সমাজ ও সরকারকে সর্বদা সেই পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। নইলে ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হ'লে সমাজ অকল্যাণে ভরে যাবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জন্মলগ্ন থেকেই সকল চরমপন্থী আক্বীদার কঠোর বিরোধিতা করে আসছে এবং দেশে ঈমানী পরিবেশ বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বস্তুতঃ নবী-রাসূলগণ কেউই শাসনক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করেননি। বরং তাঁরা হিকমত ও নছীহতের মাধ্যমেই সমাজ সংশোধন করেছেন। আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী, হামযা কেউই অস্ত্রের ভয়ে বা শাসনশক্তির ভয়ে মুসলমান হননি। যুগে যুগে এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক চিন্তাধারাই চরমপন্থী দর্শনের অন্যতম প্রধান উৎস। আর এটাই হ'ল সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি।

(৭) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কখনো ক্ষমতা লাভের জন্য আন্দোলন করে না। তারা কখনই হরতাল-ধর্মঘট করে না। তারা আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার তথা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ-এর চিরন্তন ইসলামী মূলনীতির অনুসরণে সমাজ সংস্কারের কাজ করে থাকে। ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী তারা সকল সরকারেরই আনুগত্য করে। তারা বৈধভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। দেশে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী পন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করে এবং সরকারের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করে।

(৮) বর্তমানে দেশ থেকে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমনে সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, আমরা তাকে পূর্ণ সমর্থন করি। সেই সাথে কোন নিরীহ মানুষ যাতে স্রেফ সন্দেহ বশে পুলিশী হয়রানীর শিকার না হয় এবং যাতে প্রকৃত দোষীরা ধরা পড়ে, সেজন্য সরকারের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস কামনা করি।

হে আল্লাহ! তুমি বাংলাদেশকে দেশী ও বিদেশী সকল প্রকার ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা কর -আমীন!

পরিশেষে আমরা সম্মানিত সুধী মণ্ডলী এবং সাংবাদিক বন্ধুগণের প্রতি ও প্রেসক্লাব কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আসসালামু 'আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পেশ করার পর মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্নোত্তর এখানে বিবৃত হ'ল।-

প্রশ্নোত্তর :

(১) বর্তমানে জঙ্গী কার্যক্রমের অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের অনেকে আহলেহাদীছ-এর অনুসারী। তাছাড়া জেএমবি নেতা শায়খ আব্দুর রহমান 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সদস্য ছিল কি-না, সাংবাদিকদের এরূপ প্রশ্নের জবাবে আমীরে জামা'আত বলেন,

জঙ্গীবাদের অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের কেউ কেউ ছালাতে রাফঊল ইয়াদায়েন করতে পারে, তবে তারা কখনোই আক্বীদাগত ভাবে আহলেহাদীছ নয়। কেননা রাফঊল ইয়াদায়েন করলেই আহলেহাদীছ হওয়া যায় না, যদি সে আক্বীদায় আহলেহাদীছ না হয়। আর 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কোন ছেলে কখনোই জঙ্গীবাদে সম্পৃক্ত নয়। আব্দুর রহমান কখনোই 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সদস্য ছিল না। তার পিতা ছিলেন আহলেহাদীছের বিখ্যাত আলেম মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল। তিনি কখনোই জঙ্গীবাদের পক্ষে ছিলেন না। তাঁর ছেলে পথভ্রষ্ট হবার কারণে সমগ্র আহলেহাদীছ জামা'আতের উপরে আজ কালিমা লিপ্ত হয়েছে।

অথচ রাফউল ইয়াদায়েন কেবল আহলেহাদীছরাই করেনা। বরং আমাদের দেশে যে বলা হয়ে থাকে চার মাযহাব মানা ফরয, তাদের মধ্যে কেবল হানাফী মাযহাব ছাড়া বাকি তিন মাযহাবের লোকেরা ছালাতে রাফউল ইয়াদায়েন করেন। এক্ষণে কোন মাযহাবের কেউ যদি জঙ্গীবাদী কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে, তবে সেও কি আহলেহাদীছ হবে? এরপরেও বলব, ব্যক্তির কোন অপরাধে পুরা সম্প্রদায় দায়ী হবে না।

(২) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক প্রচারিত Hallo CT apps এর প্রমোশনাল ভিডিওতে 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' ও 'আক্বীদায়ে মোহাম্মদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ' বই দু'টির ছবি সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা যথাস্থানে এর বিরুদ্ধে লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েছি। আজও এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আপনারা দয়া করে বই দু'টি পড়ে দেখবেন। জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বাংলার যমীনে 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বইয়ের চাইতে দলীল সমৃদ্ধ ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় কোন বই আছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ সেই বইটির উপর কিছু বোমা তৈরীর সরঞ্জাম রেখে ভিডিও তৈরী করে দেখানো হচ্ছে। ভাবখানা এমন যে, এই বইটি পড়েই মানুষ জঙ্গী হচ্ছে। আরেকটি বই 'আক্বীদায়ে মোহাম্মদী', যার লেখক আমার আব্বা ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি জঙ্গীবাদের কিছুই জানতেন না। বাংলা ১৩৫৯ সালে বইটি লিখিত হয়েছে। অথচ এই বই দু'টি দিয়ে Hallo CT apps এর প্রমোশনাল ভিডিও তৈরী করা হয়েছে। এই অপপ্রচার কেন চালানো হচ্ছে? আমাদের মনে হয় সরিষার মধ্যেই ভূত আছে।

এক্ষণে আমাদেরকে যখন অন্যায়ভাবে কলংকিত করা হচ্ছে, তখন আমাদেরও তো কিছু বলার অধিকার আছে। আপনাদের যদি যা খুশী লেখার ও বলার স্বাধীনতা থাকে, তবে আমাদের কি সত্য কথা বলার স্বাধীনতা নেই? 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাংলার যমীনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তুলতে চায়, সন্ত্রাসের আলোকে নয়।

(৩) গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় হামলাকারীদের কেউ কেউ ডা. যাকির নায়েক-এর বক্তব্যের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে এবং সে কারণে সরকার পীস টিভি বন্ধ করেছে; এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে আমীরে জামা'আত বলেন, কোন বক্তব্য শুনে তারা জঙ্গীবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছে? ভারতের মহারাষ্ট্র সরকার তার প্রায় ২০০ বক্তব্য যাচাই করে দেখেছে, যার একটিতেও তারা আপত্তিকর কিছু পায়নি। তাই বাংলাদেশ সরকার যদি অভিযোগ উত্থাপনের সাথে সাথে এ্যাকশন না নিয়ে একটু যাচাই-বাছাই করে দেখতেন, আমার মনে হয় তারা এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন না। আশা করি একদিন পীস টিভির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে আমরা সরকারের এ পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানিয়েছি *(দৈনিক ইনকিলাব ১১ই জুলাই'১৬, ৩য় পৃ.)*। আপনারা বাক-স্বাধীনতার কথা বলেন। তাঁর কি কথা বলার স্বাধীনতা নেই? পসন্দ না হ'লে আপনি তা গ্রহণ করবেন না। তিনি তো বিশ্বব্যাপী প্রচারিত একটি বৃহৎ মিডিয়া 'পীস টিভি'-র মালিক। শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা পৃথিবীতে পীস টিভির মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য প্রচারিত হচ্ছে। বিশ্বের মানুষ তাকে সমর্থন করছে, প্রশংসা করছে। সঊদী সরকার, দুবাই সরকার তাকে শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের পুরস্কারে ভূষিত করেছে। আপনিও যদি তাকে একটু যাচাই করে দেখতেন তাহ'লে বুঝতেন তিনি কে?

আমীরে জামা'আত বলেন, যাকির নায়েকের বক্তব্য শুনে হলি-আর্টিজানের ২টি ছেলে প্রভাবিত হয়েছে বলে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, তা একজন ভুক্তভোগী হিসাবে আমি সর্বাংশে বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ ২০০৫ সালে তৎকালীন চার দলীয় জোট সরকার যখন আমাকে জেলে ঢুকিয়েছিল, তখন আপনারাই বলেছিলেন, শফীকুল্লাহ নামের একটি ছেলে নাকি আমার বই পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কোন্ বই, তা বলা হয়নি। অথচ পরবর্তীতে সেই শফীকুল্লাই আদালতে বলল যে, আমি এসব কিছুই বলিনি। আমাকে প্রচণ্ড নির্যাতন করা হয়েছিল। অতঃপর তারা ইচ্ছামত লিখে আমার প্রথম পৃষ্ঠার নাম-ঠিকানার স্বাক্ষর নকল করে শেষ পৃষ্ঠায় তারাই স্বাক্ষর করেছে। ঐ স্বাক্ষর আমার ছিল না। আমি উনাকে তখন চিনতামই না। উনার কোন বইও কখনো পড়িনি'। অতএব এইসব রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী মিডিয়াকে ব্যাণ্ড করা হ'ল। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে বিদেশে নিজেদেরকে ছোট করা হয়েছে এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধানের বিরোধী। অতঃপর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা বিভিন্ন মত ও পথের সাংবাদিক এখানে আছেন। আপনাদের যদি ভিন্ন মত প্রকাশের সুযোগ না থাকে, তাহ'লে সাংবাদিকতাই তো বন্ধ হয়ে যাবে। বরং মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকলে মানুষ চেনা সহজ হবে।

(৪) অতঃপর ঢাকা শহরে ও বাংলাদেশের বিভিন্ন যেলায় স্থাপিত পীস স্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে 'পীস' নামটি ব্যবহৃত হচ্ছে মাত্র। আমি যতটুকু জানি, যাকির নায়েকের সাথে এসব স্কুলের কোন সম্পর্ক নেই। তবে পীস স্কুল গুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার মাধ্যমে সরকার যে কি ফায়েদা হাছিল করতে চান তা আমাদের জানা নেই। বরং বছরের মাঝখানে এরূপ করার মাধ্যমে বহু ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনার উপর সংকট সৃষ্টি করা হ'ল মাত্র।

(৫) প্রশ্নোত্তরের এক পর্যায়ে ইংরেজী দৈনিক ডেইলী স্টারের সাংবাদিক 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র 'ক্বিতাল' শাখা ছিল বলে মন্তব্য করলে আমীরে জামা'আত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, আপনার এই নতুন আবিষ্কার যদি আপনার পত্রিকায় আসে, তবে আমরা আপনার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিব। আমি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা আপনাদের সামনে বসে আছি, অথচ আমি জানি না ক্বিতাল শাখা ছিল কি-না। আর আপনি বললে হবে? কস্মিনকালেও 'যুবসংঘে'র কোন ক্বিতাল শাখা ছিল না, আজও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

(৬) জঙ্গীবাদ দমনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আমরা বহু পূর্ব থেকেই এর বিরুদ্ধে লেখনী, বক্তব্য, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে আসছি। সাম্প্রতিককালে আমরা এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা, সমাবেশ, মানববন্ধন, র‍্যালী, পথসভা ইত্যাদি করছি এবং চরমপন্থীদের বিভিন্ন যুক্তিতর্কের দলীলভিত্তিক জবাব দানের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসগত ভ্রান্তির দিকটা সবার সামনে তুলে ধরছি। আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের এসব কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখেছেন। তবে সবক্ষেত্রেই আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিশ্বাসী। কোনরূপ হিংসাত্মক আন্দোলনে নয়।

(৭) দেশে 'আইএস' আছে কি-না এমন এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমরা মাননীয় পুলিশ মহাপরিদর্শকের সাথে একমত। এখন ইন্টারনেটের যুগে আই.এস হওয়ার জন্য পৃথক কোন অফিসের প্রয়োজন হয়না। ইন্টারনেটে সহজেই সব তথ্য পাওয়া যায়। অতএব প্রশাসন যখন বলছে এদেশে আইএস নেই, তখন আমরা কিভাবে বলব যে, এদেশে আইএস আছে?

(৮) গ্রেফতারকৃত জঙ্গীরা জামায়াতে ইসলামী, জেএমবি বা আইএস-এর সদস্য কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে যারা ধরা পড়ছে তাদেরকে মেরে না ফেলে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই বেরিয়ে আসবে যে, তারা কোন দলের সদস্য।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা প্রবীণ ভাষা সংগ্রামী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান

(৮০), 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এছাড়া ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী সহ বিভিন্ন যেলা থেকে দায়িত্বশীলগণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

(উক্ত সংবাদ সম্মেলনের রিপোর্ট পরদিন ১৫ই আগস্ট ইংরেজী দৈনিক দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট, ডেইলী স্টার; বাংলা দৈনিক ইনকিলাব, নয়াদিগন্ত, ভোরের কাগজ, আমাদের সময় সহ বিভিন্ন জাতীয় ও অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া যমুনা টিভি ও ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট টিভি ঐদিন ১৪ই আগস্ট খবরটি প্রচার করে।)

সম্মেলনটির ভিডিও দেখতে ক্লিক করুন-
www.ahlehadeethbd.org/audiovideo.html.

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মানববন্ধন, র‍্যালী, পথসভা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দেশে সম্প্রতি চলমান সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে বিভিন্ন যেলা ও উপযেলায় মানববন্ধন, র‍্যালী, পথসভা ও আলোচনা সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কিত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১লা আগস্ট সোমবার : অদ্য বেলা ১২-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক ও ছাত্রদের সমন্বয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মারকায সংলগ্ন রাজশাহী-নওগাঁ সড়কে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল নূরুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম।। এতে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই। কিন্তু দুঃখজনক যে, শান্তির ধর্ম ইসলামকে আজ জঙ্গী ধর্ম বানানোর জন্য দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র চলছে। তারা এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। *(৩রা আগস্ট স্থানীয় দৈনিক সোনালী সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত।)*

চারঘাট, রাজশাহী ৩রা আগস্ট বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চারঘাট উপযেলার উদ্যোগে চারঘাট বাজারে চারঘাট-ঈশ্বরদী সড়কে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন' -এর সহ-সভাপতি আইয়ূব আলী, সাধারণ সম্পাদক মাস্টার এস.এম. সিরাজুল ইসলাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম প্রমুখ।

ভবানীগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী ৪ঠা আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ভবানীগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন বাজারে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এক র‍্যালী ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পথসভায় বক্তব্য রাখেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আইয়ূব আলী, সাধারণ সম্পাদক মাস্টার এস.এম. সিরাজুল ইসলাম, বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান প্রমুখ। *(৫ই আগস্ট, আমাদের রাজশাহী, দৈনিক বার্তা, নতুন প্রভাত পত্রিকায় প্রকাশিত।)*

পাবনা ৪ঠা আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে পাবনা প্রেস ক্লাবের সম্মুখস্থ সড়কে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন আতাইকুলা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ইকবাল জিন্নাহ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দূস প্রমুখ। *(৫ই আগস্ট প্রথম আলো পত্রিকায় ছবিসহ প্রকাশিত।)*

চট্টগ্রাম ৪ঠা আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১২-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে (জামাল খান সড়কে) এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শেখ সাদী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এ্যাডভোকেট ইবরাহীম শাহাদত প্রমুখ। *(ঐদিন 'চ্যানেল ২৪' টিভিতে বিকাল ৪-টা ও পৌনে ৫-টায় এবং 'চ্যানেল আই' টিভিতে রাত ১০-টার সংবাদে প্রচারিত হয়।)*

সাতক্ষীরা ৪ঠা আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে সাতক্ষীরা শহরে এক বিশাল র‍্যালী ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাহিদুল ইসলাম, উপদেষ্টা অধ্যক্ষ আযীযুর রহমান, অ্যাডভোকেট যিল্লুর রহমান, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ইবাদুল্লাহ ও প্রচার সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান প্রমুখ। মানববন্ধনে 'আন্দোলন'-এর কয়েক হাযার নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এর পূর্বে আব্দুর রাযযাক পার্ক থেকে জঙ্গীবাদবিরোধী একটি র‍্যালী বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। অতঃপর র‍্যালীটি নিউ মার্কেট চত্বরে গিয়ে পথসভার মাধ্যমে শেষ হয়। *(ঐদিন 'এনটিভি' ও 'যমুনা' টিভিতে প্রচারিত এবং ৫ই আগস্ট দৈনিক কালের কণ্ঠ, ইনকিলাব, প্রথম আলো ও যায়যায়দিন ও স্থানীয় ৭টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত।)*

যশোর ৫ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার উদ্যোগে ভোলা ট্যাংক রোডে অবস্থিত যশোর টাউন আহলেহাদীছ জামে মাসজিদে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তরীকুল ইসলাম, কেশবপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুত্তালিব, যশোর সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যিল্লুর রহমান ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুরশেদ আলম প্রমুখ। *(৬ই আগস্ট স্থানীয় দৈনিক লোকসমাজ, গ্রামের কাগজ, সমাজের কথা, স্পন্দন, কল্যাণ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত।)*

বিরামপুর, দিনাজপুর-পূর্ব ৫ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বিরামপুর উপযেলার উদ্যোগে শহরের চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বস্থ দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কিতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ওয়ারেছ, দফতর সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রিন্সিপ্যাল এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রামাযান আলী, সাধারণ সম্পাদক রায়হান কবীর, সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাওছার আযম, বিরামপুর ডিগ্রী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ফরহাদ হোসাইন ও চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ। *(৬ই আগস্ট দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় প্রকাশিত।)*

মেহেরপুর ৬ই আগস্ট শনিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য পেশ করেন 'বংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, মেহেরপুর সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, আহলেহাদীছ কোন মতবাদের নাম নয়। এটি একটি পথের নাম। এ পথ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। ইসলামে জঙ্গীবাদের কোন স্থান নেই। তারা আরো বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সব সময় জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। সম্প্রতি জঙ্গীবাদের সাথে আহলেহাদীছকে সম্পৃক্ত করার যে অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে বক্তাগণ তার তীব্র প্রতিবাদ জানান। *(৭ই আগস্ট দৈনিক কালের কণ্ঠ ও প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত।)*

ত্রাণ বিতরণ

দেশের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের কর্মসূচী গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি যেলায় নগদ অর্থ ও চাউল, ডাল, তেল ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ:

জামালপুর ৪ঠা আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য ৪ঠা আগস্ট যেলার মাদারগঞ্জ, ইসলামপুর, মেলান্দহ ও সরিষাবাড়ী উপযেলায় বন্যাদুর্গতদের মাঝে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। সকাল ১১-টায় মাদারগঞ্জের চাঁদপুর বায়তুল মুক্বাদ্দাস আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে, বাদ আছর ইসলামপুর উপযেলার সুরের পাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এবং বাদ মাগরিব মেলান্দহ উপযেলার পাঁচপয়লা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এবং সরিষাবাড়ী উপযেলার সেঙ্গুয়া, মাইজবাড়ী ও চরধারাবর্ষা গ্রামে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী, জামালপুর-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমান সহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, এসময় বন্যাদুর্গত প্রায় দুইশত পরিবারকে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

সাঘাটা, গাইবান্ধা ১২ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় সাঘাটা উপযেলাধীন গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বন্যাদুর্গতদের মাঝে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামসহ যেলা 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, এসময় বন্যাদুর্গত একশত চল্লিশ পরিবারের মধ্যে চাল, চিড়া, মুড়ি, তেল, লবণ, আলু ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ করা হয়।

মহিষখোচা, লালমণিরহাট ১৬ই আগস্ট মঙ্গল : অদ্য দুপুর সাড়ে ১২-টায় যেলার আদিতমারী উপযেলাধীন মহিষখোচা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে বন্যাদুর্গতদের মাঝে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম রাজা, অর্থ সম্পাদক আশরাফুল আলম, মহিষখোচা ইউপি চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি ৫নং ওয়ার্ড মেম্বার আব্দুল মজীদ প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, এসময় বন্যাদুর্গত পঞ্চাশটি পরিবারেরর মধ্যে চাল, ডাল, তেল ও লবণ বিতরণ করা হয়।

কুলাঘাট, লালমণিরহাট ১৭ই আগস্ট বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর উপযেলাধীন কুলাঘাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে বন্যাদুর্গতদের মাঝে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাযির রহমান, প্রচার সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, সদর থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মান্নান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল কাইয়ূম প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, এসময় বন্যাদুর্গত পঞ্চাশটি পরিবারের মধ্যে চাল, ডাল, তেল ও লবণ বিতরণ করা হয়।

আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৫ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সদস্য বাছাই ২য় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে গত ২০শে মে'১৬ শুক্রবার বিভিন্ন যেলা থেকে আগত মোট ৬৭ জন শিল্পীর মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বাছাইয়ে ২১ জন শিল্পী নির্বাচিত হয়। অতঃপর দ্বিতীয়বার বাছাইকালে উক্ত ২১ জনের মধ্য হ'তে ১৯ জন অংশগ্রহণ করে। এ পর্বে ৮ জন শিল্পী চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়। তারা হ'ল- ১. মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট) ২. আব্দুল্লাহ আল-মামূন (সাতক্ষীরা) ৩. রোকনুয্যামান (সাতক্ষীরা) ৪. আব্দুন নূর (জয়পুরহাট) ৫. ইয়া'কূব আলী (মেহেরপুর) ৬. রবীউল আউয়াল মা'রূফ (রাজশাহী) ৭. আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকের (মারকায, রাজশাহী) ৮. সাখাওয়াত হুসাইন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

অতঃপর দুপুর ১২-টায় দারুল ইমারতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে উপরোক্ত ৮ জনকে আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সদস্য মনোনীত করা হয় এবং ৬ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও ৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ : ১. অধ্যাপক দুররুল হুদা ২. অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ৩. ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ৪. মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ৫. মাওলানা আব্দুল মান্নান ৬. আবুল বাশার আব্দুল্লাহ।

কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ : ১. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (পরিচালক) ২. মুহাম্মাদ ছদরুল ইসলাম (সদস্য) ৩. আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (সদস্য)।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : আমাদের মসজিদে আযানের পূর্বে মাইকে 'আছ-ছালাতু আস-সালামু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ' ইত্যাদি পাঠ করে তারপর আযান দেওয়া হয়। ইমাম ছাহেবের বক্তব্য এগুলি পড়লে নেকী না পড়লে গুনাহ নেই। এক্ষণে এসব বলা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নুরু মিয়া, ইরুয়াইন, লাকসাম।

উত্তর : বলা যাবে না। কারণ এগুলি বিদ'আতী রেওয়াজ মাত্র। শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। শুধু ফজর নয়, কোন আযানের পূর্বেই দরূদ পাঠ, কুরআন পাঠ বা আহ্বানসূচক অন্য কিছু পাঠ করা বা বক্তব্য রাখা কিছুরই কোন ভিত্তি নেই। ইসলামের স্বর্ণযুগে এগুলির কোন রেওয়াজ ছিল না। *(ইবনু তায়মিয়াহ, ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিইয়াহ, ৪০৭ পৃঃ; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৪/৪০)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ইবনুল জাওযী (রহঃ)ও একে বিদ'আত বলেছেন *(ফাৎহুল বারী ২/৯২; তালবীসু ইবলীস ১/১২৩)*। অনেকে আযানের দো'আর সাথে অনেক কিছু যোগ করেন, যা ভিত্তিহীন। তাছাড়া উক্ত দো'আ মাইকে পাঠ করা আরও অন্যায়' *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৭৯)*। উল্লেখ্য যে, ইমামের উক্ত কথাগুলি অত্যন্ত আপত্তিকর। এভাবেই মুসলিম সমাজে শিরক ও বিদ'আতের প্রচলন হয়েছে। অতএব সাবধান!

প্রশ্ন (২/৪৪২) : রামাযান মাসে মাসিকের জন্য বাদ পড়া ছিয়ামগুলি পরবর্তীতে রাখতে হবে কি? রাখা গেলে তা শাওয়াল মাসের ছিয়ামের সাথে রাখা যাবে কি?

-হারূনুর রশীদ, তেজগাঁও, ঢাকা।

উত্তর : অসুস্থতা বা সফরের কারণে ছুটে যাওয়া ছিয়ামসমূহ পরবর্তীতে আদায় করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪; বুখারী হা/৩২১; মুসলিম হা/৩৩৫; মিশকাত হা/২০৩২)*। উক্ত ছিয়ামগুলি শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম আদায় করার পরে করবে *(বুখারী হা/১৯৫০; মুসলিম হা/১১৪৬; মিশকাত হা/২০৩০)*।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : কাদিয়ানীদের মসজিদে তাদের সাথে জামা'আতে বা একাকী ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আতিয়ার রহমান, অস্ট্রেলিয়া।

উত্তর : তাদের সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করা যাবে না। কারণ তারা কাফের সম্প্রদায়। যদিও তারা মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য নিজেদেরকে 'মুসলিম' বলে। এদের সাথে কোনরূপ ইবাদতে শরীক হওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'শয়তানেরা তাদের বন্ধুদের মনে এমন সব কুমন্ত্রণা প্রবেশ করিয়ে দেয়, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করে। অতএব যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/১২১)*।

(কাদিয়ানীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : মাসিক আত-তাহরীক, ফেব্রুয়ারী ২০১৬, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১০/১৭০)।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : ছালাতে রাফঊল ইয়াদায়েন সহ ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমলসমূহ করলে মসজিদের অনেক মুছল্লী গাল-মন্দ করে। এক্ষণে সাময়িকভাবে এগুলি করা থেকে বিরত থাকা যাবে কি?

-আহমাদ সোহাগ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : কোন অবস্থাতেই সুন্নাত ছাড়া যাবে না। একারণেই রাসূল (ছাঃ) ভবিষদ্বাণী করেছেন, 'তোমাদের পরে এমন একটা কঠিন সময় আসছে, যখন সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন শহীদের সমান নেকী পাবে' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০২৪০; ছহীহুল জামে' হা/২২৩৪)*। ছালাত ইসলামী শরী'আতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূল (ছাঃ) তাঁর দেখানো পদ্ধতিতে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/৬৩১)*। সুতরাং যেকোন উপায়ে মুছল্লীদের বুঝিয়ে মসজিদেই ছালাত আদায় করতে হবে এবং সুন্নাতের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। নিরুপায় হ'লে বাড়ীতে ছালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : পুরুষদের সাথে নারীদের ঈদের ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা না থাকলে একই ইমাম পুরুষদের ছালাত আদায় করিয়ে পরে মহিলাদের নিয়ে পৃথক জামা'আত খুৎবা সহ ছালাত আদায় করাতে পারবে কি?

-ইহসান, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : পারবে। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে পিছনে এশার ছালাত পড়তেন এবং পরে নিজ মহল্লায় গিয়ে আবার তাদের ইমামতি করতেন *(বুখারী হা/৭১১, মুসলিম হা/৪৬৫)*। এক্ষণে ইমাম না পাওয়ার কারণে যদি এরূপ করতে হয়, তাহ'লে তাতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : বিদেশে কর্মরত অবস্থায় সবসময় ছালাত ক্বছর করা যাবে কি?

-মাসঊদ শেখ, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : দীর্ঘ সময়ের জন্য কোন দেশে অবস্থান করার নিয়ত করলে সেখানে পুরো ছালাতই আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর সেখানে ক্বছর করেননি। কিন্তু ১০ম হিজরী সনে মদীনা থেকে মক্কায় হজ্জব্রত পালন করতে গিয়ে ক্বছর করেছিলেন, যদিও তাঁর জন্মস্থান ছিল মক্কা। তাঁর সাথে বহুসংখ্যক ছাহাবী ছিলেন, মক্কায় যাদের বাড়ি-ঘর ও নিকটাত্মীয় ছিল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) কাউকেই পূর্ণ ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেননি *(ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২১৬)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) সেখানে জুম'আ আদায় না করে যোহর ছালাত আদায় করেছিলেন *(ইরওয়া হা/৫৯৪)*। মনে রাখতে হবে যে, ক্বছর করা ইচ্ছাধীন বিষয়। বাধ্যগত বিষয় নয় *(নিসা ৪/১০১)*।

Contents

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : জনৈকা বিধবা মহিলা একটি মেয়ে সন্তান সহ জনৈক বিপত্নীক পুরুষকে বিবাহ করে, যার আগে থেকে একটি ছেলে সন্তান আছে। এক্ষণে উক্ত মেয়ে ও ছেলের মাঝে বিবাহ বৈধ হবে কি?

-আব্দুল খালেক, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : বৈধ হবে। কারণ যে সকল নারীকে বিবাহ করা হারাম, বিমাতার পূর্ব স্বামীর কন্যা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ৪/২৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২/৬০০; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/১৯৯; ফাতাওয়া ছালেহ ফাওযান ৫/২৫৮)*।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : মসজিদে ছালাতের জন্য অবস্থানের সময় কি কি আদব রক্ষা করা যরূরী?

-সারোয়ার জাহান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদে পরিচ্ছন্ন ও উত্তম পোষাক পরিধান করবে *(আ'রাফ ৩১)*। ডান পা আগে দিয়ে দো'আ পাঠ করে মসজিদে প্রবেশ করবে *(মুসলিম হা/৭১৩; মিশকাত হা/৭০৩; হাকেম, ছহীহাহ হা/২৪৭৪)*। প্রবেশ করে সময় থাকলে 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/১১৬৩; মিশকাত হা/৭০৪)*। অতঃপর নিম্ন স্বরে যিকির-আযকার পাঠ ও নফল ছালাতে রত থাকবে *(মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২)*। অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকবে *(নূর ২৪/৩৬, তাফসীর ইবনু কাছীর সহ)*। মসজিদের ক্বিবলামুখী দেওয়ালে থুথু ফেলবে না *(মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২)*। ছালাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে না *(বুখারী হা/৫০৯; মুসলিম হা/৫০৫; মিশকাত হা/৭৭৭)*। মসজিদের ভিতর ব্যবসা-বাণিজ্য বা হারানো বস্তুর সন্ধানে কোন ঘোষণা দিবে না *(তিরমিযী হা/১৩২১; ইবনু মাজাহ হা/৭৬৭; মিশকাত হা/৭৩৩)* ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : ডিশ লাইনের ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

-তাওছীকুল ইসলাম, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি পাপের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এর ব্যবসা থেকে দূরে থেকে অন্যকোন হালাল ব্যবসা করাই উত্তম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (১০/৪৫০) : বিতর ছালাতে কুনূত পাঠের সময় ইমাম সশব্দে কুনূত পাঠ করে এবং মুক্তাদীগণ আমীন বলে। এরূপ পদ্ধতি সঠিক কি?

-আলমগীর হোসেন, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : হ্যাঁ সঠিক। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মাস যাবৎ যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাতে কুনূতে নাযেলাহ পড়েছিলেন। তিনি শেষ রাক'আতে রুকূর পরে দো'আয়ে কুনূত পড়তেন এবং মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলতেন *(আবুদাঊদ হা/১৪৪৩; মিশকাত হা/১২৯০; মির'আত ৪/৩০৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬৭ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : ইক্বামত শুরু হয়ে গেলে সুন্নাত ছালাতের ১ম রাক'আত আদায়রত অবস্থায় আমার করণীয় কি?

-আবু আমাতুল্লাহ, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।

উত্তর : এমতাবস্থায় ছালাত ছেড়ে দিবে এবং জামা'আতে শরীক হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন ছালাতের ইক্বামত হবে, তখন ফরয ছালাত ব্যতীত কোন ছালাত নেই *(মুসলিম হা/৭১০; মিশকাত হা/১০৫৮)*।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : ছালাতের সময় নির্ধারণী বিভিন্ন স্থায়ী ক্যালেণ্ডারে ঢাকার সাথে সাতক্ষীরার সূর্যাস্তের সময়ের পার্থক্য ৫ মিনিট নির্ধারিত থাকলেও 'যুবসংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত রামাযান মাসের ক্যালেণ্ডারে তা ৩ মিনিট করা হয়েছে। এরূপ কমবেশী হওয়ার কারণ কি?

-শামীম হায়দার, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : কোন কোন সময়সূচীতে ঢাকা ব্যতীত অন্য যেলায় সাহারী-ইফতারীর সময় নিরূপণের ক্ষেত্রে ঢাকাকে কেন্দ্র ধরে যেলাসমূহের দ্রাঘিমার দূরত্ব অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করা হয়। ফলে অন্য যেলাগুলির সাথে ঢাকার সময়ের পার্থক্য এবং সাহারী ও ইফতারের ক্ষেত্রেও সময়ের পার্থক্য সারা বছর একই হয়। কিন্তু তাতে পুরোপুরি সঠিকভাবে সময় নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। কেননা বাস্তবতা হ'ল পৃথিবী সূর্যকে পূর্ব-পশ্চিমে প্রদক্ষিণ কালে সবসময় ২৩.৫ ডিগ্রী কোণে হেলে থাকে। ফলে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দূরত্ব সারা বছর কমবেশী হয়। যার ভিত্তিতে দিন-রাত্রির প্রভেদ রেখা নির্দিষ্ট ডিগ্রীতে অবস্থান না করে মাস ভেদে বাঁকা হয়, আবার সোজা হয় এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় প্রতিদিনই কিছুটা কমবেশী হয়। সেকারণ ঢাকার সাথে অন্যান্য যেলাসমূহের সময়ের পার্থক্যও সব দিন একরকম থাকে না। 'যুবসংঘে'র সূচীটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতির অনুসরণে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ ও আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার প্রদত্ত ঢাকাসহ অন্যান্য যেলাসমূহের সময়সূচী অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক, জুন ২০১৬, প্রবন্ধ : জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিরিখে যেলাসমূহের মাঝে সময়ের পার্থক্যের কারণ)*।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : জনৈক ব্যক্তি হজ্জ করার নিয়তে পুরো টাকা জমা দেওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে। টাকা গ্রহীতা এজেন্সী টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য পরিবারের সাথে যোগাযোগ করলেও পরিবার তা গ্রহণ করতে রাযী হয়নি। এক্ষণে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা যরূরী কি?

-সৈয়দ মুহাম্মাদ ইদ্রীস, বনশ্রী, ঢাকা।

উত্তর : হজ্জ করার নিয়তে টাকা জমা দিয়ে থাকলে আল্লাহ তার হজ্জ কবুল করবেন এবং তিনি এর পূর্ণ নেকী পাবেন ইনশাআল্লাহ *(নিসা ৪/১০০)*। আর ঐ টাকা দিয়ে বদলী হজ্জ করা উত্তম। যেমন জনৈকা মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন। কিন্তু তিনি এর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হ্যাঁ কর' *(বুখারী হা/১৮৫২; মিশকাত হা/১৯৫৫)*। তবে বদলী হজ্জ করতে চাইলে তাকে প্রথমে নিজের হজ্জ করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/১৮১১; মিশকাত হা/২৫২৯)*।

Contents

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : আমি একজন ছাত্র। নতুন আহলেহাদীছ হয়ে সুন্নাতী আমলসমূহ করতে চাওয়ায় পরিবার থেকে আমাকে পাগল বলে এবং বিভিন্ন বিদ'আতী কাজে আমাকে বাধ্য করে এমনকি দাড়ি রাখার সুযোগ দেয় না। এক্ষণে আমার জন্য পরিবারের সাথে থাকা জায়েয হবে কি? না হলে আমার করণীয় কি?

-রাকীবুল হাসান, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : পরিবারের সাথে থেকেই দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে। পরিবারের সদস্যদের বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সন্তানদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তাদের শরী'আতবিরোধী নির্দেশ মানা যাবে না *(লোকমান ৩১/১৯)*। বরং পূর্ণ আন্তরিকতা ও ধৈর্যের সাথে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী দো'আ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, তুমি নিজেকে ও নিজ পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও *(তাহরীম ৬৬/৬)*। সুতরাং পরিবারকে ছেড়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। পরিবারেরও উচিত সত্যকে মেনে নেওয়া। অথবা ছেলেকে সুযোগ দেওয়া। নইলে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তারা রেহাই পাবেন না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : আকীকার ক্ষেত্রে সক্ষমতা না থাকায় ছেলের জন্য ১টি ছাগল দেওয়া যাবে কি?

-সোহাগ রাণা, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : সামর্থ্য না থাকলে একটি ছাগল দেওয়া যাবে *(আবুদাউদ হা/২৮৪১; মিশকাত হা/৪১৫৫; ইরওয়া হা/১১৬৭, সনদ ছহীহ; দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা পৃ. ৪৮)*।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : ওযূর পর বা ছালাতরত অবস্থায় আমার মাঝে মাঝেই বায়ুর চাপ আসে। কখনো কখনো সন্দেহ হয় যে বেরিয়ে গেল কিনা। এরূপ সন্দেহ হ'লে ছালাত ভেঙ্গে ওযূ করে আসতে হবে কি?

-আকরাম হোসাইন, পল্লবী, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ অবস্থায় ছালাত চালিয়ে যেতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, স্পষ্টভাবে বায়ূর শব্দ বা গন্ধ না পেলে ওযূ করতে হবে না *(ইবনু মাজাহ হা/৫১৫; মিশকাত হা/৩১০; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৭২; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃ. ৬৩)*।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : আমাদের ইমাম ছাহেব প্রতিদিন ফজর ছালাতের শেষ রাক'আতে হাত তুলে দো'আ করেন। এমনকি একদিন দো'আ করতে ভুলে গেলে সহো সিজদাও দিয়েছেন। এভাবে দোআ কুনূত নিয়মিত পড়ার কোন বিধান শরী'আতে আছে কি? প্রতিদিন এরূপ করতে যেসব মুছল্লী ইচ্ছুক নয় তাদের জন্য করণীয় কি?

-যুবায়ের হক, আসাম, ভারত।

উত্তর : এভাবে নিয়মিতভাবে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করা জায়েয নয় *(তিরমিযী হা/৪০২; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৪৫৫-৫৭; মিশকাত হা/১২৯১-৯২)*। আর এর জন্য সহো সিজদা দেওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বিপদাপদের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করতেন। পরে তা ছাড়তেন *(যাদুল মা'আদ ১/২৭৩)*। অতএব ইমাম ছাহেবকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর যিদ করলে তাকে পরিবর্তন করে অন্য ইমাম রাখতে হবে।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : দুই সিজদার মাঝে শরী'আত নির্দেশিত কোন দো'আ আছে কি? এছাড়া এসময় যেকোন মাসনূন দো'আ পাঠ করা যাবে কি?

-নাজমুল ইসলাম, বগুড়া।

উত্তর : অবশ্যই দো'আ রয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) দুই সিজদার মাঝে বলতেন, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ (আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়াহদিনী ওয়া 'আফিনী ওয়ারযুক্বনী) অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎ পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রূযী দান করুন' *(ইবনু মাজাহ হা/৮৯৮; আবুদাউদ হা/৮৫০; মিশকাত হা/৯০০; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬ পৃ.)*। এসময় নির্ধারিত দো'আ পাঠ করাই উত্তম। তবে অন্য মাসনূন দো'আও পাঠ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : আমি একটি প্রাইভেট হাসপাতালে প্যাথলজিস্ট হিসাবে কাজ করতে চাই। কিন্তু সেটি একটি ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত হয়। এক্ষণে এখানে চাকুরী করা আমার জন্য জায়েয হবে কি?

-যহীরুল ইসলাম, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : জায়েয হবে। কেননা বৈধ বস্তু উৎপাদনকারী তথা বৈধ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত যেকোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা যাবে। যদিও তার মজুরী সূদযুক্ত অর্থ দিয়ে প্রদান করা হয়। এজন্য দায়ী হবে উক্ত সূদের গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিক *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১৫/৫৯)*। আল্লাহ বলেন, 'একের পাপের বোঝা অন্যে বইবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। তবে সরাসরি সূদী লেনদেন হয় যেমন ব্যাংক, বীমা সহ এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মে অংশগ্রহণ করা যাবে না।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : আমি খুব সামান্য বেতনের চাকুরী করি, যা দিয়ে স্ত্রীর ভরণ পোষণ সম্ভব নয়। অথচ আমার পিতা-মাতা আমাকে বিবাহ দিতে চান। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মীযানুর রহমান, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : এমন অবস্থায় বিবাহ করাই উত্তম হবে। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত আছে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও ... তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছলতা দান করবেন' *(নূর ২৪/৩২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বিবাহের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন, স্বাধীন ও ক্রীতদাস সকলকে বিবাহের নির্দেশ

Contents

দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে অভাবমুক্ত করার অঙ্গীকার করেছেন *(তাফসীর ত্বাবারী ১৯/১৬৬; ইবনু কাছীর ৬/৫১-৫২ ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ স্বীয় কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, তাদের একজন হ'ল, বিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তি যে বিবাহের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায় *(তিরমিযী হা/১৬৫৫; মিশকাত হা/৩০৮৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩০৮,১৯১৭)*।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : যাকাতের টাকা দিয়ে কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী বই কিনে মানুষের মাঝে বিতরণ করা যাবে কি?

-সাব্বির রহমান, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তম : যাকাতের টাকা এরূপ ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যবহার করা যাবে। এগুলো ফী সাবীলিল্লাহ খাতের অন্তর্ভুক্ত হবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন ১৮/২৫২)*।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : দশ বছর পূর্বের কবরস্থান শরী'আতসম্মত ওযরে বাতিল করে নতুনভাবে বড় আকারে তৈরী করা হবে। এক্ষণে পূর্বের কবরস্থানের জমি বিক্রি করে উক্ত অর্থ নতুন কবরস্থানে দান করা যাবে কি? উল্লেখ্য সেখানে এ পর্যন্ত মাত্র দু'জন ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছে।

-শহীদুল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : যরূরী প্রয়োজন ব্যতীত কবর স্থানান্তর করা জায়েয নয় *(বুখারী হা/১৩৫১-৪২; নববী, আল-মাজমূ' ৫/২৭৩; উছায়মীন, শারহুল মুহাযযাব ৫/৩৬৯)*। তবে প্রশ্নে বর্ণিত কারণ দেখা দিলে কবর খুঁড়ে কোন হাড়গোড় পাওয়া গেলে তা নতুন কবরস্থানে স্থানান্তর করা এবং উক্ত জমি বিক্রি করে তার মূল্য নতুন কবরস্থানে দান করায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : আমি একটি কোম্পানীতে চাকুরী করি। আমাকে আয়ের উপর বাধ্যতামূলকভাবে কর দিতে হয়। কিন্তু আমি যদি তা সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করি তাহ'লে প্রতি লাখে পনের হাযার টাকা কর মওকুফ পাওয়া যায়। এক্ষণে আমি সেখানে বিনিয়োগ করে তা থেকে প্রাপ্ত সূদ নেকীর আশা ছাড়া দান করে দিয়ে কর মওকুফের সুযোগ গ্রহণ করতে পারব কি?

-নূরুল ইসলাম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : কর মওকূফের সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে এভাবে সূদী কাজে সহযোগিতা করা জায়েয হবে না *(মায়েদাহ ৫/২)*। কেননা সূদের পাপ অত্যন্ত ভয়াবহ *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯; মুসলিম হা/১৫৯৮, মিশকাত হা/২৮০৭)*।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : রোগমুক্তির জন্য হারাম পশুর পেশাব পান করায় বাধা আছে কি?

-তুষার রহমান, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।*

**['তুষার' পরিবর্তন করে আব্দুর রহমান নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : হারাম পশুর পেশাব পান করা হারাম। আর হারাম বস্তু ঔষধ হ'তে পারে না। জনৈক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ) কে ঔষধ হিসাবে মদ ব্যবহারের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, এটা কখনোই রোগের প্রতিষেধক নয়। বরং তা রোগ সৃষ্টিকারী *(মুসলিম হা/১৯৮৪, মিশকাত হা/৩৬৪২)*। তবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যদি উক্ত পেশাব ব্যতীত রোগের কোন ঔষধ পাওয়া না যায়, তবে বাধ্যগত অবস্থায় তা গ্রহণ করা যাবে *(আন'আম ৬/১১৯)*। রাসূল (ছাঃ) চুলকানী রোগের কারণে আব্দুর রহমান বিন 'আউফ এবং যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ)-কে সফরে রেশমের কাপড় পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন, যদিও তা পুরুষের জন্য হারাম *(আবুদাঊদ হা/৪০৫৬, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : জীবদ্দশায় হজ্জব্রত পালনকারী পিতা মৃত্যুর সময় অল্প কিছু সম্পদ রেখে গেছেন এবং দরিদ্র সন্তানকে উক্ত টাকা দিয়ে হজ্জ করার জন্য অছিয়ত করে গেছেন। যা দ্বারা হজ্জ করলে তার দরিদ্রতা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এক্ষণে সন্তানের জন্য করণীয় কি?

-মাহমূদুল হক, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ অছিয়ত করা পিতার জন্য জায়েয হয়নি। কারণ রাসূল (ছাঃ) সর্বোচ্চ তিনভাগের একভাগ সম্পদ অছিয়ত করার অনুমতি দিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৭১ 'অছিয়ত সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। উপরন্তু ওয়ারিছদের জন্য কোন অছিয়ত নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিছের জন্য কোন অছিয়ত নেই' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি, ছহীহুল জামে' হা/১৭৮৯; মিশকাত হা/৩০৭৩ 'ফারায়েয' অধ্যায় 'অছিয়ত' অনুচ্ছেদ)*। এক্ষণে উক্ত অছিয়ত বাতিল গণ্য হবে।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : অবৈধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে সমাজ কর্তৃক জরিমানা হিসাবে আদায়কৃত টাকা মসজিদ বা কবরস্থানের উন্নতিকল্পে লাগানোয় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-পারভেয আলম, আন্ধুয়া, ফারাক্কা, ভারত।

উত্তর : বাধা নেই। এক্ষেত্রে বিচারকগণ উক্ত অর্থ বায়তুল মালে জমা করতে পারেন অথবা কোন সৎকাজে ব্যয় করতে পারেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/২২১)*। তবে ঐ অর্থ মসজিদে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। যদিও সেটি নাজায়েয নয়।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : কুরবানী মোট কয়দিন করা যাবে?

-রবীউল ইসলাম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ১০, ১১, ১২ই যিলহাজ্জ তিনদিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৪৭৩, হাদীছ ছহীহ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৬/২৫৩)*। এতে কোন মতভেদ নেই। তবে অনেক ছাহাবী, ইমাম শাফেঈ ও বহু বিদ্বানের মতে ঈদুল আযহার পরের তিনদিন কুরবানী করা যাবে। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী এটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন *(মির'আতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতুল মাছাবীহ ৫/১০৬-০৯ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : নফল ছিয়ামের মধ্যে কোনটি অধিক উত্তম; আইয়ামে বীয না সোম ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম?

-ডা. যিয়া, ইবনে সিনা হাসপাতাল, ঢাকা।

উত্তর : সপ্তাহে দু'টি ছিয়াম পালন এবং মাসের আইয়ামে বীযের ছিয়াম উভয়ই উত্তম আমল। দু'টির মধ্যে ছওয়াবের দিক দিয়ে উত্তম-অনুত্তম ভাগ করার অধিকার বান্দার নেই। তবে স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় সোমবার ও বৃহস্পতিবার

সপ্তাহে দু'দিন ছিয়াম রাখা উত্তম। সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালনের ফযীলত বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং এমন সব বান্দাকে মাফ করে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না *(মুসলিম হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/৫০২৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সপ্তাহে এই দু'দিন মানুষের আমলনামা আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয় *(মুসলিম হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/৫০৩০)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল সমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পসন্দ করি ছিয়াম অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক' *(তিরমিযী হা/৭৪৭, ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৪১; মিশকাত হা/২০৫৬)*। এছাড়া এ দু'দিন ছিয়াম পালনের জন্য রাসূল (ছাঃ) অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন' *(তিরমিযী হা/৭৪৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৪৪)*।

অপরদিকে আইয়ামে বীযে চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তিনদিন ছিয়াম পালনের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রতি চান্দ্র মাসে তিনটি করে ছিয়াম, সারা বছর ধরে ছিয়াম পালনের শামিল' *(বুখারী হা/১১৭৮; মুসলিম হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২০৫৪)*। এছাড়া আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমার দোস্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে তিনটি বিষয়ে অছিয়ত করে গেছেন, যা আমি যতদিন বাঁচি, কখনো ছাড়ব না। তার একটি হ'ল মাসে তিনটি করে নফল ছিয়াম পালন করা *(মুসলিম হা/৭২২; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০২৮)*।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : গ্রাফিক্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষ ও প্রাণীর ছবি নিয়ে কাজ করতে হয়। যা পরবর্তীতে প্রিন্ট করা হয়। এসব ক্ষেত্রে কাজ করা জায়েয হবে কি?

-রিয়াদ মোর্শেদ, কক্সবাজার।

উত্তর : মানুষ ও প্রাণী ছবি নিয়ে কাজ করা জায়েয হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যারা এসব ছবি তৈরী করে, তারা ক্বিয়ামতের দিন কঠিন আযাবপ্রাপ্ত হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে তাতে প্রাণ দাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২ 'পোষাক' অধ্যায়, 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে জড়বস্তুর ছবি নিয়ে কাজ করাতে কোন বাধা নেই। জনৈক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, আমি ছবি-মূর্তি অংকন করি। এটা আমার জীবিকা নির্বাহের পথ। তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, তুমি গাছ-পালার ছবি এবং যে বস্তুর প্রাণ নেই, তার ছবি অঙ্কন করতে পার *(বুখারী হা/২২২৫; মিশকাত হা/৪৫০৭; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'ছবি ও মূর্তি' বই, ২য় সংস্করণ ২০১৬।*

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : আমি নেকীর আশায় সৎ মানুষদের মাঝে বিনা সূদে টাকা ঋণ দিয়ে থাকি। গ্রহীতাগণ তা সাপ্তাহিক কিস্তিতে আমাকে পরিশোধ করেন। কিন্তু বর্তমানে আমি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় ঋণ লেনদেনের জন্য বেতন দিয়ে একজন লোক রাখি এবং ঋণগ্রহীতাগণ মাসে বেতন বাবদ প্রত্যেকে ১০০ টাকা করে দেন। এক্ষণে এটি সূদ হবে কি?

-আব্দুর রহমান, চাটমোহর, পাবনা।

উত্তর : সূদ হবে না ইনশাআল্লাহ। বিবরণ অনুযায়ী সার্ভিস চার্জ প্রয়োজন অনুসারে নিতে পারে। কারণ এটা ঋণের বিনিময়ে লাভ হিসাবে নয়, বরং সংশ্লিষ্ট কর্মীর বেতন হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে নিয়তের সামান্য গরমিল হ'লে নেকীর কাজ গুনাহে পরিণত হবে। অতএব এক্ষেত্রে সাবধানতা ও নেক নিয়ত বজায় রাখতে হবে। কোন অবস্থায় ঋণ দিয়ে তাতে লাভ করা যাবে না।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : জুম'আ মসজিদ ব্যতীত জামা'আতে ছালাত হয় এরূপ মসজিদে ই'তিকাফ করা যাবে কি? বিশেষত নারীরা এরূপ মসজিদে ই'তিকাফ করতে পারবে কি?

-আব্দুল কাদের, দিনাজপুর।

উত্তর : ই'তিকাফের জন্য জুম'আ মসজিদ হওয়াই উত্তম। তবে জামা'আত হয় এরূপ ওয়াক্তিয়া মসজিদে ই'তিকাফ করাও জায়েয। কারণ এ মর্মে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি একটি বর্ণনায় 'জামে মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হবে না' *(আবুদাঊদ হা/২৪৭৩)* আসলেও অন্য বর্ণনায় 'জামা'আত হয় এরূপ মসজিদে ই'তিকাফ হবে' এসেছে *(দারাকুৎনী হা/২৩৮৮, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৬৬)*। এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং হাসান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, ছালাত (তথা জামা'আত) হয়, এরূপ মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হবে না *(বায়হাক্বী হা/৮৩৫৫, ৪/৩১৬; বিস্তারিত দ্রঃ মির'আত হা/২১২৬-এর আলোচনা ৬/১৬৪-১৬৬)*। যেহেতু নারীদের জন্য জুম'আর ছালাত ওয়াজিব নয় *(আবুদাঊদ হা/১০৬৭; মিশকাত হা/১৩৭৭)*, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য ওয়াক্তিয়া মসজিদে ই'তিকাফ করায় কোন বাধা নেই। যদি অভিভাবকের অনুমতি, পূর্ণ নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুবিধাদি সহজলভ্য হয়।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২) : মৃত্যুর পর তথা পরকালে আমাদের ভাষা কি হবে? আল্লাহ বা ফেরেশতাগণ আমাদের সাথে কোন ভাষায় কথা বলবেন?

-রশীদুল হক, ধুবুরী, আসাম, ভারত।

উত্তর : তারা মানুষের সাথে এমন ভাষায় কথা বলবেন, যা তারা বুঝতে পারবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৩/৪৫০)*।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, সেদিন মানুষ কোন ভাষায় কথা বলবে তা জানা যায় না। কেননা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়ে আমাদের কোন খবর দেন নি। ছাহাবায়ে কেরামও এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোন বিতর্ক করেননি। বরং সবাই এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। কেননা এ ব্যাপারে কথা বলা অনর্থক মাত্র *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৩০০)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : পাত্র বিদেশে থাকা অবস্থায় তাকে শরী'আতসম্মত পন্থায় বিবাহ করার পদ্ধতি কি?

-আতীক্বা, নতুনহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : বিবাহ সামনা সামনি হওয়াই বিধেয়। একান্ত বাধ্যগত কারণে দেশী ও প্রবাসীর মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে ক্বাযী ছাহেব সাধারণ বিবাহের ন্যায় প্রথমে বিবাহের খুৎবা পাঠ করবেন, যা দুই পক্ষ শুনবে *(দারেমী হা/২২০২; মিশকাত হা/৩১৪৯)*।

অতঃপর অভিভাবক কর্তৃক মেয়ের সম্মতি নিয়ে টেলিফোন, মোবাইল বা যেকোন অডিও বা ভিডিও কলের মাধ্যমে দু'জন ন্যায় পরায়ণ সাক্ষীর উপস্থিতিতে মেয়ের অভিভাবক বা কাযী ছাহেব ছেলেকে বিবাহের প্রস্তাব দিবেন। অপর প্রান্ত থেকে ছেলে 'কবুল' বললে বিবাহ সম্পাদন হয়ে যাবে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৩০; ইরওয়াউল গালীল ৬/২৪০)*। তবে কোনরূপ ধোঁকার আশ্রয় নিলে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : বিবাহের ক্ষেত্রে বর্তমানে বৃহৎ আকারে ওয়ালীমা করার যে সামাজিক রীতি প্রচলিত রয়েছে, এরূপ ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান কি অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে?

-মাহমূদুল হাসান, রংপুর।

উত্তর : শরী'আতে ওয়ালীমা করার জন্য জোর তাকীদ এসেছে। তাই সামর্থ থাকলে এরূপ করায় বাধা নেই। আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর তাঁর প্রদত্ত নে'মতের নিদর্শন দেখতে ভালোবাসেন *(আবুদাঊদ হা/;৪০৬৩; মিশকাত হা/৪৩৫২; ছহীহুল জামে' হা/২৫৪)*। রাসূল (ছাঃ) একটি বকরী দিয়ে হ'লেও ওয়ালীমা করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/২০৪৮; মুসলিম হা/১৪২৭; মিশকাত হা/৩২১০)*। তিনি যয়নব (রাঃ)-কে বিবাহের পর লোকদেরকে গোশত-রুটি খাইয়েছিলেন *(বুখারী হা/৪৭৯৪; মুসলিম হা/১৪২৮; মিশকাত হা/৩২১২)*। ওয়ালীমায় গরীবদের বঞ্চিত করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিকৃষ্ট খানা হ'ল ওয়ালীমার ঐ খানা, যাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরীবদের বাদ দেওয়া হয়' *(বুখারী হা/৫১৭৭; মুসলিম হা/১৪৩২; মিশকাত হা/৩২১৮)*। তবে গান-বাজনা, অহেতুক আলোকসজ্জা ইত্যাদি অপচয় থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(ইসরা ১৭/২৭)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : যারা কুরআনী নির্দেশ অনুযায়ী কুরআন ও হাদীছ না মেনে কোন ব্যক্তির ফৎওয়া অন্ধ অনুসরণ করে এবং তদনুযায়ী মানুষকে শিক্ষা দেয় তারা কি কুরআনী নির্দেশ অমান্যের কারণে জাহান্নামী হবে?

-আব্দুর রহীম, রাজশাহী।

উত্তর : এরূপ অন্ধ অনুসরণকে তাক্বলীদে শাখছী বলা হয়। অর্থাৎ 'নবী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কোন শারঈ সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়া। এর ফলে মানুষ অন্য একজন মানুষের অন্ধ অনুসারী হয়ে পড়ে। অনুসরণীয় ব্যক্তির ভুল-শুদ্ধ সব কিছুকেই সে সঠিক মনে করে। মানুষ যুগে যুগে কখনো তার বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজের অনুসারী হয়েছে, কখনো কোন সাধু ব্যক্তি অথবা ধর্মনেতার অনুসারী হয়েছে। ফলে নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত ইলাহী সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করেও অনেকে তা মানতে ব্যর্থ হয়েছে শুধুমাত্র তাক্বলীদী গোঁড়ামীর কারণে।

এভাবে কারো তাক্বলীদ করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে অবজ্ঞা করলে সে জাহান্নামী হবে। অপরদিকে কুরআন ও হাদীছের বিশুদ্ধ দলীল অনুযায়ী নবী (ছাঃ)-এর অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা'। কোন বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ফৎওয়া নিশ্চিতভাবে জানার পর নিঃসংকোচে তা মেনে নেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক। ইচ্ছাকৃতভাবে বা দুনিয়াবী কোন স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অথবা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির দোহাই দিয়ে তা পরিত্যাগ করলে ঐ ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার হ'তে পারবে না *(নিসা ৪/৬৫)*। এভাবে যদি সে কুরআন বা হাদীছের কোন বিশুদ্ধ আমলকে অপসন্দ করে, তাহ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে *(মুহাম্মাদ ৪৭/৯, ৩৩)*। তবে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের, ঈমানহীন, মুনাফিক, জাহান্নামী ইত্যাদি আখ্যা দেয়া বা সম্বোধন করা শরী'আতসম্মত নয় *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪৮১৫)*। বরং কারু মাঝে এরূপ দোষ দেখা দিলে বলতে হবে যে, এরূপ কাজ বা চিন্তা কুফরী বা শিরকের পর্যায়ভুক্ত অপরাধ।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে বা হাজী ক্যাম্প থেকে ইহরাম বাঁধা যাবে কি?

-আলতাফ হোসাইন, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে না। মীকাত থেকেই ইহরাম বাঁধতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) সারা বিশ্ব থেকে হজ্জব্রত পালনকারীদের জন্য পৃথক পৃথক মীকাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/২৫১৬)*। ইবনে ওমর (রাঃ)-কে (যুল হুলায়ফার নিকটবর্তী একটি স্থান) বায়দা থেকে ইহরাম বাঁধার কথা বলা হ'লে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) কেবলমাত্র যুল হুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকেই ইহরাম বাঁধতেন *(মুসলিম হা/১১৮৬, বুখারী হা/১৫৪১)*। ছাহাবী ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বছরা থেকে ইহরাম বাঁধলে ওমর (রাঃ) তা অপসন্দ করেন এবং খোরাসান বিজয়ের পর আব্দুল্লাহ বিন আমের (রাঃ) নিশাপুর থেকে ইহরাম বাঁধলে ওছমান (রাঃ) তাঁকে তিরস্কার করেন *(বায়হাক্বী কুবরা হা/৯১৯৯; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১২৮৪২; সনদ মওকুফ ছহীহ, বুছীরী, ইতহাফুল খায়রাহ হা/২৪৩৬; বিস্তারিত দ্রঃ ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৫/৬০-৬৩)*।

অতএব হজ্জ পালনকারীগণ ইহরামের কাপড় সাথে নিয়ে বিমানে আরোহন করবেন এবং বিমান কর্তৃক মীকাতের ঘোষণা আসার পর বিমানের মধ্যে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন। মনে রাখতে হবে ইহরাম পরিধান ও তালবিয়া পাঠ একত্রে হ'তে হবে। ৫ ঘণ্টা আগে ইহরামের কাপড় পরে বিমানের ঘোষণার পর তালবিয়া পাঠ সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী রীতি। যা পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : ফজরের আযানের কতক্ষণ পূর্বে সাহারীর আযান দিতে হবে?

-মুনীরুল ইসলাম, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তর : উভয় সময়ের মধ্যে এমন পার্থক্য থাকবে, যাতে একজন ব্যক্তি সহজে ফজরের আযানের পূর্বে প্রয়োজনে রান্না ও খাদ্য গ্রহণ সম্পন্ন করতে পারে। তা একঘণ্টা বা তার কিছু কমবেশী হ'তে পারে। যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে ফজরের সময় ঘনিয়ে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় বেলাল (রাঃ) সাহারীর আযান দিতেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) ফজরের আযান দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বেলালের আযান শুনে খাও, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূমের আযান শুনতে না পাও' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮০)*। তবে কারো হাতে খাবার থাকা অবস্থায়

আযান হয়ে গেলে সাহারী খাওয়া সম্পন্ন করবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ খাবার পাত্র অথবা পানির পাত্র হাতে নেয়, আর এ সময় আযান শুনে, তখন সে যেন তা রেখে না দেয়; বরং খাওয়া শেষ করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮ 'ছওম' অধ্যায়)*।

সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বেলালের আযান যেন তোমাদেরকে সাহারী খাওয়া থেকে বিরত না করে। কেননা সে রাত্রি থাকতে আযান দেয় এজন্য যে, যেন তোমাদের তাহাজ্জুদ গোযার মুছল্লীগণ (সাহারীর জন্য) ফিরে আসে ও তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তিগণ (তাহাজ্জুদ বা সাহারীর জন্য) জেগে ওঠে' *(মুসলিম হা/১০৯৪; মিশকাত হা/৬৮১; কুতুবে সিত্তাহ্র সকল গ্রন্থ তিরমিযী ব্যতীত, নায়ল ২/১১৭-১)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে যে, উভয় আযানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুবই কম ছিল। একজন নামতেন, অন্যজন উঠতেন *(মুসলিম হা/১০৯২)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'বিদ্বানগণ এর অর্থ করেছেন এই মর্মে যে, বেলাল ছুবহে ছাদিক-এর পূর্বেই আযান দিতেন। অতঃপর ফজর উদিত হওয়ার পর মিনার থেকে অবতরণ করে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে জাগাতেন। অতঃপর ইবনে উম্মে মাকতূম পেশাব-পায়খানা, ওযূ-গোসল সেরে এসে ফজরের ওয়াক্তের শুরুতেই আযান দিতেন' *(তানক্বীহ শরহ মিশকাত ১/১৩০ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬ হা/৬৮০-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : আমাদের এখানে বর্তমানে যোহরের ছালাতের সময় হয় ১২ টা ৫ মিনিটে। কিন্তু আশপাশের আহলেহাদীছ, হানাফী সব মসজিদে ১টা থেকে ১টা ৩০ এর মধ্যে ছালাত হয়। এক্ষণে আমার জন্য বাড়ীতে ছালাত আদায় করে নিতে হবে কি?

-তাহমীদুল হক, মনোহারদী, নরসিংদী।

উত্তর : না। মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতে হবে। আউয়াল ওয়াক্ত বলতে ওয়াক্তের শুরুকে বুঝানো হয় না। বরং ওয়াক্তের প্রথমভাগকে বুঝানো হয়। জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আউয়াল ও আখেরী ওয়াক্তে দু'দিন ছালাত আদায় করে বলেন, উক্ত দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়কালই হ'ল আপনার উম্মতের জন্য ছালাতের ওয়াক্ত وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩ 'ছালাতের সময়কাল' অনুচ্ছেদ)*। এক্ষণে ঐ দুই ওয়াক্তের প্রথমার্ধে ছালাত আদায় করলে সেটাই হবে আউয়াল ওয়াক্তে। যেমন ২০ শে আগস্ট ঢাকায় যোহর শুরু হচ্ছে ১২-০৪ মিঃ ও আছর শুরু হচ্ছে ৩-২২ মিঃ। এ দুই প্রান্তসীমার মধ্যবর্তী সময়ের প্রথমভাগে আউয়াল ওয়াক্ত ধরা হবে। প্রশ্নে বর্ণিত সময় প্রথমার্ধের মধ্যেই রয়েছে। তবে হাদীছে যেহেতু ছালাত আগেভাগে পড়ার ব্যাপারে তাকীদ এসেছে *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬০৭)*, সেহেতু প্রথমার্ধের প্রথম দিকে পড়াই উত্তম। তবে এর জন্য জামা'আত ত্যাগ করা যাবে না। কারণ ছালাত জামা'আতে আদায় করা যরূরী *(বাক্বারাহ ২/৪৩, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১০৭৭; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫৩)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : একাধিক তলা বিশিষ্ট মসজিদে একই জামাআতে ছালাত আদায়ে কোন বাধা আছে কি? জনৈক ব্যক্তি বলেন এভাবে একজনের উপর আরেকজন কাতার করার কোন দলীল নেই। এর সমাধান কি?

-রাতুল হাসান, ভাষাণটেক, ঢাকা।

উত্তর : ইমামের অনুসরণ করতে অসুবিধা না হলে এভাবে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আছার বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (মসজিদের ভিতরে থাকা) ইমামের সাথে মসজিদের ছাদে ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী ২/১৫৬, হা/৩৭৭-এর অনুচ্ছেদ দ্রঃ; বায়হাক্বী হা/৫৪৫১, ৫৪৫৫; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৪/৩০০)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : জুম'আর খুৎবা বসে দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুর রহীম, রাজশাহী।

উত্তর : অতি দুর্বল ও একান্ত বাধ্যগত অবস্থায় বসে খুৎবা দেওয়া যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/২৩২, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫২৬৬)*। মনে রাখতে হবে যে, জুম'আর খুৎবা দাঁড়িয়ে প্রদান করতে হবে এবং দুই খুৎবার মাঝখানে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বসতে হবে, এটাই বিধিবদ্ধ সুন্নাত *(বুখারী হা/৯২০; মুসলিম হা/৮৬২; মিশকাত হা/১৪১৫ 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। এ যুগে বিভিন্ন মসজিদে জুম'আর খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে বাংলায় যে 'বয়ান' দেওয়া হয়, তা পরিষ্কারভাবে সুন্নাত বিরোধী আমল এবং একেবারেই ভিত্তিহীন।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পঞ্চগড় যেলা সভাপতি জনাব আব্দুন নূর (৮৫) গত ১৭ই জুলাই সোমবার বিকাল ৫-টা ২০মিনিটে পঞ্চগড় সদর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র, ১ কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন ১৮ই জুলাই মঙ্গলবার সকাল ১০-টায় যেলার বোদা থানাধীন খানপাড়া গ্রামে তার জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন তার বড় ভাই মৌলভী ইসহাক আলী। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাবেক উপদেষ্টা ও মাসিক আত-তাহরীক-এর এজেন্ট আলহাজ্জ ইমদাদুল হক সরদার (৯২) গত ৭ই আগস্ট রবিবার বিকাল ৩-টায় বোনারপাড়া থানাধীন ধনারুহা গ্রামের নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন ৮ই আগস্ট সোমবার সকাল ১০-টায় ধনারুহা হাফেযিয়া মাদরাসা ময়দানে তার জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন গাইবান্ধা-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ফোনে মৃতের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

[আমরা তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

Contents

YEAR TABLE (19th Vol.) বর্ষসূচী-১৯ (Oct. 2015 to Sept. 2016)

(১৯তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১৫ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয় :**

১. শিশু আয়লানের আহ্বান : বিশ্বনেতারা সাবধান! *(অক্টোবর ২০১৫)* ২. নারীর উপর সহিংসতা : কারণ ও প্রতিকার *(নভেম্বর ২০১৫)* ৩. হিংসা ও প্রতিহিংসা বন্ধ হৌক *(ডিসেম্বর ২০১৫)* ৪. আহলেহাদীছ কখনো জঙ্গী নয় *(জানুয়ারী ২০১৬)* ৫. পর্ণোগ্রাফী নিষিদ্ধ করুন! *(ফেব্রুয়ারী ২০১৬)* ৬. বাংলা একাডেমীর বইমেলা *(মার্চ ২০১৬)* ৭. নারী দিবস *(এপ্রিল ২০১৬)* ৮. কারা সংস্কারে আমাদের প্রস্তাব সমূহ *(মে ২০১৬)* ৯. ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প চালু *(জুন ২০১৬)* ১০. সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে পরামর্শ *(জুলাই ২০১৬)* ১১. শান্তি ও সহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলাম *(আগস্ট ২০১৬)* ১২. চেতনার সংকট *(সেপ্টেম্বর ২০১৬)*।

*** দরসে কুরআন :**

১. আলোর পথ (১৯/১) *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. আল্লাহকে উত্তম ঋণ (১৯/৪) *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

*** দরসে হাদীছ :**

১. মাল ও মর্যাদার লোভ দ্বীনের জন্য নেকড়ে স্বরূপ (১৯/৬) *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. মৃত্যুকে স্মরণ (১৯/৮) *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

*** প্রবন্ধ :**

অক্টোবর '১৫ :

১. ১৬ মাসের মর্মান্তিক কারা স্মৃতি *(১৯/১-৩) -অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম* ২. আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের স্বরূপ *-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম* ৩. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম (১৯/১-৩) *-অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ* ৪. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের আবশ্যকতা *(১৯/১-৩) -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ৫. বক্তার আধিক্য ও আলেমের স্বল্পতা *-অনুবাদ : আছিফ রেযা* ৬. আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

নভেম্বর '১৫ : ১. কুরআনের আলোকে ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা *(১৯/২-৩) -আব্দুল মালেক* ২. পাপ মোচনকারী আমল সমূহ *-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান*।

ডিসেম্বর '১৫ :

১. নিভে গেল ছাদিকপুরী পরিবারের শেষ দেউটি *-নূরুল ইসলাম* ২. আমানত *(১৯/৩-৫, ৮) -মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান* ৩. অশ্লীলতার পরিণাম ঘাতক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব *-লিলবর আল-বারাদী* ৪. আরবী ভাষা কুরআন বুঝার চাবিকাঠি *-অনুবাদ : ফাতেমা বিনতে আযাদ* ৫. ঈদে মীলাদুন্নবী *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

জানুয়ারী '১৬ :

১. ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি *(১৯/৪-৫, ৭-১২) -অনুবাদ : আব্দুল মালেক* ২. জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব, ফযীলত ও হিকমত *(১৯/৪-৫, ৭) -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ৩. বিশ্ব ভালবাসা দিবস *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

ফেব্রুয়ারী '১৬ :

১. শারঈ ইমারত *-অনুবাদ : নূরুল ইসলাম* ২. নারী-পুরুষের ছালাতের পার্থক্য : বিভ্রান্তি নিরসন *-আহমাদুল্লাহ* ৩. সিজদার গুরুত্ব ও তাৎপর্য *-রফীক আহমাদ*।

মার্চ '১৬ :

১. আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলন : তুলনামূলক আলোচনা *-মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম* ২. সংগঠনের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা ও তা উত্তরণের উপায় *-শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম* ৩. সমাজ সংস্কারে আত-তাহরীক-এর ফৎওয়া সমূহের প্রভাব *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ৪. আহলেহাদীছদের রাজনীতি : ইমারত ও খেলাফত *-অনুবাদ : নূরুল ইসলাম* ৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মুসলিম চেতনা *-মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম* ৬. মীরাছ বণ্টন : শারঈ দৃষ্টিকোণ *-ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ* ৭. মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন তেলাওয়াতের বিধান *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*।

এপ্রিল '১৬ :

১. মুমিন কিভাবে রাত অতিবাহিত করবে *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. খলীফা বা আমীর নিযুক্ত করা কি যরূরী? *-অনুবাদ : নূরুল ইসলাম* ৩. ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা সুন্নাত নাকি বিদ'আত *(১৯/৭-৮) -আহমাদুল্লাহ*।

মে '১৬ :

১. উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য ইসলামের কর্মসূচী *-অনুবাদ : নূরুল ইসলাম* ২. শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

জুন '১৬ :

১. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়? *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. জান্নাত লাভের কতিপয় উপায় *(১৯/৯-১১) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ৩. জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিরিখে যেলাসমূহের মাঝে সময়ের পার্থক্যের কারণ *-তাহসীন আল-মাহী* ৪. পবিত্র রামাযান : আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে ফিরে আসার মাস *-ড. মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম খান* ৫. ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৬. যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

জুলাই '১৬ :

১. আযান ও ইক্বামত : বিভ্রান্তি নিরসন *-আহমাদুল্লাহ* ২. নফল ছিয়াম সমূহ *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩. রামাযান ও ছিয়াম সম্পর্কে কতিপয় যঈফ ও জাল বর্ণনা *-আবু আব্দুল্লাহ*।

আগস্ট '১৬ : স্বাধীন হায়দারাবাদকে যেভাবে ইন্ডিয়া দখল করে নেয় *-ফাহমীদুর রহমান*।

Contents

সেপ্টেম্বর '১৬ :

১. হজ্জের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য *-অনুবাদ : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. কুরবানীর মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩. হজ্জ : গুরুত্ব ও ফযীলত *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ৪. ইসলাম ও জঙ্গীবাদ *-মুজাহিদুল ইসলাম স্বাধীন।*

অর্থনীতির পাতা : পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বরূপ এবং এর সাথে ইসলামী অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা *(মার্চ'১৬) -ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী।*

সাক্ষাৎকার : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব *(আগস্ট'১৬)।*

দিশারী :

১. দিশারী *(১৯/৪-৫)-ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* ২. সাংবাদিক নির্মল সেন-কে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত *(১৯/৬) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ৩. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয় *(১৯/৭) -ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* ৪. ছহীহ হাদীছের পরিচয় *(১৯/৮)-ঐ* ৫. মাযহাবের পরিচয় *(১৯/১০)-ঐ* ৬. বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয় *(১৯/১১) -ঐ।*

হক-এর পথে যত বাধা : জঘন্য ষড়যন্ত্র এক মুসলিমের বিরুদ্ধে *(নভেম্বর'১৫)।*

স্মৃতিকথা :

১. শফীকুলের সাথে কিছু স্মৃতি ২. ইসলামী জাগরণীর প্রাণভোমরা শফীকুল ইসলামের ইন্তেকালে স্মৃতি রোমন্থন ৩. শফীকুল ভাইয়ের বিদায় : শেষ মুহূর্তের কিছু স্মৃতি *(জানুয়ারী'১৬)* ৪. আল-হেরা শিল্পী শফীকুল ভাই সম্পর্কে দু'টি কথা *(ফেব্রুয়ারী'১৬)।*

সাময়িক প্রসঙ্গ :

১. রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা *(এপ্রিল'১৬) -সুকান্ত পার্থিব* ২. শিক্ষা আইন ২০১৬-এর খসড়ার উপর আমাদের মতামত *(মে'১৬) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ৩. পাঠ্যপুস্তকে মুসলমানিত্ব আংশিক ছাঁটাই : হিন্দুত্বের আংশিক প্রবেশ *(মে'১৬) -মোবায়েদুর রহমান* ৪. বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট *(জুন'১৬) -মেহেদী হাসান পলাশ* ৫. ইসলামিক স্টেটের আকর্ষণ কি? *(আগস্ট'১৬) -মশিউল আলম* ৬. আত্মপীড়িত তারুণ্য ও জঙ্গীবাদ *(সেপ্টেম্বর'১৬) -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।*

ছাহাবী চরিত : ১. খুবায়েব বিন আদী (রাঃ) *(মার্চ'১৬) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।*

মনীষী চরিত :

১. ইবনু মাজাহ (রহঃ) *(১৯/১-২) -ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* ২. মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী ঝাণ্ডানগরী *(১৯/১১) -নূরুল ইসলাম* ৩. মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাণ্ডানগরী *(১৯/১২) -ঐ।*

ভ্রমণস্মৃতি : ঝিলাম-নীলামের দেশে *(মার্চ'১৬) -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।*

নবীনদের পাতা : ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের গুরুত্ব, ফযীলত এবং প্রয়োজনীয়তা (জুন'১৬) *-ফরহাদুয্যামান।*

ইতিহাসের পাতা থেকে : তাতারদের আদ্যোপান্ত *(আগস্ট'১৬) -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম।*

অমর বাণী :

১. (ক) সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর অছিয়ত (খ) সন্তানের প্রতি উমায়ের বিন হাবীব (রাঃ)-এর অছিয়ত (গ) মদীনার জনৈক শাসকের প্রতি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর অছিয়ত *(১৯/৪) -বযলুর রশীদ* ২. শিক্ষকের প্রতি অছিয়ত *(১৯/১০) -ঐ।*

হাদীছের গল্প :

১. বিদ'আত প্রতিরোধে ছাহাবীগণের ভূমিকা *(অক্টোবর'১৫) -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ২. হিংসা-বিদ্বেষ না করার ফল জান্নাত *(নভেম্বর'১৫) -ঐ,* ৩. সন্তানের প্রতি নূহ (আঃ)-এর অন্তিম উপদেশ *(জানুয়ারী'১৬) -ঐ* ৪. রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক স্বপ্নে দেখা একদল মানুষের বিবরণ *(ফেব্রুয়ারী'১৬) -ঐ* ৫. আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না *(মার্চ'১৬) -উম্মে হাবীবা* ৬. জান্নাত-জাহান্নামের সৃষ্টি ও জাহান্নামের কতিপয় শাস্তি *(জুলাই'১৬) -মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার* ৭. জুম'আর দিনে দো'আ কবুলের সময় *(আগস্ট'১৬) -ঐ।*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান : ১. পর্দার বিধান পালন না করার পরিণতি *(অক্টোবর'১৫) -উম্মে হাবীবা* ২. আল্লাহ্র জন্যই একনিষ্ঠতা *(এপ্রিল'১৬) -মুখতারুল ইসলাম।*

চিকিৎসা জগত :

১. কলার উপকারিতা *(অক্টোবর'১৫)* ২. (ক) জলপাইয়ের পুষ্টিগুণ (খ) লাউয়ের ওষধিগুণ *(জানুয়ারী'১৬)* ৩. গাজরের উপকারিতা *(ফেব্রুয়ারী'১৬)* ৪. (ক) আঙ্গুরের উপকারিতা (খ) ডায়াবেটিস রোগীর জন্য করণীয় *(মার্চ'১৬) ৪.* যেসব খাবার খুব সহজেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে *(মে'১৬)* ৫. (ক) হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখার উপায় (খ) স্বাস্থ্য রক্ষায় ডাব (গ) ডায়াবেটিসের রোগীরা কোন ফল খাবেন? *(জুলাই'১৬)* ৬. ইসবগুলের ভূষির উপকারিতা *(আগস্ট'১৬)* ৭. (ক) গোলমরিচের ৬টি ব্যবহার (খ) অ্যালার্জি হ'লে করণীয় *(সেপ্টেম্বর'১৬)।*

ক্ষেত-খামার : ১. (ক) পানি কচু চাষ পদ্ধতি (খ) মুখী কচু *(অক্টোবর'১৫)* ২. আঙ্গুর চাষ ও পরিচর্যা *(মার্চ'১৬)* ৩. প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলাচ্ছে কৃষি *(আগস্ট'১৬)।*

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় **১২**টি **২**. দরসে কুরআন ২টি **৩**. দরসে হাদীছ ২টি **৪**. প্রবন্ধ ৪৬টি **৫**. অর্থনীতির পাতা **১**টি **৬**. দিশারী ৬টি **৭**. হক-এর পথে যত বাধা **১**টি **৮**. সাময়িক প্রসঙ্গ ৬টি **৯**. ছাহাবী চরিত **১**টি **১০**. মনীষী চরিত ৩টি **১১**. ইতিহাসের পাতা থেকে **১**টি **১২**. নবীনদের পাতা **১**টি **১৩**. ভ্রমণস্মৃতি ১টি **১৪**. স্মৃতিকথা ৪টি **১৫**. সাক্ষাৎকার **১**টি **১৬**. অমর বাণী ৪টি **১৭**. হাদীছের গল্প ৭টি **১৮**. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ২টি **১৯**. চিকিৎসা জগৎ **১১**টি **২০**. ক্ষেত-খামার ৪টি **২১**. কবিতা ৪৯টি **২২**. প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

বিঃ দ্রঃ *এ বছর আত-তাহরীকে প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরগুলি বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করে সত্বর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। সেকারণ ১৯তম বর্ষের প্রশ্নের সূচী সংযোজিত হ'ল না।-সম্পাদক*